বাংলা এখন শিল্পের গন্তব্য, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 19 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 210 MLD

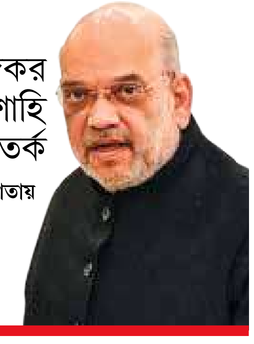

আম্বেদকর নিয়ে শাহি মন্তব্যে বিতর্ক

সাতের পাতায়

ভিলেন কুয়াশা, গৌড়বঙ্গে বাতিল ৮ ট্রেন

স্বরজিৎ মিশ্র ও রাহুল দেব

মালদা ও রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : একেই লোকাল ট্রেন কম। তার মধ্যে ভিলেন কুয়াশা। কুয়াশার কারণ দেখিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মালদা ও রায়গঞ্জের ৮টি ট্রেন বাতিল করেছে। আচমকা ট্রেন বাতিলের এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন মালদা ও রায়গঞ্জের নিত্য ট্রেনযাত্রীরা।

কুয়াশার কারণে রাধিকাপুর থেকে তেলতাগামী ডিএমইউ (আপ ও ডাউন), রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়ি ডিএমইউ (আপ ও ডাউন) ট্রেন বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি, মালদা - এনজেপি এবং শিলিগুড়ি ডিএমইউ বন্ধ। এই ট্রেনগুলিতে অনেকে কাজ শেষে স্থানীয় স্টেশনগুলিতে যাতায়াত করেন। কিন্তু হঠাৎ শিলিগুড়িগামী জোড়া ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন উত্তর মালদার নিত্যযাত্রীরা।

সামসীর বাসিন্দা সাদেকুল ইসলামের কথায়, 'চাঁচল, সামসী, ডালখোলা, বারসই, একলাখি এই স্টেশনগুলিতে যাতায়াতে শিলিগুড়িগামী ট্রেনগুলি প্রধান ভরসা। কিন্তু হঠাৎ করে সেই ট্রেন বাতিলের কথা জানানো হচ্ছে। এতে উত্তর মালদার যাত্রীরা খুবই সমস্যায় পড়বে। রেলের বিষয়টা দেখা উচিত।'

মহম্মদ আবুজার আলম পাণ্ডুয়া আইডিয়াল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে আদিনা নিয়মিত যাতায়াত করেন। তাঁর কথায়, 'আমার মতো অনেকেই হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে স্থানীয় স্টেশনগুলিতে যাতায়াত করেন। কিন্তু আচমকা কুয়াশার কারণ দেখিয়ে ট্রেন বন্ধ করা হল। তাও আগের দিন নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই হয়তো জানেন না। সময়ে গিয়ে ঘুরে আসতে হবে।'

মহম্মদ আবেদ আলি স্থানীয় সুখর হাইস্কুলের টিআইসি। তিনি রোজ ভালুকা রোড থেকে কানকি পর্যন্ত যাতায়াত করেন। কানকি স্টেশনে যাতায়াতে তাঁর ভরসা মালদা কোর্ট স্টেশনের শিলিগুড়ি ডিএমইউ ট্রেন। কিন্তু কুয়াশার কারণে এই ট্রেন বন্ধ হওয়ায় তাঁর মতো অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। তাঁর দাবি, 'এই ট্রেন বছরের মধ্যে প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকে। অধিকাংশ সময় দেরিতে চলাচল করে। এখন কুয়াশার কারণে একমাস বন্ধ থাকবে। ফলে, মালদা-কাটিহার এই ট্রেনগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হবে। সকলেরই সমস্যা হবে।'

এদিকে, উত্তর দিনাজপুরে তেলতাগামী ও শিলিগুড়িগামী দুটি ডিএমইউ ট্রেনের উপর প্রচুর মানুষ নির্ভরশীল। সকালে রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়ি অনেকেই যাতায়াত করেন। ডিএমইউ ট্রেনে ডালখোলায় যান অনেক শিক্ষক। জেলার বাসিন্দাদের বক্তব্য, কুয়াশা এখন দেখাই যাচ্ছে না। অথচ খামোখা ট্রেন বন্ধ করে হেনস্তা করা হচ্ছে। আবার ইসলামপুর, ঠাকুরগঞ্জ, বাতাসি, গলগলিয়া ইত্যাদি জায়গাতেও ব্যবসায়িক কারণে অনেকেই যান বলে খবর। পাশাপাশি এই ট্রেনে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়াও তুলনামূলক অনেক কম। কথা হচ্ছিল সুনন্দ দাসের সঙ্গে। তিনি ডিএমইউ ট্রেনে প্রতিদিন ডালখোলায় যান। তাঁর কথায়, 'কুয়াশার কারণে ট্রেন বন্ধ করা হয়েছে, অথচ কুয়াশা নেই। যে সময়ে ট্রেনগুলো চলাচল করে, তার অনেক আগে ভোরবেলায় রাধিকাপুর থেকে কাটিহারের উদ্দেশে লোকাল ট্রেন ছাড়ে। সেগুলো তো দিব্যি চলছে। জানি না ট্রেন বন্ধের কারণ কী।'

শহরের আরেক বাসিন্দা অজয় দাস বুধবার জানান, 'সপ্তাহে দুদিন ডিএমইউ ট্রেনে শিলিগুড়ি অবধি যাতায়াত করি। এখন শুনছি যে দুই সপ্তাহের জন্য নাকি ট্রেন বন্ধ করা হয়েছে। অগত্যা বেশি ভাড়া দিয়ে বাসেই যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

তবে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের আশ্বাস, 'শুনেছি, কুয়াশার কারণে দুটি ডিএমইউ ট্রেন বন্ধ রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই রেল দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।'

বাতিলের তালিকা

নম্বর	নাম
১৫৭১০ / ১৫৭০৯	নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (আপ-ডাউন)
০৭৫৫১ / ০৭৫৫২	তেলতা-রাধিকাপুর ডিইএমইউ (আপ-ডাউন)
০৭৫০৮ / ০৭৫০৭	শিলিগুড়ি জংশন-রাধিকাপুর ডিইএমইউ (আপ-ডাউন)
০৭৫২০ / ০৭৫১৯	শিলিগুড়ি জংশন-মালদা কোর্ট ডিইএমইউ (আপ-ডাউন)

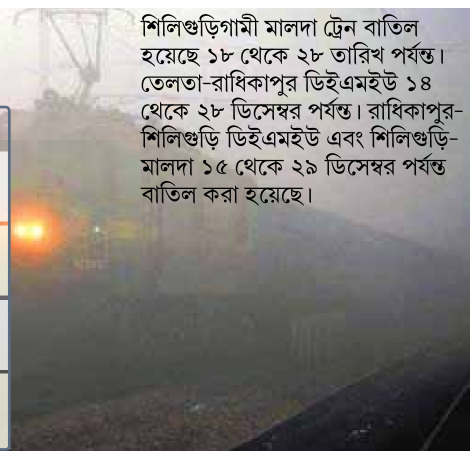

শিলিগুড়িগামী মালদা ট্রেন বাতিল হয়েছে ১৮ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত। তেলতা-রাধিকাপুর ডিইএমইউ ১৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডিইএমইউ এবং শিলিগুড়ি-মালদা ১৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

স্বামীর পরকীয়া, থানায় নালিশ

ফোনে স্ত্রীকে তালাক, ধৃত শাশুড়ি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় ফোনে তালাক স্ত্রীকে। অভিযোগ, বাপের বাড়ি যেতে চাইলে ওই গৃহবধূকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করে শাশুড়ি। এরপরেই রায়গঞ্জ মহিলা থানার দ্বারস্থ হন স্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম সামরুক বেগম ওরফে সেরিনা বেগম (৪২)। বাড়ি রায়গঞ্জের শীতগ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা হাট এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে রায়গঞ্জের শীতগ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা হাট গ্রামের বাসিন্দা শামসুদ্দিন হকের সঙ্গে বিহারের বলরামপুর থানার বাটনা লাগোয়া মাছোল গ্রামের বাসিন্দা মেরুনা বেগমের বিয়ে হয়। এরপর থেকে স্ত্রীকে ছেড়ে ভিনরাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে চলে যান তিনি। সেখানেই নির্মাণ সংস্থায় কর্মরত এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ওই তরুণ। দিন চারেক আগে ফেসবুকে ও হোয়াটসঅ্যাপে ওই তরুণীর সঙ্গে শামসুদ্দিনের ছবি দেখার পর যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করে বাবার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করলে অভিযোগকারীর শাশুড়ি মহিলাকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করে। এই নিয়ে বৌমা শাশুড়ির দুই পক্ষের হাতাহাতি হয়। বিষয়টি ফোনে জানতে পেরে স্বামী শামসুদ্দিন স্ত্রীকে ফোনেই তিন তালাক দিয়ে দেয়। এরপর বুধবার সকালে রায়গঞ্জ মহিলা থানার দ্বারস্থ হন মেরুনা বেগম। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ।

নির্যাতিতা বধূর অভিযোগ, 'বিয়ের সময় আমার মা দুই লক্ষ টাকা নগদ সহ আসবাবপত্র, সোনা, রুপা মিলিয়ে ৫ লক্ষ টাকার জিনিস দেয়। কিছুদিন আগে জানতে পারি আমার স্বামী তাঁর কোম্পানির এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ছবি দেখে আমি প্রতিবাদ করলে আমাকে ফোন মারফত তালাক দেয়।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' মহিলা থানার পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামীকেও গ্রেপ্তারির উদ্দেশ্যে দিল্লি যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

ধৃত শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

অভিযোগ

- স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোম্পানির এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল
- সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনের ছবি দেখে প্রতিবাদ করলে তাঁকে ফোন মারফত তালাক দেন স্বামী
- বাপের বাড়ি যেতে চাইলে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করে শাশুড়ি
- এরপরেই রায়গঞ্জ মহিলা থানার দ্বারস্থ হন স্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

আত্রেয়ীর সদরঘাট সেজে উঠতে চলেছে। বুধবার বালুরঘাটে।

আত্রেয়ীর পাড়ে বসবে ওয়াচটাওয়ার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : প্রিয় আত্রেয়ী নদীকে আরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ করে দিতে এবারে নদীর ঘাটে ওয়াচটাওয়ার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। শুধু তাই নয়, ওই ওয়াচটাওয়ারের মাথায় গড়ে তোলা হবে কাচে ঘেরা অনুষ্ঠান ঘর। সেখানে বসে যেমন সময় কাটাতে পারবেন বালুরঘাটবাসী, তেমনই জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানও পালন করার অনুমতি দেবে পুরসভা।

আসলে আত্রেয়ী বালুরঘাটবাসীর একটা আবেগ। সেই আবেগকে লক্ষ্য রেখে, মাসখানেক আগেই দূষণ রুখতে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির কাজ নিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে পুরসভা। পুরো প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে পুরসভা।

আত্রেয়ী পাড়ে ওয়াচটাওয়ার, র‍্যাম্প, গার্ড ওয়াল সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 'এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সদরঘাটের চেহারা বদলে যাবে' এমনটাই আশা করছেন পুরপ্রধান অশোক মিত্র। আপাতত একটি বিশেষজ্ঞ দল সৌন্দর্যায়নের প্রাথমিক রূপরেখা ঠিক করবে।

কী কী পরিকল্পনা রয়েছে? দুর্গাপুজো, কালীপুজো সহ বিভিন্ন বিসর্জনের জন্য এই সদরঘাটকে ব্যবহার করা হয়। সেখানে বর্তমানে একটি র‍্যাম্পের মধ্য দিয়ে বিসর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পুরসভা আরও একটি র‍্যাম্প তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও নদীর ধার দিয়ে গার্ডওয়াল এবং সিঁড়ি তৈরি করে নদীতে যাতায়াতের জন্য সুবিধা করা হবে। আপাতত নদী বাঁধে কিছু সিঁড়ি করে সেগুলি গ্যালারির মতো করা রয়েছে। যেখানে বসে মানুষ বিসর্জন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি দেখেন। এছাড়াও সদরঘাটে দুটি মুক্তমঞ্চ ও একটি ওয়াচটাওয়ার গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইগুলি ভাড়া দেওয়ারও উদ্যোগ নেবে পুরসভা। এছাড়াও শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে পুরসভা।

পুরসভার ভাবনা

- ওয়াচটাওয়ারের মাথায় গড়ে তোলা হবে কাচে ঘেরা অনুষ্ঠান ঘর
- সেখানে বসে যেমন সময় কাটাতে পারবেন বালুরঘাটবাসী, তেমনই জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানও পালন করার অনুমতি দেবে পুরসভা
- পুরো প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা

তাহাদের কথা

নজরানা দিয়ে দুর্নীতি, মমতার সাধ্য কি ঠেকান

রণজিৎ ঘোষ

পিসি-ভাইপোর 'টাগ অফ ওয়ার' এখন রাজ্য-রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয়। যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা কতটা ঘুচল, আদৌ পুরোটা ঘুচবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন অনেক। বিধানসভা ভোটের আগে দলটা দু'টুকরো হওয়ার জল্পনাও কম নেই। এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে, ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আরও একটি দলের রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে। সেটা কানে গিয়েছে বলেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী কয়লা, বালি, পাথর, গোরু, সিমেন্ট ইত্যাদির কারবার বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের কথা বলছেন।

জেলায় জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে দ্রুত লাগাম টানা সত্যিই খুব প্রয়োজন। তবে, দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সদিচ্ছা আদৌ প্রশাসন বা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের রয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেননা শহর থেকে গ্রাম, প্রতিটি জেলায় দলের নেতৃত্বের একাংশ এবং প্রশাসনের একাংশ দুর্নীতি উপভোগ করছে। উত্তরবঙ্গের কথাই যদি ধরি, টোটো-অটোর সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে বালি-পাথর পাচার, সরকারি জমি বিক্রি, ড্রাগস, জাল মদের কারবার-সবেতেই তোলাবাজি নিত্যদিনের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু কি তাই? কোন সরকারি দপ্তরে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় বলুন তো! পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- টাকা না ছড়ালে কোথাও কাজ হাসিল হয় না। মালবাজার পুরসভার দুর্নীতি, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলারদের একাংশের আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার গল্প নতুন কিছু নয়। বাকি পুরসভাগুলিতে কী চলছে সেটাও কারও অজানা নয়।

এই তো সেদিন একটি ঠিকাদার এজেন্সির কর্তা বলছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কোনও কাজের বরাত পেতে হলে মূল বরাদ্দের ২৫ শতাংশের *এরপর দশের পাতায়*

যোগীর নামে কুমন্তব্য, ধৃত মালদার তরুণ

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৮ ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদ্দেশে কুমন্তব্য করায় মঙ্গলবার দিল্লির শাহিনবাগ থেকে মালদার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে নয়ডা পুলিশ। এই খবর পেতেই শোরগোল পড়েছে রতুয়া থানার বাহারাল মধ্য সাহাপুর গ্রামে। ধৃত শেখ আতাউলের ওরফে খিচ্চুর বাড়ি মধ্য সাহাপুর গ্রামে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে গ্রামবাসীও। তবে নয়ডা থানার পুলিশ আতাউল সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরেছে, সেসব মানতে রাজি নন গ্রামের কেউই। পরিবারের দাবি, ধৃত মানসিক ভারসাম্যহীন।

সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, আতাউল ছোট থেকেই উলটো-পালটা কথা বলেন সামান্য কারণে রেগে যান। তাঁর প্রয়াত মা'রও এই সমস্যা ছিল। তাঁর ছোট বোন পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্যহীন। স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি মাস পাঁচেক আগে দিল্লিতে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে কখনও রিকশা, কখনও টোটো চালান তিনি। শাহিনবাগ এলাকায় থাকেন। দিল্লির সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তেজিত হয়েই সম্ভবত তিনি ওই কুমন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন জানাচ্ছেন না পরিবারের সদস্য থেকে গ্রামের বাসিন্দারাও।

আতাউলের বৃদ্ধ বাবা ওসমান গনি জানাচ্ছেন, 'আতাউলের মাথা সবসময় ঠিক থাকে না। হঠাৎ রেগে যায়। গ্রামের সবাই সেকথা জানে। ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যেসব কথা বলেছে, তা ঠিক হয়নি। এর জন্য আমরাও লজ্জিত।' তাঁর অভিযোগ, ছেলের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে। ওসমান গনির দাবি, 'আমরা বাংলাদেশি নই।'

আতাউলের স্ত্রী আঞ্জুমানা বিবির বক্তব্য, 'ও এমন মন্তব্য কেন করল জানি না। একটু মানসিক সমস্যায় ভোগে। পুলিশই ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

ছেলে শেখ সাহাবুদ্দিনের মতে, 'হঠাৎ ফেসবুকে দেখি, একটি ছেলের স্ট্যাটাসে আমার বাবার ভিডিও। সেখানেই দেখি, যোগী আদিত্যনাথের উদ্দেশে কুমন্তব্য করছে বাবা। এর ফল কী হতে পারে, তখনই বুঝে যাই। আর ফেসবুক খুলিনি। পরে শুনি, বাবাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।'

এক গ্রামবাসী শেখ ইসরাইলের অনুমান, হয়তো মারের ভয়ে পুলিশের গুঁজে দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র আর ছুরি হাতে নিতে বাধ্য হয়েছে। নয়ডা পুলিশ দাবি করেছে, আতাউল বাংলাদেশি। কিন্তু গ্রামের সবচেয়ে খানদানি পরিবার। আতাউলের দাদু বুনিয়াদ আলির নামে এখানে বুনিয়াদ আলিটোলা গ্রাম আছে। গোটা জেলার মানুষ বুনিয়াদ আলিকে চিনত।

ধৃত শেখ আতাউল।

- রতুয়া থানার বাহারাল মধ্য সাহাপুর গ্রামে বাড়ি শেখ আতাউলের
- স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি শাহিনবাগ এলাকায় থাকেন
- দিল্লির সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তেজিত হয়েই তিনি যোগীকে কুমন্তব্য করে থাকতে পারেন বলে মত

> ও এমন মন্তব্য কেন করল জানি না। একটু মানসিক সমস্যায় ভোগে। পুলিশই ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।
>
> **আঞ্জুমানা বিবি,** ধৃতের স্ত্রী

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

মালদা মেডিকেলে রেটিনা ক্লিনিক

বিস্তারিত তিনের পাতায়

জয়েন্ট বিডিওর গাড়ি তাড়া

বিস্তারিত চারের পাতায়

দুর্বল হচ্ছে মহিলাদের স্মৃতি

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

অশ্বীনের অবসর 'দুসরায়' কুপোকাত দুনিয়া

ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বুধবার ব্রিসবেন।

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : ছিল না আগাম কোনও ইঙ্গিত। জল্পনাও হয়নি। কিন্তু আচমকাই সব বদলে গেল।

ব্রিসবেনের আকাশ কালো করে তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। গাব্বা টেস্ট তখনও ড্র হয়নি। এমন সময় টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের ক্যামেরা ফোকাস করতেই দেখা যায়, মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ঠিক তাঁর পাশে বিরাট কোহলি। ক্যামেরা আরও ক্লোজ শট নেওয়ার পর দেখা যায়, কাঁদছেন অশ্বীন। আর তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বিরাট। জড়িয়ে ধরেছেন অশ্বীনকে।

এমন দৃশ্য সামনে আসার পরই শুরু হয়েছিল জল্পনা, অশ্বীন কি তাহলে অবসর নিতে চলেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে কেন? জোড়া প্রশ্নের জবাবই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। বৃষ্টির কারণে গাব্বা টেস্ট ড্র হওয়ার পর অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন অশ্বীন। সেখানেই তিনি ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি তিনি। অধিনায়ক রোহিতের পাশে বসে আবেগে ভেসে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেই প্রেস কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যান অশ্বীন। সোজাকথায়, অশ্বীনের অবসর 'দুসরায়' কুপোকাত ক্রিকেটমহল।

১০৬ টেস্টে ৫৩৭ উইকেট। মোট রান ৩৫০৩। যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি শতরানও। ১১৬টি একদিনের ম্যাচে ১৫৬ উইকেট। ৬৫ টি২০ ম্যাচে উইকেট সংখ্যা ৭২। নিশ্চিতভাবেই অশ্বীন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা এক যোদ্ধা। কিন্তু কেন তাঁর আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত? তাও আবার সিরিজের মাঝপথে অবসর ঘোষণা করে বাকি থাকা দুই টেস্টের সময় দলের সঙ্গে না থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত। নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তি অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের 'টাইমিং' নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমালোচনা করেছেন। অনেকে আবার ২০১৪-'১৫ সালের মহেন্দ্র সিং ধোনির আচমকা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অশ্বীনের মিল পাচ্ছেন। ৩৮ বছরের অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামীদিনেও চর্চা চলবেই। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে সামনে আসছে ভিন্ন তথ্য। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে *এরপর দশের পাতায়*

পৌষমেলায় ঠাঁই পাচ্ছে উত্তরের ভাওয়াইয়া

সুবীর ভুঁইয়া

শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লির মাঠে সাজোসাজো রব। বহু পরিচিত উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে যে পৌষমেলা নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না, এবার সেই মেলা নিয়েই উন্মাদনা। পৌষমেলার ইতিহাসে এবার জায়গা করে নিচ্ছে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান। ময়নাগুড়ির মেয়ে অনিন্দিতা রায় তাঁর দল নিয়ে পৌষমেলা প্রাঙ্গণে সেই গান গাইবেন। রাঢ়বাংলার বাউল, রায়বেঁশে, রণপার সঙ্গে মিলে যাবে উত্তরবঙ্গের লোকগান।

অনিন্দিতার কথায়, 'কবিগুরুর মাটিতে গান গাইব, এ আমার কাছে অন্যতম বড় পাওয়া। আমার দল তুক্ষা অ্যাকাডেমির সদস্যরা ২৪ ডিসেম্বরেই শান্তিনিকেতেনে পৌঁছে যাবেন। আমি অনুষ্ঠানের দিনই মেলা প্রাঙ্গণে যাব। ভাওয়াইয়ার পাশাপাশি বৈরাতি, দোতারাডাঙ্গা, পালাতিয়া প্রভৃতি মেলার মঞ্চে তুলে ধরব।'

পৌষমেলার উদ্বোধন ২৩ ডিসেম্বর। ৬ দিনের মেলায় বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উভয়পক্ষই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার করবে। বিশ্বভারতী ২৩-২৬ ডিসেম্বর মঞ্চে নানা লোকগান, লোকনৃত্য তুলে ধরবে। ২৫ ডিসেম্বর দুপুর তিনটায় অনিন্দিতা দোতারা বাজিয়ে বিশ্বভারতীর মেলামাঠ মাতিয়ে তুলবেন।

পৌষমেলায় মূলত বাউল, ফকির গান কবিগান, সাঁওতালদের খেলা, নানা ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী প্রভৃতি থাকে। এবারে পৌষমেলার ওই সূচিতে নতুন সংযোজন বুদ্ধ কীর্তন ও মতুয়া সংগীত। হঠাৎ ভাওয়াইয়াকে বাছা হল কেন? বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারেই প্রথমবার মেলায় লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠান করতে আগ্রহীদের আবেদনপত্র চেয়ে নোটিশ জারি হয়। সেই নোটিশ দেখেই অনিন্দিতা অনলাইনে আবেদন করেন। মেলার ট্র্যাডিশনাল কালচারাল সাব-কমিটি অনিন্দিতার আবেদনে মান্যতা দেয়।

বছর তিরিশের অনিন্দিতা জানালেন, পারিবারিক সূত্রেই এই ভাওয়াইয়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছেন। ২০২৩ সালে ডেনমার্কের মেয়েদের উৎসবে ভাওয়াইয়াকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি ২০১০ সালে আকাশবাণী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ির একাধিক পড়ুয়া এবারও পৌষ উৎসব ও পৌষমেলার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সংগাত ভবনের পড়ুয়া সঞ্জয় সরকার, দীপান্বিতা রায়রা সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই। মেলার কয়েকদিন পরেই তাঁদের পরীক্ষা। তারপরেও তাঁরা সবাই একটা আনন্দের ঘোরে।

কোচবিহার লতাপোঁতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দীপান্বিতা বলেন, 'গত চার বছর হল বিশ্বভারতীতে এসেছি। গতবার পৌষ উৎসবে গান গেয়েছি। কিন্তু এবার বিশ্বভারতী নিজে পৌষমেলা আয়োজন করায় আরও বেশি খুশি।'

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা দেবারতি রায়, জলপাইগুড়ির অলিভিয়া সাহারাও বিশ্বভারতীতে পড়ছেন। তাঁরা বিশ্বভারতীর পৌষমেলা এবারেই প্রথমবার দেখবেন। দেবারতির বক্তব্য, আমরা পৌষ উৎসব, খ্রিস্ট উৎসব নিয়ে রিহার্সাল করছি। এবারের মেলাতে আমাদের উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া হবে শুনে ভালো লাগছে।'

রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কিষাণগড়
এনএএসি দ্বারা পুনরায় স্বীকৃত গ্রেড এ++
বিভাগঃ- ইউজিসি অনুমোদিত ১ম মানের

অ্যাডভিটি- সিইউআরজে/আর/এফ ১৬২/২০২৪/২৭৬৯ তারিখঃ- ০২.১২.২০২৪

শিক্ষক নিয়োগ

বিভিন্ন শিক্ষাদান সম্পর্কিত পদের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
অধ্যাপক ০৫ | সহযোগী অধ্যাপক ০৩ | সহকারী অধ্যাপক ০৭
আরও বিশদ তথ্যের জন্য www.curaj.ac.in-এতে পরিদর্শন করুন।
CBC-21316/12/0004/2425 রেজিস্ট্রার

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
PO- BINNAGURI, DIST-JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail : apsbinnaguri1@gmail.com
Website : www.apsbinnaguri.org
(Mob No : 7718747807)
TENDER NOTICE

1. CONSTRUCTION OF ADDITIONAL ROOM FOR WET CANTEEN OF APS BINNAGURI
2. PURCHASE AND PLACEMENT OF MODEL FOR SCIENCE PARK OF APS BINNAGURI
3. OPENING OF TUCK SHOP FOR PROCUREMENT & SELLING OF BOOKS, STATIONARY AND UNIFORM

1. Quotations are invited in two bid system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG dt 20 Dec 2024 and 'Commercial Bid' for RFP No 09/APS/BNG/ dt 20 Dec 2024 and packed in large envelope, duly sealed for the work related to Wet Canteen and Science Park. The quotations are to be super-scribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. For opening of tuck shop, single bid is applicable as per RFP.
3. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of item alongwith technical specifications.
4. Last date for submission of bids : 02 Jan 2025 at 1400hrs.
5. Date of opening of Technical bids: 03 Jan 2025 at 1200hrs.
6. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officers.
7. All rights reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.

Offg Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnaguri

আজ টিভিতে

অবশেষে চার হাত কি এক হবে আঁখি-দেবার? **দুই শালিক**
১ ঘণ্টার মহাপর্ব বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৪.২৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.২০ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.১০ জানেমন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাদশা দ্য কিং, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চলো পাল্টাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এই করেছ ভালো
জি সিনেমা : দুপুর ১.১৫ রামাইয়া বাস্তাবাইয়া, বিকেল ৪.১৩ গজনি, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.২৭ যুবারত্না
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩২ হে বেবি, দুপুর, ২.২৮ সাজন চলে সসুরাল, বিকেল ৫.০৭ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৫৩ গর্দিশ, রাত ১০.৫০ ভাগ্যবান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪০ বিম্বিসারা, বিকেল ৪.২৮ ফুকরে-থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ গদর এক প্রেমকথা, রাত ১১.২২ পরমাণু : দ্য স্টোরি অফ পোখরান
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ গোলমাল-থ্রি, বিকেল ৩.০৭ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৬.৫৭ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, রাত ৯.২৭ সুহাগ
সোনি পিক্স : দুপুর ১২.১৮ ডব্লিউ ডব্লিউ ৮৪, ২.৪৯ দ্য মাস্ক, বিকেল ৪.৩০ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, সন্ধে ৬.২০ আই টি, রাত ৯.০০ হোয়াইট হাউস ডাউন, ১১.১৫ ম্যাড ম্যাক্স- ফিউরি রোড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০০ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১.৩৫ স্পাইডার ম্যান : অ্যাক্রশ দ্য স্পাইডার ভার্স, বিকেল ৩.০৫ রকি বলবোয়া, ৫.৩০ সাংহাই নুন, সন্ধে ৭.১৫ লিটল মনস্টার্স, রাত ৮.৪৫ ট্রান্সপোর্টার-২, ১০.১০ দ্য হবিট : দ্য ডেজোলেশন অফ স্মাগ

চলো পাল্টাই রাত ১০.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

গোলমাল-থ্রি দুপুর ১২.৩০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

আই টি সন্ধে ৬.২০ **সোনি পিক্স**

বসু পরিবার সন্ধে ৭টা সান বাংলা

জেআইএস-এর সম্মেলন

নিউজ ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : সাঁতরাগাছির জেআইএসএমএসআর (জেআইএস স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ) ক্যাম্পাসে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করে জেআইএস ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চ। অ্যাডভান্স মেটেরিয়ালস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং-এর উপর এই কনফারেন্সটিতে উপস্থিত ছিলেন নাসার সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দাস শর্মা, জোসেফ টি হ্যাপনিক, মায়া জ্যাকব জনের মতো গ্লোবাল এক্সপার্টস। হেলথকেয়ার থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রনিক্স এবং নিখুঁত থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের নানা টেকনলজিকাল অ্যাডভান্সমেন্ট তুলে ধরা হয় এই কনফারেন্সে। জেআইএস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'গ্লোবাল ইনোভেশন এবং নলেজ এক্সচেঞ্জ নিয়ে জেআইএস গ্রুপের কমিটমেন্ট তুলে ধরেছে এই কনফারেন্স। শুধুমাত্র অ্যাডভান্সড মেটেরিয়াল এবং ম্যানুফ্যাকচারিং নয়, বরং নানা ট্রান্সফর্মাটিভ সলিউশনের বিষয়ে আলোচনা হয় যা ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর নানা কাজে আসবে।'

স্বর্ণপদক পেল অ্যালেনের পড়ুয়ারা

নিউজ ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের ফের সাফল্য। অ্যালেনের পড়ুয়ারা রোমানিয়াতে আয়োজিত ২১তম ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়ার সায়েন্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জেতেন। ৫৭টি দেশ সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় দল ৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে, যার মধ্যে ৪ জন অ্যালেনের পড়ুয়া। তাঁরা হলেন হর্ষিত সিংলা, জিনাক্ষ জিগনেশ শা, মানস গোয়েল, প্রণিত মাথুর। এর মাধ্যমে ভারতকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/পাণ্ডুর অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিদ্যমান সময়সূচী ছাড়াও স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম।

ক্রম. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর বর্তমান তারিখ/সময়
১	ডিসেম্বর/২০২৪	GSDPNO22N23093A	২৭-১২-২০২৪/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

জানুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রম নং.	মাস/বর্ষ	নিলাম কার্যসূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	জানুয়ারি/২০২৫	[illegible]	০৭-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০
২	জানুয়ারি/২০২৫	[illegible]	২২-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০
৩	জানুয়ারি/২০২৫	[illegible]	২৯-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিওয়াই.সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অফিসের অধীনে জানুয়ারি/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৪	০৩/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০
২	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৫	২১/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০
৩	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৬	২৮/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং. ২০২৪-২৫-০১এনজেপি তারিখঃ ১১-১২-২০২৪

২ (দুই) বছরের হেতু নিউ জলপাইগুড়ির মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ির মেডিকেল স্টোর ও কেমিস্টদের কাছ থেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে অগ্রিম ক্রয়ের তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণের (ইওআই) বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি / শিলিগুড়ির সম্পদসম্পন্ন কেমিস্ট এবং মেডিক্যাল স্টোর থেকে ০২ (দুই) বছরের জন্য অগ্রিম রাশির মাধ্যমে নগদ ক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্তির হেতু আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড:- (i) কেমিস্ট / মেডিকেল স্টোরটি কমপক্ষে ০৩ বছর ধরে বিদ্যমান থাকতে হবে (গত ০৩ বছর ধরে রাখা লাইসেন্সের অনুলিপি জমা দিতে হবে), (ii) ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ১৯৪০ বিধানের অধীনে বা লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করা পর্যন্ত রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটি কর্তৃক জারি করা নির্দিষ্ট ফর্মসমূহে ডাক জমা দেওয়ার তারিখে কেমিস্টকে অবশ্যই বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে, (iii) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স উপলব্ধ থাকা উচিত, (iv) কেমিস্ট অবশ্যই রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হন না এবং ড্রাগস এবং কসমেটিকস আইন এবং বিধির অধীনে কোনও মামলা বিচারাধীন থাকা উচিত নয়। হলফনামার মাধ্যমে স্ব-ঘোষণা জমা দিতে হবে (v) পূর্ববর্তী দুটি আর্থিক বছরে ডাককর্তার বার্ষিক উপার্জন ১৫.০ লক্ষ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। এর সমর্থনে ডাককর্তাকে পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরের লাভ-লোকসানের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্য হলে বৈধ আপডেট (জিএসটি) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, (vi) ওষুধের দোকান / বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়ি/নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার মধ্যে অবস্থিত হওয়া উচিত। (vii) ফার্ম/স্বত্বাধিকারীকে বৈধ প্যান আবণ্টন করা হবে, (viii) ইওআই এর আবেদন মাসুল ১০০০/- (এক হাজার) টাকা শুধুমাত্র, যেটি অ-ফেরতযোগ্য হবে এবং এফএ এণ্ড সিএও / মালিগাঁওয়ের অনুকূলে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ডিমান্ড ড্রাফ্ট আকারে জমা করতে হবে।

শর্তাবলীঃ- (i) কেমিস্ট / মেডিকেল স্টোর প্রতিটি গ্রুপের বিপরীতে এমআরপিতে প্রদত্ত ছাড় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক গ্রুপের আইটেমের জন্য উদ্ধৃতি দিতে পারে।

ক) ব্র্যান্ডেড ড্রাগস, খ) জেনেরিক ড্রাগস, গ) অ্যান্টিক্যান্সার ড্রাস, ঘ) ল্যাব রিজেন্টস,
ঙ) ডিসপোজেবলস, চ) কনজিউমেবলস, ছ) ইমপ্লান্ট, জ) ডেন্টাল আইটেম।

(ii) তাদের ইওআই জমা দেওয়ার সময়, সংস্থাগুলিকে কেবল এফএ এণ্ড সিএও / এনএফআর / মালিগাঁও এর অনুকূলে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) সুরক্ষা রাশি এই আকারে জমা দিতে হবে (ক) অপ্রত্যাহারযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি / টিডিসি, (খ) আমানত রসিদ, (গ) পে অর্ডার, (ঘ) ডিমান্ড ড্রাফ্ট / এফডিআর বা জিসিসিতে উল্লিখিত অন্য কোনও ফর্ম। উপরোক্ত দস্তাবেজের সাথে সংলগ্ন না থাকা ইওআইসমূহের ডাকসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখান করা হবে, (iii) সরবরাহকারীকে ই-মেইল / এসএমএস / হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া হবে, হার্ড কপি পরে অনুসরণ করা হবে, (iv) সাধারণ ওপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর একজন বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে ০৬ কার্যশীল ঘণ্টার মধ্যে সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, তবে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে, অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে অর্থাৎ ০১ থেকে ০২ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে। (v) সমস্ত ডেলিভারির সাথে অবশ্যই একটি যথাযথ বিল / চালান থাকতে হবে, (vi) ডেলিভারিতে বারবার দেরী/ব্যর্থতার ক্ষেত্রে (প্রদত্ত অর্ডারের ১৫% এর বেশি আইটেম) ফার্মটিকে সমাপ্ত করা যেতে পারে পারে এবং এসডি বাজেয়াপ্ত করা হবে, (vii) ইওআইয়ের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির পরে সরবরাহ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, এসডি বাজেয়াপ্ত করা হবে, (viii) ইওআই সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে, এসডি ফার্মকে ফেরত দেওয়া হবে, **(ix) সমস্ত সাধারণ আইটেমের জন্য প্রতি ভাউচার ১০০০০/- টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি নগদ ভাউচার জমা দেওয়ার পরে রাশি প্রদান করা হবে। ক্যান্সার এবং কিডনি ঔষধের জন্য প্রতি ভাউচার সীমা হবে ২০,০০০/- টাকা, (x) তালিকাভুক্তি ০২ (দুই) বছরের জন্য বৈধ হবে যা একই শর্তাবলীতে আরও ০১ (এক) বছর বাড়ানো যেতে পারে যদি সমস্ত তালিকাভুক্ত সংস্থার কর্ম প্রদর্শণ সন্তোষজনক বলে মনে হয়,** (xi) উপরের আইটেমগুলির প্রতিটি গ্রুপের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করা হবে।

শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ডের সাথে ইওআই জমা দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে ইওআই দস্তাবেজ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সরকারী ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in এ উপলব্ধ আছে। নির্দেশাবলী অনুসারে আগ্রহী পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রস্তাবগুলি আইআরইপিএসে সরকারী ওয়েবসাইটের (২৪*৭) **মাধ্যমে ১১-১২-২০২৪ থেকে ০১-০১-২০২৫ তারিখের অন্তিম ১২.০০ ঘণ্টার মধ্যে অনলাইনে গ্রহণ করা হবে।** সিলবদ্ধ লেফাফায় সমস্ত অনুলিপি সেই একই সময়ের মধ্যে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, ডাকঃ ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৭ এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। উপরোক্তের জন্যে ইওআই দস্তাবেজ জমা দেওয়া ফার্মকে একটি রসিদ দেওয়া হবে। প্রাপ্ত ইওআই দস্তাবেজসমূহ মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কার্যালয়ে অনুমোদিত কর্মচারী এবং চিকিৎসা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ০১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বা তার পরে খোলা হবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক নিউ জলপাইগুড়ী
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএন/২০২৪/এনওভি/০২, তারিখঃ ০৬-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী- ২

টেন্ডার নংঃ সিই/সিওএন/বিএইচ/ইপিসি/২০২৪/১১ -এর জন্য সংশোধনী -২ জারি করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন-৫, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL, OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for OSR, scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/08/2024. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/- Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/022/BDOKNT/24-25 Work Sl No. 01 to 03, Dated :- 17-12-2024.** Last date of submission of bid through online 31-12-2024 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-12-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO, Kranti
Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ : ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] নং. ৩৮৭ (১৯১.৮৩এম, ব্রিক আর্ক ও আরসিসি হিউম পাইপ) -এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২৪,২৫,৬০৪.২৬ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২,৬২,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

"গ্রিড সংযুক্ত" সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউলের স্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/আরটি১৮_২০২৪/কে/১০৪১, তারিখঃ ১২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ আরটি১৮_২০২৪, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (অন গ্রিড) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউলের স্থাপন। (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,২৭,৩৪,৮৩৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৬৩,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice

DDP/N-32/2024-25, DDP/N-33/2024-25 & DDP/N-34/2024-25

e-Tenders for 25 (Twenty Five) no. of works under 15th FC, BEUP, SBM (G) & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-32/2024-25 is 28.12.2024 at 16.00 Hours. DDP/N-33/2024-25 is 04.01.2025 at 12.00 Hours & DDP/N-34/2024-25 is 04.01.2025 at 11.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. ঃ** এনবি২৪৬০০২, এনবি২৪৬০০৯, এনবি২৪৬০০৪এবং এনবি২৪৫৯৯৪, তারিখ ঃ ১৪-১২-২০২৪। ১) **এনবি২৪৬০০২ ঃ আইটেমের বর্ণনা ঃ** কানেকশন ইএক্সএইচ ট্রান্সফার (আরএইচএস), এইচএসএন কোড: ৮৪০৮৯০৯০, মডেল-কিউএসকে ৫০এল, সিআইএল পার্ট নং. ৫৫৪৪৩৮৩৬, প্রস্তুতকারক: সিআইএল। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস), **পরিমাণ:** ১০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩২৯০০০১৬; **বায়না মূল্য** ঃ ৫০,১২০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ** ঃ ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ২) **এনবি২৪৬০০৯ ঃ আইটেমের বর্ণনা ঃ** পাওয়ার কার (এলএইচবিএলআরআরএম) সহিত-১ এর জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (বাইরের) ডিআরজি. নং. ১২৭৭১৪৬ ভার. ০১ ম্যাট. স্পেক. - আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০১(রেভ-২)। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস), **পরিমাণ:** ৪০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩৩৫০০৩৮১, **বায়না মূল্য** ঃ ৫১,৩৫০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ** ঃ ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ৩) **এনবি২৪৬০০৪ ঃ আইটেমের বর্ণনা ঃ** কানেকশন ইএক্সএইচ ট্রান্সফার (এলএইচএস), এইচএসএন কোড: ৮৪০৮৯০৯০, সিআইএল পার্ট নং. ৫৫৪৪৩৮৬৩, মডেল- কিউএসকে৫০এল প্রস্তুতকারক: সিআইএল। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস), **পরিমাণ:** ১০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩২৯০০০২৮; **বায়না মূল্য** ঃ ৫০,১২০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ** ঃ ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ৪) **এনবি২৪৫৯৯৪ ঃ আইটেমের বর্ণনা ঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে ০২টি আইটেম নিয়ে গঠিত টিপিইউ রিং-এর সেট। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস), **পরিমাণ:** ১৮০ সেট। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩৩৫৫০০১০০২০২; **বায়না মূল্য** ঃ ৮২,২০০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ** ঃ ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। **দ্রষ্টব্য** ঃ- বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Afsar Alam-এর বাবা Mohammad Safi ও MD Shaphi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/114218)

৭/১০/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Mamata Ghosh থেকে Tithi Ghosh করা হল। (C/113722)

গত ১৬/১২/২৪ ইং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nurul Hoque, পিতা- Abdul Maih-এর বদলে Nurul Hak, পিতা- Abdul Mia নামে পরিচিত হলাম। Nurul Hak, গ্রাম- পাটাকামারী, থানা- মাথাভাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার।

আমি অমর উপাধ্যায়, পিতা- স্বর্গীয় জন্মেশ নাথ উপাধ্যায়, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB-8520170015006) পিতার নাম ভুল থাকায় ০৬.০৯.২৪ তারিখে মেখলিগঞ্জ কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে জানাই স্বর্গীয় কাশিনাথ প্রসাদ কুনু ও স্বর্গীয় জন্মেশ নাথ উপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

I, Ashit Chakraborty, S/o. Anil Kumar Chakraborty residing at Sunil Apartment, 74, Rash Bihari Sarani, Hakimpara, Ward No. 16, Siliguri, Dist. Darjeeling, West Bengal, 734001 have changed my name and shall henceforth be known as Asit Kumar Chakraborty as declared before the Notary Public, Siliguri, Dist. Darjeeling vide affidavit no. 30AA 693494 dt. 18.12.2024. Ashit Chakraborty and Asit Kumar Chakraborty both are same and identical. (C/114220)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং: ২৮-এপি-III-২০২৪; কাজের নাম: [illegible] ৫,৬৬,৮১,২৮৮.৬৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৩৩,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৩-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ০৩ (তিন) বৎসরের জন্যে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে (ডিবিডব্লিউএস) ইওটি ক্র্যানের হেতু বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩০,২৮,১৪২.৮৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬০,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। দরপত্রদাতাকে শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটে তাদের ই-টেণ্ডার জমা দিতে হবে।
মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

শিলিগুড়ি মধ্য শান্তিনগর জেভিয়ার্স স্কুলের নিকটে পাকা রাস্তার উপর ২ কাঠা বাড়ি যুক্ত, ২½ কাঠা, ৭ কাঠা ১½ কাঠা খতিয়ান বাস্তু জমি অতি সত্বর বিক্রয় হবে। কোনও দালাল নহে। (M) 9434889390. (C/113955)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/113958)

সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন (৯ - ১০,০০০/-) সিকিউরিটি অফিসে কাজের জন্য ১জন লোক লাগবে। (M) 9593264413. (C/114217)

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্যালারি - ১০,০০০/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি 9749570276. (C/113956)

ফ্যাক্টরির জন্য ২৫ জন হেল্পার চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। বেতন ১২,০০০/- + (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। ডাইরেক্ট জয়েনিং। 7477845960. (C/113957)

Urgent requirement for the post of Sr. Store Manager/Sr. Inventor Manager. Exp. 5 yrs. above. Salary : 30K and above. P S Enterprise, Siliguri. Cont : 9899093396. (C/113957)

Boost your career with Barbeque Nation, Position- Steward, Location- Pan India, Free Food and Accomodation. Salary- Rs. 13,500 - 17,000 (Pay Roll Job). 6 month training will be provided by the company. Education- 10th passed, Age limit- 18 years - 30 years. 8918227190 / 9735064904. (C/113957)

Walk-in-Interview

ডিএসি মিশনারি স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে পদগুলি : বাংলা-০২, আরবি-০২, ইংরেজি-০২, গণিত-০২, বিজ্ঞান- ০৪, ইতিহাস- ০১, ভূগোল-০১, হোস্টেল সুপার- ০২। যোগ্যতা- B.Sc/ B.A/ M.Sc/ M.A/ Arabic kamil with D.El.Ed/ B.Ed and Experience will preferable ইন্টারভিউ তারিখ- ২৪/১২/২০২৪, আপনার CV পাঠান এই ইমেলে dacmschool@gmail.com, মো ঃ নং ৮২৯৩৭৬৯৭৮৩। (M-112639)

বিজ্ঞপ্তি

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত মাল পৌর আবাস লিজ দেওয়া হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যথাযথ পরিকল্পনা সমেত আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে মাল পৌরসভায় যোগাযোগ করুন।

উপ পৌরপ্রধান
মাল পৌরসভা

DHUPGURI MUNICIPALITY

Sl. No.	Tender ID
1	2024_MAD_786603_1
2	2024_MAD_786634_1
3	2024_MAD_786653_1
4	2024_MAD_786665_1
5	2024_MAD_786676_1
6	2024_MAD_786693_1

BID SUBMISSION END DATE- 03.01.2025 AT 17.00

Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কাজ করে ভুল করে ফেলবেন। অপ্রয়োজনীয় কেনাকেটায় প্রচুর অর্থব্যয়। বৃষ : কোনও কাজ করে মানসিক তৃপ্তি। রাস্তায় আজ খুব সাবধানে চলাফেলা করুন। মিথুন : কোনও প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় খুশি। যৌথ উদ্দেশ্যে কোনও কাজে সাফল্য মিলবে। কর্কট : সারাদিন খুবই পরিশ্রমে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। সিংহ : আজ হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি ফিরে পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। ব্যবসায়ীর নতুন লগ্নি করতেই পারেন। তুলা : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাময়িক সমস্যা চলবে। অফিসে পদোন্নতির খবর। বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। উপার্জন বৃদ্ধির নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। ভাই-বোনদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সারাদিন মন চঞ্চল থাকবে। আজ হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩ পুহ, সংবৎ ৪ পৌষ বদি, ১৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১২।১১। অশ্লেষানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩৭। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৯।৩৬। বালবকরণ দিবা ১২।১১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।৩০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৭ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।১৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। যাত্রা -নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে শহরের স্কুলের বদলে নিজের গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় সেজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করলেন রায়গঞ্জের টেনহরি জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীবন দাস। ইতিমধ্যে গত দুইদিনে ৪০ জন খুদে পড়ুয়াকে নিজের স্কুলে ভর্তি করে ফেলেছেন। অভিনব এই অভিযানে তিনি সঙ্গে নিচ্ছেন স্কুলের একজন শিক্ষাকর্মীকে। একেবারে বিনা খরচে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন। এমনকি পুরোনো বই আর খাতাও অভিভাবকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তিনি।

প্রধান শিক্ষক এলিঙ্গিয়া, কাঠালডাঙ্গি, পদ্মপুকুর, নরম, বালিয়াডাঙ্গির মতো এলাকা ঘুরে বেশ কিছু শিশুকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করেছেন। এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর মাস জুড়ে চলছে ভর্তি প্রক্রিয়া। এখন মাঠে রবিশস্য চাষের কাজে ব্যস্ত গ্রামের মানুষ। সন্তানদের সঠিক সময়ে স্কুলে ভর্তি করতে পারেন না। গ্রামীণ এলাকায় ওই সমস্যা বেশি। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে হাতেগোনা ১২ দিন বাকি। অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের শহরের স্কুলে ভর্তির জন্য ছুটছেন।

আশপাশের স্কুলগুলির অনেক শিক্ষক- শিক্ষিকা পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করে গেছেন। তাঁদের পরামর্শ, 'গ্রামের স্কুলে ভর্তি করবেন না, বাইরের স্কুলে নিয়ে যাবেন।' অনেক অভিভাবক এহেন প্রচারে বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। তাই সঞ্জীবনবাবু দেরি না করে ভর্তির রেজিস্টার নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন। ভর্তি করিয়ে নিচ্ছেন।

সঞ্জীবনবাবুর বক্তব্য, 'সরকারি স্কুলের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে গ্রামে গিয়ে অভিভাবকদের বোঝাতে হচ্ছে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি। ছাত্র ভর্তি করছি। শিশুদের স্কুলে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' টেনহরি, পদ্মপুকুর, এলিঙ্গিয়া, নরম, রামপুর গ্রামের পড়ুয়ারা এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ২০০৯ সালে তৈরি হওয়া স্কুলটিতে পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমশ কমছে। অধিকাংশ পড়ুয়াদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন স্কুলে চলে যাচ্ছেন অভিভাবকেরা। তাই গ্রামের পড়ুয়ারা যাতে অন্যত্র না যায় সেজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভর্তির উদ্যোগ নিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকেরা।

স্কুলের শিক্ষাকর্মী সেবকচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'অন্য কেউ যাতে ভুল বুঝিয়ে ছেলেমেয়েদের কোনও স্কুলে না নিয়ে যায় সেজন্য আমি ও প্রধান-শিক্ষক বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভর্তি নিচ্ছি।'

জানা গিয়েছে, এই স্কুলে ৫ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষাকর্মী আছেন। পড়ুয়া সংকটে যাতে পড়তে না হয় সেজন্য এবার অভিভাবকদের স্কুলে আসার আগেই বাড়িতে চলে যাচ্ছেন শিক্ষকেরা। খুদে পড়ুয়া নাজমুল হক, জসিমুদ্দিন হক নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়ে ভীষণ খুশি। অভিভাবক বদরাজান আলি, নার্গিস খাতুন সহ অনেকেই জানান, আশপাশের অনেক স্কুলের শিক্ষকেরা এসেছিলেন। কিন্তু টেনহরি স্কুলের শিক্ষক বাড়িতে এসে ভর্তি করে নিলেন। বাড়িতে আসায় ভালো লাগছে।

খুঁটিতে ধাক্কা মেরে জখম

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে গুরুতর জখম হলেন এক বাইক আরোহী। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের বিশ্বাসপাড়ায়। আহতের নাম কিষান কর্মকার। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের মালঞ্চা এলাকায়। এদিকে বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় বালুরঘাট থানার পুলিশ তাঁকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সমবায়ের ভোট নিয়ে বিজেপির অভিযোগ

তৃণমূল-সিপিএম 'সেটিং' মালদায়

মহম্মদ সেলিম থেকে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা যখন তৃণমূল-বিজেপি 'সেটিং' তত্ত্বকে হাতিয়ার করে সারা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন, ঠিক সেই সময় সমবায় নির্বাচন ঘিরে মালদায় একেবারে বিপরীত চিত্র। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : ২৬-এর ভোটের কৌশল শুরু হয়ে গিয়েছে। ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলই। এরই মধ্যে পুরাতন মালদার একটি সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের সেটিংয়ের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির তোলা সেই অভিযোগ কৌশলগতভাবে খারিজ করেছেন দুই দলের নেতারাই।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর পুরাতন মালদায় হতে চলেছে মালদা তাঁতবিহীন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেডের ভোট। এই ভোট ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ওইদিন সমিতির নটি আসনের জন্য নির্বাচন হবে। ২২৫ জন সদস্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন। অভিযোগ উঠেছে, এখনও পর্যন্ত ৬-৩ ও ৫-৪ প্রার্থী দেওয়া নিয়ে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে সিপিএমের নেতাদের টাগ অফ ওয়ার চলছে।

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের উত্তর মালদার জেলা সভাপতি অতুল সরকারের দাবি, 'আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ৯ জন প্রার্থী দিয়েছি। কিন্তু, আমাদের আটকাতে সিপিএম তৃণমূলের সঙ্গে জোট করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় মালদা জেলায় তৃণমূল-সিপিএম মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ।' একই অভিযোগ বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়েরও।

> আমরা আমাদের শক্তিমতো ছটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছি। তৃণমূল কী করছে তা আমরা বলতে পারব না। তবে আমাদের কোনও সেটিং নেই।
>
> **জামিল ফিরদৌস**
> রাজ্য কমিটির সদস্য, সিপিএম

তাঁর কটাক্ষ, 'রাজ্যের প্রতিটি মানুষই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরোধিতা করছে শুধুমাত্র বিজেপি। উলটে আমরা বলছি, এই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করে চলছে সিপিএম। তার বড় প্রমাণ তন্তুবায় সমবায় সমিতির ভোট। এখনও পর্যন্ত শুনছি, ৯টার মধ্যে ছটা আসন সিপিএমকে ছেড়ে দিয়েছে তৃণমূল। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে কার সঙ্গে কার সেটিং।'

বিজেপি নেতাদের আরও অভিযোগ, শুধু এই সমবায় সমিতির ভোট নয় মালদার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করে চালাচ্ছে সিপিএম। যদিও এসব মানতে রাজি নন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস। প্রায় একই মন্তব্য জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাসের। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের সেটিং করার দরকার হয় না। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ভোট দেন। তৃণমূলের আদর্শকে দেখে ভোট দেন।'

অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন এক ইউটিউবার। যা ভাইরাল হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বিষয়টি কি জানেন সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

তিন বছর পর গৌড়বঙ্গে পিএইচডি'র বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : তিন বছর পর ফের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে পিএইচডিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। অন্যদিকে গবেষক পড়ুয়াদের পাশাপাশি এবার স্নাতকোত্তর স্তরের সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য হস্টেলে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই ব্যাপারে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কাছে আবেদন চাওয়া হয়েছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন জটিলতায় তিন বছর ধরে পিএইচডি করার প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। গবেষণায় উৎকর্ষতার কথা মাথায় রেখে উপাচার্যের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিভাগের অধীনে পিএইচডি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এই কারণে অনলাইনে আবেদন চাওয়া হয়েছে।'

বিশ্বজিৎবাবুর আরও দাবি, 'আমাদের ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য দুটি আলাদা হস্টেল ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে হস্টেলে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল গবেষক পড়ুয়াদের। এবার গবেষক পড়ুয়াদের পাশাপাশি পোস্ট গ্রাজুয়েট পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত হল। আগামী ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে কিছু প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় নথি সহ আবেদন করতে বলা হয়েছে।'

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসই ডিরেক্টর দেবব্রত দেবনাথ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, অধ্যাপকদের বিভিন্ন স্তরে বকেয়া প্রোমোশন ও কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম অর্থাৎ ক্যাশ সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে পদক্ষেপ করা হয়েছে। যাঁরা এই ব্যাপারে আগ্রহী, তাঁদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদনের যদি কোনও আপডেট করতে হয় সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আবেদন সংগ্রহ করে আপডেট সহ জমা দিতে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে পিএইচডি বিজ্ঞপ্তি বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিপাকে পড়েছিলেন। এই বিজ্ঞপ্তি তাঁদের মধ্যেও আশার আলো জাগিয়েছে।

ভবঘুরের দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাটে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জেলা আদালতের সামনে। মৃতের নাম মানিক সরকার (৬২)। তিনি বালুরঘাটের মাহিনগরের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের কথায়, পারিবারিক অশান্তির কারণে বহু বছর আগে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় থাকতে শুরু করেন। পথ চলতে পারতেন না। সেই কারণে একটি ট্রাইসাইকেলে চেপে ঘুরতেন তিনি। স্থানীয়দের দেওয়া খাবার খেয়েই তাঁর দিন কাটত। এদিন সকালে জেলা আদালতের সামনে মানিকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গম্ভীরা অ্যাকাডেমিতে পরিচালক ভি শশীকুমার। বুধবার মালদায়।

গম্ভীরা নিয়ে তথ্যচিত্রের ভাবনা

তনয়কুমার মিশ্র

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : মালদার গম্ভীরা অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করছেন কেরলের বিখ্যাত পরিচালক ভি শশীকুমার। রবিবার তিনি মালদায় এসে পৌঁছেছেন। গত দুদিন তিনি ফতেপুর গম্ভীরা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গম্ভীরা রিসার্চ সেন্টার পরিদর্শনে যান।

গম্ভীরা অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের পরিকাঠামো ও পরিচালনার অধিকাংশ কাজই বাকি। তার মধ্যেই কেরল থেকে আমাদের অ্যাকাডেমিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে গেলেন দক্ষিণ ভারতের ইন্ট্রামিডিয়া ব্যানারের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ভি শশীকুমার। ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু দাস জানিয়েছেন, 'উনি আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবেন।'

পরিচালক ভি শশীকুমারের বক্তব্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁরা একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছেন। মালদার গম্ভীরা নিয়ে অ্যাকাডেমিতে বিভিন্ন তথ্য পেয়েছেন। তাঁর কথায়, 'একটা গম্ভীরা দল নিজে থেকে যে অ্যাকাডেমি বানিয়ে ফেলবে তা ভাবা যায় না। এই অ্যাকাডেমির জন্য ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচার চালিয়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।'

গলায় ফাঁসে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

ইটাহার, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার সকালে শোয়ার ঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম শ্যামল দাস (৪৫)। বাড়ি ইটাহার থানার বেকিডাঙায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পেশায় দিনমজুর ওই ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, প্রায় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়িতে অশান্তি করতেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতেও তিনি নেশা করে বাড়ি ফেরেন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে যান। বুধবার সকালে শ্যামলকে ডাকতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী গোলাপি দাস তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপরেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা মাধব চন্দ্র বাগদি - কে 14.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98E 31401 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় নাম হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তদের কাছে আর অন্য কোনো পথ নেই একজন কোটিপতি হওয়ার। ডিয়ার লটারির একটি চমৎকার স্কিম রয়েছে যা সাধারণ মানুষকে স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে একজন কোটিপতি করে তোলে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মালদা মেডিকেলে রেটিনা ক্লিনিক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : ভোগান্তির অবসান। এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার মালদা মেডিকেলের বহির্বিভাগে খোলা থাকবে রেটিনা ক্লিনিক। অত্যাধুনিক মেশিন উদ্বোধনের মাধ্যমে মঙ্গলবার থেকে মালদা মেডিকেলে রেটিনা ক্লিনিক শুরু হল। প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার এই মেশিনের মাধ্যমে কাটাছেঁড়া ছাড়াই রেটিনার বিভিন্ন স্তর পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

এদিন দুপুরে জার্মানির তৈরি ওসিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি মেশিন ও রেটিনা ক্লিনিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, মেডিকেল সুপার প্রসেনজিৎ বর, চোখ বিভাগের প্রধান নির্মলকুমার শাঁসমল প্রমুখ।

রেটিনা ক্লিনিকের ইনচার্জ ডাঃ অনিন্দ্য গুপ্ত জানান, 'আজ মালদা মেডিকেলে অপটিকাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাম অ্যাঞ্জিওগ্রাফি মেশিনের উদ্বোধন করা হয়েছে। জার্মানির তৈরি এই মেশিন অত্যন্ত মূল্যবান। এর সাহায্যে রেটিনার স্তরগুলি ঠিক রয়েছে কি না, রেটিনার মধ্যে থাকা রক্তজালিকা দিয়ে রক্তপ্রবাহ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা বোঝা যাবে।'

মালদা মেডিকেলে রেটিনার সমস্যা নিয়ে প্রচুর রোগী আসেন। তবে আগে এই মেশিন না থাকায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হত। বাইরে এই পরীক্ষা করতে রোগীদের মোটা টাকা খরচ করতে হত। এখন থেকে মালদা মেডিকেলে বিনা খরচে মানুষ এই পরিষেবা পাবেন। উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে মালদা মেডিকেলেই প্রথম এই মেশিন বসানো হয়েছে।

মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের স্বস্তি, 'ওসিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি মেশিনের সাহায্যে রোগীর শরীরে কোনও কিছু প্রবেশ না করিয়ে কিংবা কাটাছেঁড়া না করেই রেটিনার অনেক সমস্যা ধরা যাবে।' প্রসেনজিৎ বরের বক্তব্য, 'সম্ভবত উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে মালদা মেডিকেলেই প্রথম এই মেশিন বসানো হয়েছে। আজ থেকে প্রতি মঙ্গলবার মালদা মেডিকেলের আউটডোরে রেটিনা ক্লিনিক খোলা হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রাজকীয়।। নেপালে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির প্রবীর সাহা।

রেজিস্ট্রারের চেম্বারে অবস্থান বিক্ষোভ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : চারমাস হতে চলল। এখনও সাসপেনশনে রয়েছেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমতির জেলা সভাপতি তপন নাগ। ক্ষোভটা সেখানেই। এদিকে উপাচার্যও দীর্ঘদিন ছুটিতে। তাই বুধবার উপাচার্য ও ক্যাম্পাস ইনচার্জকে না পেয়ে রেজিস্ট্রারের চেম্বারে ঢুকে বিক্ষোভ ও অবস্থান করলেন তৃণমূল প্রভাবিত শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্যরা।

অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। উপাচার্য দীপককুমার রায় ইচ্ছাকৃতভাবে তপন নাগকে সাসপেন্ড করে রেখেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে পঠনপাঠন না হয়, আগুন জ্বলতে থাকে, সেজন্য তিনি এই সাসপেনশন করেছেন। এদিকে উনি নিজে পালিয়েছেন। তাঁর সই করাতে কাগজপত্র ও ফাইল নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে শিলিগুড়ি যেতে হচ্ছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি খরচ হচ্ছে।

নাটক রায়গঞ্জে

- উপাচার্য দীপককুমার রায় ইচ্ছাকৃতভাবে তপন নাগকে সাসপেন্ড করে রেখেছেন
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে পঠনপাঠন না হয়, আগুন জ্বলে সেজন্য তিনি এই সাসপেনশন করেছেন
- উপাচার্য নিজে পালিয়েছেন। তাঁর সই করাতে কাগজপত্র ও ফাইল নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে শিলিগুড়ি যেতে হয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি খরচ হচ্ছে

এদিন শিক্ষাকর্মীরা সাসপেনশন প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবিতে রেজিস্ট্রারকে চেপে ধরেন এবং চেম্বার দখল করে রাখেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেলেও চলে ঝামেলা। এদিকে উপাচার্যের সার্কুলার মেনে রেজিস্ট্রার এই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ইনচার্জ প্রশান্ত মাহালাকেও খোঁজাখুঁজি করেন শিক্ষাকর্মীরা। তাঁকে না পেয়ে রেজিস্ট্রারকে ঘিরে রাখেন তাঁরা।

শিক্ষাকর্মী সুবীর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'রেজিস্ট্রার যখন অচলাবস্থা কাটাতে আধিকারিক ও ডিনদের নিয়ে বৈঠক করছেন এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছেন, সেই সময় উপাচার্য রায়গঞ্জের বাইরে থেকে সমস্ত কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন। উনি সার্কুলার জারি করেছেন। আমাদের দাবি, এই উপাচার্যকে অবিলম্বে বরখাস্ত করে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। কারণ, ছুটি থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট না মেনে অনেক অবৈধ কাজ করা হচ্ছে।'

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের সাফাই, 'আমার সাসপেনশন প্রত্যাহার করার ক্ষমতা নেই। উপাচার্যের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হয়। তাই উনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইমতো আমাকে এগোতে হবে।' তবে ছুটিতে থাকাকালীন উনি সার্কুলার জারি করতে পারেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি।

এদিকে, উপাচার্য দীপককুমার রায় ফোন রিসিভ করেননি। তবে ক্যাম্পাস ইনচার্জ প্রশান্তকুমার মাহালার দাবি, 'স্ট্যাটুট মেনেই সবকিছুই হচ্ছে। আমি ক্যাম্পাস ইনচার্জ, উপাচার্য নই।'

আজ কী রাঁধি বল তো... বুধবার রায়গঞ্জে। দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

শ্মশান সংস্কারে বরাদ্দ ৬৯ লক্ষ

করণদিঘি, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুধানী নদীর তীরে দোমোহনা সনাতনি শ্মশানের সংস্কারের সূচনা করলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল।

শ্মশান কমিটির সভাপতি মণি সিংহ-এর বক্তব্য, 'শ্মশানের চুল্লি শেড, নদীর পাড়ের ঘাট ও রাস্তা নির্মাণের জন্য ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।

উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম পাল, বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী, করণদিঘি ও ডালখোলা থানার পুলিশকর্তা সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ। বিধায়ক গৌতম পাল জানান, 'করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া-১ পঞ্চায়েতের পৌটি, আলতাপুর-১ পঞ্চায়েতের ডুমরাডাঙ্গি, রসাখোয়া-২ পঞ্চায়েতের বদৌহি, বেড়োহপড়গাঁও লাহুতারা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলদাদিঘি শ্মশান সহ আজ দোমোহনা শ্মশানের কাজের সূচনা হয়েছে। আগামী মাসে আরও সাতটি শ্মশানঘাটের শিলান্যাস করা হবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্কঅর্ডার ঠিকাদার সংস্থার হাতে পৌঁছে গিয়েছে। এখন শুধু শিলান্যাস বাকি।'

সচেতনতা শিবির

বুনিয়াদপুর, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এক আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বংশীহারীতে। এদিন বংশীহারীর বাগদুয়ার সাব-সেন্টার, শিয়ালদহ জুনিয়ার হাইস্কুল ও টেপরিদহ গ্রামে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি বিচারক শ্রীমতি কেয়া বালা, রশিদপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ পুলকেশ সাহা, পিএলভির সদস্য নাসিম রেজা প্রমুখ।

তিনটি এলাকার মহিলাদের নিয়ে এই শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল বাল্যবিবাহ রোধ। শিশু ও নারী পাচার রোধে কী কী করণীয় ও আইনি সাজা কী হবে, সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। বাল্যবিবাহ রোধ ও এর কুফলগুলি সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

সংশোধনী

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের চারের পাতায় প্রকাশিত 'ধানের ক্রয়কেন্দ্রে অবাধে দালালরাজ' শীর্ষক খবরের শিরোনামে, প্রশ্নে পুলিশের ভূমিকার পরিবর্তে প্রশাসনের ভূমিকায় পড়তে হবে।

ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস কলেজ ছাত্রীর

চকভৃগুতে সন্দেহের তির প্রেমিকের দিকে

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে প্রেমিকার বাড়িতে এসেছিলেন প্রেমিক। কিছুক্ষণ থাকার পর প্রেমিক বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর প্রেমিকা নিজের ওড়নায় গলায় ফাঁস দেন। বাড়ি ফিরে দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় নাবালক ভাই।

বুধবার দুপুরে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের সন্দেহ, ওই প্রেমিককে মেরে হয়তো ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। নয়তো বা আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়েছে। এনিয়ে তারা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। লিখিত অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

বালুরঘাটের চামটা এলাকার বাসিন্দা অসীম মহন্ত। পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। বাড়িতে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্ত্রী অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। তাঁদের মেয়ে মৌসুমি মহন্ত (২০) বালুরঘাট কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মাস দুয়েক আগে ডাকরা এলাকার বিদ্যুৎ মহন্ত নামে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় মৌসুমির। বিদ্যুৎ পেশায় কাপড়ের দোকানের কর্মী। দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও ছেলে সেরকম কাজ করে না এবং আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় মেয়ের বাড়ির তরফে এই সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি ছিল। তারপরেও মেয়ের বাড়ি থেকে বলা হয় নিজের পায়ে দাঁড়াতে ছেলেকে। ঠিকমতো দাঁড়ালে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এভাবেই বেশ চলছিল। তারা মেলামেশাও করত।

অভিযোগ, বুধবার সকালে মৌসুমিদের বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে ওই তরুণ প্রেমিকার বাড়িতে আসে। কিছুক্ষণ পরই সে বেরিয়ে যায়। এদিকে তরুণের বেরিয়ে যাওয়া দেখতে পায় মৌসুমির ভাই। এরপরই ঘরে গিয়ে দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় নাবালক ভাই। ফোন করে বাবাকে পুরো বিষয়টি জানায় ছেলে।

মৃতার বাবা অসীম মহন্ত জানিয়েছে, এদিন সকালে তিনি কাজ করতে বেরিয়েছিলেন। বাড়িতে সেই সময় শুধুমাত্র মেয়ে ছিল। ছেলে বাইরে খেলছিল। ছেলে জানিয়েছে, বিদ্যুৎ ঘর থেকে বেরোনোর পরই সে গিয়ে দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। বাবার দাবি, 'আমার অনুমান বিদ্যুৎই আমার মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তা না হলে আমার মেয়েকে আত্মহত্যা করতে সে বাধ্য করেছে। বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাব।'

> আমার অনুমান, বিদ্যুৎই আমার মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তা না হলে আমার মেয়েকে আত্মহত্যা করতে সে বাধ্য করেছে। বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাব।
>
> **মৌসুমির বাবা**

মা কণিকা মহন্ত অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। সকালে কাজে বেরিয়ে যান তিনি। পরে মেয়ের মৃত্যু খবর জানতে পারেন। মায়ের অভিযোগ, 'বিদ্যুৎ হয়তো কোনওরকমভাবে আমার মেয়েকে চাপ দিচ্ছিল। আমরা যখন কেউ ছিলাম না সেই সময় সে বাড়িতে এসেছিল।' ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।'

আইনজীবীকে 'খুনের চেষ্টা'

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : থানায় অভিযোগ জানানোর শাস্তি মারধর। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা আইনজীবীকে। মঙ্গলবার রাতে বোগ্রাম এলাকার বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী অরিন্দম প্রামাণিক রায়গঞ্জ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার মূল সূত্রপাত গত বুধবার, ১১ ডিসেম্বর তারিখে। অরিন্দমবাবুর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠান হেমতাবাদ এলাকায় একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল আয়োজন করে। খেলা চলাকালীন দুপুর একটার পর দুর্গাপুর নিবাসী রঘুপ্রসাদ বিন, ইটাহারের কার্তিক মজুমদার, দুর্গাপুরের অজয় রায়, দুর্গাপুরের মন্টু দাস সহ আরও আট-নয়জন খেলার মাঠে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে খেলা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে হেমতাবাদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আবার খেলা শুরু করায়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত শুক্রবার হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন আইনজীবী অরিন্দম প্রামাণিক।

নতুন করে সমস্যা শুরু হয় রবিবার রাতে। মালদা থেকে ফেরার সময় রায়গঞ্জের রূপাহার এলাকায় ঘটনায় অভিযুক্তরা ওই আইনজীবীর বাইক আটকে তাঁর উপর অত্যাচার করে বলে অভিযোগ।

অরিন্দমবাবুর অভিযোগ, 'মূল অভিযুক্ত রঘুপ্রসাদ বিন ও তাঁর সঙ্গীরা রূপাহারের মহাদেবপুর এলাকায় রবিবার রাতে আমার বাইক দাঁড় করিয়ে আমাকে মারধর করে। আমার গলা টিপে ধরা হয়, ঠোঁট কেটে যায়, চশমাও ভেঙে দেওয়া হয়। তাদের চারচাকা গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় একজন ভিলেজ পুলিশ চলে আসায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই।'

তিনি আরও জানান, 'পরবর্তীতে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক ওষুধ, ইনজেকশন দেন এবং বিশ্রামের পরামর্শ দেন। ঘটনা জানাতে সোমবার রায়গঞ্জ থানায় একাধিকবার ফোন করা হলেও কেউ ফোন তোলেননি। সমস্ত অভিযুক্তের নামে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

জলহীন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভোগান্তি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : গ্রামে গড়ে উঠেছে পাকা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু সেখানে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি শৌচালয়েও নেই জলের ব্যবস্থা। ফলে ভোগান্তি রোগী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের। জল পেতে টিউবওয়েল বসালেও একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তরের দরজায় কড়া নাড়লেও এখনও জলহীন বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের বড়কাশিপুর এলাকার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

বহু বছর ধরে টিনের ঘরে চলার পর প্রায় এক বছর আগে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরটি পাকা করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই সেখানে। অগত্যা জলের ড্রাম কিনে নিত্যদিনের জলের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। জলকষ্টে জেরবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগী ও তাঁর পরিবার-পরিজনরা। এমনকি শৌচালয়ে জল না থাকায় মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা ভীষণভাবে বেকায়দায় পড়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বরে টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল।

বড়কাশিপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

যা চুরি হয়ে যায়। তারপর স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা চাঁদা তুলে টিউবওয়েল বসান। সেটিও চুরি হয়ে যায়। এক মাসে দুটো টিউবওয়েল চুরি হওয়ায় হতাশ সকলেই। বর্তমানে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমিউনিটি হেলথ অফিসার সহ ৯ জন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত তাঁদের একটানা কাজ করতে হয়। শৌচালয়ের ভেতরে জল না থাকায় তাঁরাও সেটি ব্যবহার করতে পারছেন না। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিভিন্ন মহলে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুরাহা মেলেনি। জল তোলার পাম্পসেট না বসালেও পাইপলাইন পেতে দেওয়া হয়েছে। এদিকে জলের অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো বসে আছেন রোগী থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার দেবযানী ঘোষ বলেন, 'পাইপলাইন আছে। কিন্তু জল তোলার ব্যবস্থা নেই। ছয় ঘণ্টার কাজের সময়ে শৌচালয় যেতে পারি না। স্থানীয় একজনকে বলে জল তুলেছিলাম। কিন্তু তা স্থায়ী সমাধান নয়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে জলের জন্য লিখিত জানানো হয়েছিল। পঞ্চায়েত থেকে টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। একমাসে দু'বার তা চুরি হয়েছে। বাঁশের ঘেরা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে চুরি আটকানো সম্ভব নয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। জলের ড্রাম কিনতে হচ্ছে।'

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অনুকূলচন্দ্র দাসের বক্তব্য, 'আমি বাড়ির পাম্পসেট নিয়ে গিয়ে সেখানে টিউবওয়েলের সঙ্গে যুক্ত করে জল তুলেছি কয়েকদিন। জলের সমস্যায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ভুগছে। স্থায়ী সমাধান দরকার।'

পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক মাহাতোর কথায়, 'সেখানে জলের সমস্যা রয়েছে। টিউবওয়েল চুরি নিয়ে থানায় জিডি হয়েছে। একমাসের মধ্যেই জলের ব্যবস্থা করতে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হবে। এপ্রিলের পরেই সেখানে জলের মেশিন বসানোর কাজ করা যাবে।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস বলেন, 'যেসব জায়গায় জলের ব্যবস্থা নেই, আমরা জেলা পরিষদকে জানিয়েছি। তারা বিভিন্ন ফান্ড থেকে তা বসাবে। তাছাড়া, আমরাও সাবমার্সিবল পাম্পসেট বসানোর চেষ্টা করছি।'

জেলার খেলা

আম্পায়ারদের কর্মশালা

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুইদিনের আম্পায়ার কর্মশালা বালুরঘাটে শুরু হল। বুধবার মোট ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র গ্রেড ১ আম্পায়ার আদিপ্তা মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ ঘোষ। আম্পায়ারিংয়ে যেসব নিয়মে পরিবর্তন এসেছে সেগুলি নিয়ে এদিন কর্মশালা হয়েছে। বুধবার 'অন ফিল্ড প্র্যাকটিক্যাল' কর্মশালা হবে।

সাগরের দাপট

ম্যাচের সেরা সাগর সাহা।

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বুধবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ১০৭ রানে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে নেতাজি প্রথমে ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সাগর সাহা ৫৫ রান করেন। তুষার সিং ৪৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে পতিরাম ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায়। গৌরব সরকার ৩৪ ও দীপককুমার গুপ্তা ৩২ রান করেন। সাগর ৫২ রানে নেন ৩ উইকেট।

শ্রেয়সের ৫ উইকেট

ম্যাচে সেরার পদক গলায় শ্রেয়স ব্রহ্ম।

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃজেলা ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর ৬৯ রানে জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর স্টেডিয়ামে দক্ষিণ দিনাজপুর প্রথমে ৩৮.২ ওভারে ১৪৫ রান তোলে। ঈশান মালি ২৩ রান করে। উজান চৌধুরী ৩৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ২৮.১ ওভারে ৭৬ রানে অল আউট হয়। প্রিয়াংশু মণ্ডল ২৩ রান করে। ম্যাচের সেরা শ্রেয়স ব্রহ্ম ১০ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট।

শিক্ষকদের ক্রিকেট

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : নরহাট্টা জিএস হাইস্কুলের উদ্যোগে শিক্ষকদের ক্রিকেট বুধ ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় আয়োজকরা ছাড়াও খেলবে আরাপুর পিএন হাইস্কুল, বাদলমণি হাইস্কুল, ঋষিপুর হাইস্কুল, ডল্লা চন্দ্রমোহন হাইস্কুল, কালাচাঁদ হাইস্কুল ও পোপড়া ঈশ্বরলাল হাইস্কুল ও জহুরাতলা হাইস্কুল।

জয়ী সুভাষগঞ্জ

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এবং টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কুলদাকান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল খেলা বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে সুভাষগঞ্জ ইউনাইটেড টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। বৃহস্পতিবার খেলবে সুভাষগঞ্জ ইউনাইটেড এবং কল্যাণী নেচার পিওর।

সৌরভের হ্যাটট্রিক

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : এসটিএম কাপ টি২০ ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে পাকুড় একাদশ ১৪ রানে প্রান্তিককে হারিয়েছে। বৃন্দাবনী মাঠে পাকুড় প্রথমে ২০ ওভারে ১৫৪ রান তোলে। জবাবে প্রান্তিক ১৭ ওভারে ১৪০ রানে গুটিয়ে যায়। ২১ রান দিয়ে হ্যাটট্রিক সহ ৪ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা সৌরভ চৌধুরী। অন্য ম্যাচে হোয়াইট ইলেভেন ৭ উইকেটে কানারিয়া নাইট ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে কানারিয়া ১৭ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। ৫৪ রান করেন অভিষন্ত বক্সী। জবাবে হোয়াইট ১৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। ২ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা অভিষন্ত।

যুব ক্রীড়া

বামনগোলা, ১৮ ডিসেম্বর : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীন নেহরু যুব কেন্দ্র-মালদার উদ্যোগে ও ডাকাতপুকুর ডিএসএস ক্লাবের সহযোগিতায় দুইদিনের ক্রীড়া দোগাছি মাঠে শুরু হল। ছেলেদের জন্য ছিল ২০০ মিটার দৌড়, ফুটবল এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা। মহিলাদের জন্য কাবাডি, ২০০ মিটার দৌড়, সাইকেল রেস, ভলিবল, লঙ জাম্প। এছাড়াও ব্লক স্তরের ফুটবলে অংশ নেবে মোট ১৬টি দল।

আবাসের চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ

জয়েন্ট বিডিও'র গাড়ি তাড়া বঞ্চিতদের

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১৮ ডিসেম্বর : আবাসের চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল চাঁচলের কলিগ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীগাছিতে। চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। সার্ভের জন্য জয়েন্ট বিডিও যেতেই ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসী। জয়েন্ট বিডিও'র গাড়ি তাড়া করেন বঞ্চিত উপভোক্তারা। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় সরব হয়েছেন উপভোক্তারা।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, তাঁদের কাঁচাবাড়ি রয়েছে। দিন আনা দিন খাওয়া সংসার। ২০১৮ সালের তালিকায় প্রত্যেকের নাম ছিল। আবাস প্লাসের সার্ভে শুরু হওয়ার পর তাঁদের বাড়িতে তিনবার সার্ভে হয়। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কারও অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার হয়ে তাঁর স্বামী অচিন্ত্য দাস সার্ভে শুরু হওয়ার সময় অনেকের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ এলাকার তৃণমূল সমর্থকদের নাম রয়েছে তালিকায়, যাঁদের অনেকের পাকাবাড়ি রয়েছে। কিন্তু বঞ্চিত উপভোক্তারা কংগ্রেস করায় তাঁদের সঙ্গে বঞ্চনা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তাঁদের আশঙ্কা, একটা বড় মাপের দুর্নীতি হয়েছে আবাসের তালিকা নিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল দাসের অভিযোগ, 'তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ হয়েছে।'

কলিগ্রামে অভিযোগ

- বঞ্চিত উপভোক্তাদের প্রত্যেকের কাঁচাবাড়ি। দিন আনা দিন খাওয়া সংসার
- ২০১৮ সালের আবাসের তালিকায় সকলের নাম ছিল
- আবাস প্লাসের সার্ভে শুরু হওয়ার পর তাঁদের বাড়িতে তিনবার সার্ভেও হয়
- কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রত্যেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়

আরেক স্থানীয় অজিত দাসের দাবি, 'আমাদের কাঁচাবাড়ি রয়েছে কিন্তু কংগ্রেস করি বলে আমাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'প্রথমে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী দুই হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন। অন্যায়ভাবে আমাদের নাম বাদ গিয়েছে। তাই জয়েন্ট বিডিওকে ঘিরে আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত সদস্যা শিপ্রা দাস। তাঁর বক্তব্য, 'সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ। এখানে আমাদের কোনও হাত নেই।'

জয়েন্ট বিডিও শ্যামল দাসের বক্তব্য, 'সকলে যাতে সঠিকভাবে ঘর পায়, তাই নিয়ম মেনে সার্ভে হয়েছে।'

নাবালিকাকে বিহারে বন্দি রেখে 'ধর্ষণ', ধৃত ১

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : নাবালিকাকে স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ। তারপর বিহারে চার মাস ঘরে আটকে রেখে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের মামাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আপাতত ওই নাবালিকা চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মামার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার মহারাজা হাট লাগোয়া একটি গ্রামে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে অভিযুক্ত তরুণ। তার বাড়ি বিহারে। অভিযোগ, নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে লাগাতার ধর্ষণ করে সে। যার জেরে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। পরবর্তীতে বিহার পুলিশের সহযোগিতায় মেয়েকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। এরপর রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।

মূল অভিযুক্ত ফেরার। বুধবার ভোররাতে অভিযুক্ত তরুণের মামাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এদিন দুপুরে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তাঁকে তোলা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নাবালিকার অপহরণে অভিযুক্ত তরুণকে সে সাহায্য করেছিল। সেই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় মূল অভিযুক্ত ও তার মামার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

> আমার মেয়েকে প্রায় চার মাস আগে রাস্তা থেকে অপহরণ করে বিহারের একটি জায়গায় ঘরে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়।
>
> **নাবালিকার মা**

বুধবার দুপুরে মূল অভিযুক্তের মামাকে রায়গঞ্জ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এই ঘটনায় মোট দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্তের মামাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

বরাদ্দ হাপিসের অভিযোগ, বেহাল রাস্তার সংস্কার দাবি

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : খানাখন্দে ভরে রয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের ভট্টদিঘি যাওয়ার রাস্তা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় বিপদে পড়েছেন এলাকার কমপক্ষে ৬ হাজার বাসিন্দা। অভিযোগ, রাস্তাটির জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও কাজ হয়নি। টাকা হাপিস হয়ে গিয়েছে।

পা ভেঙে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন স্থানীয় নবকুমার চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'সোমবার সকালে সাইকেলে পুজো করতে যাচ্ছিলাম ভট্টদিঘিতে। কুলিক পাখিরালয় লাগোয়া ভাঙা রাস্তা ধরে যেতে গিয়ে সাইকেলের চাকা হড়কে পড়ে যাই। পা ভেঙে যায়।' ইকো পার্কে ঘুরতে আসা মতিউর রহমান বলেন, 'বন্ধুদের নিয়ে টোটোতে চেপে আসতে ভীষণ কষ্ট হল। রাস্তাটা একেবারে নরককুণ্ড। পুরো রাস্তাটাই খানাখন্দে ভরা রয়েছে। বারংবার অনুরোধ করেও রাস্তা বানানো হচ্ছে না। পঞ্চায়েত থেকেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।'

রবিন মণ্ডল নামে মণিপাড়ার এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'এই ভাঙা রাস্তা ধরে মণিপাড়া, ভট্টদিঘি, আবদুলঘাটা সহ রামপুরের বহু মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু এই পিচের রাস্তা এখন আর চলাচলের যোগ্য নেই। যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, সেই টাকার কাজই হয়নি। মেম্বার হয়তো সব টাকা খেয়ে নিয়েছে। এলাকাটি রায়গঞ্জের ৮ নম্বর বাহিন পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত।'

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মনু মণ্ডল বলেন, 'গাছপালার কারণে পিচ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই ওই রাস্তাটা বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর উদ্যোগে তৈরি করার জন্য আবেদন করা হয়। ২ কোটি ২২ লক্ষ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। টেন্ডারও হয়েছে। এই ২ কিমি দীর্ঘ রাস্তার জন্য পেপার ব্লক রাস্তা তৈরি হবে।'

দিদির বাড়ি থেকে ভাইয়ের দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : দিদির বাড়ি থেকে বুধবার বিকেলে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত শেরপুর পঞ্চায়েতের খোকসা গ্রামে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। মৃত ওই তরুণের নাম ফাইজাল শেখ (২০)। বাড়ি দিল্লির মহিপালপুর এলাকায়। দিন পনেরো আগে খোকসা গ্রামে দিদি আয়েশা বেগমের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন ফাইজাল। এদিন শোয়ার ঘরে দুপুর একটা নাগাদ ফাইজালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তবে ওই তরুণের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পরিবার। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রায়গঞ্জে ফাঁসে মৃত্যু স্বামীর

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : মদ্যপানের জন্য স্ত্রীর কাছে টাকা চেয়েছিলেন স্বামী। স্ত্রী গোলাপি দাস টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এই নিয়ে দুইয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে শোয়ার ঘর থেকে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শ্যামল দাস। বাড়ি ইটাহার দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের পাহারাজপুরে।

ঘটনার দিন নেশার টাকা দিতে স্ত্রী রাজি না হওয়ায় শ্যামল দাস তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। পরিবারের দাবি, এরপরই অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। এদিন সকালে খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়। ইটাহার থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্র্যাক্টর আটক, গ্রেপ্তার চালক

বৈষ্ণবনগর, ১৮ ডিসেম্বর : অবৈধভাবে পাথরবোঝাই চারটি ট্র্যাক্টর সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বুধবার ১৬ মাইল স্ট্যান্ড থেকে ওই ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে অবৈধভাবে পাথর বোঝাই করার খবর পেয়ে বুধবার ভোরে ১৬ মাইল স্ট্যান্ডে হানা দেয়। ১৬ মাইল স্ট্যান্ডে হানা দিয়ে অবৈধভাবে পাথরবোঝাই চারটি ট্র্যাক্টর সহ একজনকে পাকড়াও করে। বাকি ট্র্যাক্টরের চালক পলাতক। ধৃতের নাম আলিমুল শেখ। বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় এলাকায়।

বন্ধ শৌচাগার

বামনগোলা, ১৮ ডিসেম্বর : তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ পাকুয়াহাট সুকান্ত বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শৌচাগার এবং জলাধার। স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী থেকে নিত্যযাত্রীরা। যাত্রীদের দাবি, 'শীঘ্রই শৌচাগার ও পানীয় জলের জলাধার চালু করা হোক। না হলে দুর্ভোগ বাড়ছে মানুষজনের।'

নতুন উপাচার্য

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দিলেন অধ্যাপক কল্লোল পাল। মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া তাঁকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন।

ধূমপান, ধৃত

মুম্বই থেকে কলকাতায় আসার পথে ইন্ডিগোর বিমানের শৌচালয়ে ধূমপান করায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানা।

নতুন কমিটি

রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির মানোন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নতুন কমিটি গঠন করল নবান্ন। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে।

ডেথ অডিট

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে এবার থেকে ডেথ অডিট বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। বুধবারই এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন।

সামনেই বড়দিন। আলোয় সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট। ছবি : আবির চৌধুরী

কমছে গরমের ছুটি, ক্ষোভ নানা মহলে

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির দিন কমানো হল। এবার থেকে গ্রীষ্মাবকাশ থাকবে ৯ দিন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে ২০২৫ সালের ছুটির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানেই গরমের ছুটি ১৯ দিন থেকে কমিয়ে ৯ দিন করা হয়েছে। তবে পুজোর ছুটি বাড়ানো হয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে গরমের ছুটি কমানো নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলে নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন পুজোর ছুটি বাড়ানোর কথা বলেছিল। সেই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে।' প্রধান শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকি। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে। এবছর পুজোর ছুটি ২৪ দিন এবং গরমের ছুটি ৯ দিন করা হয়েছে। এতে শিশু এবং অভিভাবকরা অসুবিধায় পড়বেন। তবে এখন অনেক স্কুল স্বশাসিত। তারা এই বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে। কেন্দ্রের অধীনস্থ স্কুলগুলিতে আগে থেকেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনায় রাজ্যের সদর্থক ভূমিকার অভাব রয়েছে।'

সংশোধনী

১৮ ডিসেম্বর কলকাতা এবং পাতায় প্রকাশিত 'কুর্মিদের অবরোধে নিষেধাজ্ঞা' শীর্ষক খবরে কুর্মিদের অবরোধের পরিবর্তে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের অবরোধ পড়তে হবে।

ফিরহাদকে সেন্সর মমতার

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দিনকয়েক আগেই বাংলাদেশ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আর তার পরই ঘরে-বাইরে তুমুল সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশ্বস্ত সৈনিককে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দলের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ফিরহাদের মন্তব্য দল অনুমোদন করে না। দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় এমন কোনও বক্তব্য তৃণমূল সমর্থন করে না।

এবার ফিরহাদকে আরও সেন্সর করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সাত থেকে দশদিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে যেতে বারণ করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানগুলিতে এই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তাঁকে পড়তে হতে পারে আশঙ্কা করেই আপাতত তাঁকে নীরব থাকতে বলা হয়েছে। আর তাই বড়দিন উপলক্ষ্যে ফিরহাদের একাধিক কর্মসূচি বাতিল হল।

বৃহস্পতিবার থেকে পার্কস্ট্রিটে বড়দিনের উৎসব শুরু হচ্ছে। শহর ও শহরতলিতেও এই

উৎসব হবে। অনেক জায়গায় আমন্ত্রিত ছিলেন ফিরহাদ। হাওড়া পুরসভায় ২৩ ডিসেম্বর থেকে বড়দিন কার্নিভাল হবে। সেই কারণে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী ফিরহাদকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে সুজয়বাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন। বুধবার ফিরহাদকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের কার্যত এড়িয়ে গিয়ে তিনি শুধু বলেন, 'সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু প্রশ্নে যেসব মন্তব্য আমি করেছি,, তা নিয়ে আর কোনও কথা বলব না।' তৃণমূল সূত্রে খবর, ফিরহাদ দলকে জানিয়েছেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি যে প্রসঙ্গে কথাটি বলতে গিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে বিষয়টি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। ফিরহাদ কোনও মন্তব্য না করলেও এদিন তাঁর হয়ে মাঠে নেমেছেন তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম। তিনি বলেন, 'বাবা উর্দু বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে।' তবে প্রিয়দর্শিনীর এই মন্তব্যকেও গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজনৈতিক মহল।

বাংলার ৪ পদ্ম সাংসদ শোকজের মুখে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : এক দেশ এক ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ার দিন হুইপ অমান্য করে সংসদে হাজির না থাকায় শোকজের মুখে পড়তে চলেছেন রাজ্যের এক মন্ত্রী সহ চার বিজেপি সাংসদ। এঁরা হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও তমলুকের সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, এক দেশ এক ভোট বিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিল। সংসদে পেশের আগেই বিলের বিরোধিতায় একজোট হয়েছিল বিরোধীরা। সেই কারণে সংসদের উভয়কক্ষে এই বিল পেশের দিন অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়েছিল বিজেপি।

সংসদের দুই কক্ষেই এই বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন মিলবে না বুঝেই কৌশল স্থির করে রেখেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল, বিল নিয়ে বিরোধীদের ভোটাভুটির দাবি তোলার আগেই বিরোধীদের দাবি মেনে বিলকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হবে। তবে একান্তই যদি ভোটাভুটির মুখোমুখি হতে হয় দলকে, সেক্ষেত্রে বিলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যাতে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই কারণে মঙ্গলবার বিল পেশের দিন সংসদে দলের সব সাংসদকে হাজির থাকতে সংসদীয় দলের তরফে হুইপ জারি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোটাভুটির সময় বিজেপির মোট ২১ জন সাংসদ ওইদিন উপস্থিত ছিলেন না। আর বাংলার ১২ সাংসদের মধ্যে গরহাজির ৪। যদিও এই অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সংসদে বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯টি এবং বিরুদ্ধে ১৯৮। ফলে আপাতত মুখরক্ষা হলেও বিষয়টি মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না দল।

এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলের কাছে শৃঙ্খলা সব থেকে বড়। তিনি মন্ত্রী হোন বা সাংসদ, দলের শৃঙ্খলা ও নির্দেশ সবাইকে মানতে হবে। যাঁরা হুইপ থাকা সত্ত্বেও অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে কারণ জানতে চাইবে দল। যদি সেই কারণ প্রকৃতই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তাঁর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। অন্যথায় শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।'

এদিকে হুইপ অমান্য প্রসঙ্গে অভিযুক্ত রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন,'ছেলের অসুস্থতার জন্য বাড়িতে এসেছিলাম। হঠাৎই হুইপ পেয়ে দিল্লি ফিরলেও ভোটাভুটির সময় পৌঁছোতে পারিনি। যা বলার তা দলকে বলেছি। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাই না।' জলপাইগুড়ির জয়ন্ত রায় ফোন ধরেননি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি কাজে তাঁকেও জেলায় ফিরতে হয়েছিল। তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কলকাতায় ছিলাম। রবিবার হুইপ পেয়ে সোমবার সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে রওনাও হই। কিন্তু বিমান দেরি করায় ভোটাভুটির সময়ে পৌঁছোতে পারিনি।' মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলব না।

বাংলা এখন শিল্পের গন্তব্য, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বাংলা এখন শিল্পের প্রধান গন্তব্য। আগামী দিনে এই রাজ্যে হাজার হাজার বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। বুধবার নিউটাউনে ইনফোসিসের নবনির্মিত ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে গিয়ে এই আশার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকার ধাঁচে আমরা ২০০০ একর জমিতে সিলিকন ভ্যালি তৈরি করেছি। সেখানে ইতিমধ্যেই ২৭ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হয়েছে। ২৫ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। ২৮টি কোম্পানি ইতিমধ্যেই সেখানে কাজ শুরু করেছে। আরও ৪০টি কোম্পানি খুব দ্রুত কাজ শুরু করবে। সেখানে প্রচুর তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও ১১টি সংস্থা কাজ করতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা ২২টি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক করেছি।' গত ১৪ বছরে রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন কিছু করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের রাজ্যের গর্বের।'

গত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ইনফোসিসকে নিউটাউনে ৫০ একর জমি দিয়েছিল রাজ্য। প্রথম পর্যায়ে তারা ১৭ একর জমিতে একটি ক্যাম্পাস করেছে। সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ৪ হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত হলে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। নিউটাউনের শেষ প্রান্তে হাতিশালা মৌজায় এই নতুন প্রকল্পকে দেখতে এদিন মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশাল তোরণে বাংলা হরফে লেখা রয়েছে 'ইনফোসিস'। এদিন উদ্বোধনে ঢোকার মুখে এই তোরণ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'বাংলায় শিল্পের জন্য অনুকূল পরিকাঠামো রয়েছে। রয়েছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী। এই মুহূর্তে রাজ্যের ২২০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কাজ করছে।'

কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : প্রদেশ কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান ঘিরে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। শূন্যপদে নিয়োগ এবং আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে বুধবার রাজভবন অভিযান করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তার আগে থেকেই রাজভবন এবং ধর্মতলা চত্বর কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। রাজভবনের সামনে আসতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে কংগ্রেস নেতাদের। দুপক্ষের মধ্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। একসময় একাধিক নেতা-নেত্রীকে কার্যত চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ একাধিক নেতাকে আটক করা হয়। তবে এদিন শুধু এরাজ্য নয়, দেশজুড়ে বিক্ষোভে নেমেছিল কংগ্রেস।

প্রাথমিকে ইডি'র মামলায় হল না চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারও চার্জ গঠন করা সম্ভব হল না। ফলে ইডির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নিম্ন আদালতের বিচারক।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'হস্টেলে ছাত্রদের মতো পরীক্ষার ১০ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠে জামা, পেন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে দৌড়োলে চলবে না।' এদিন নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের অনেকেই আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদেরকে নোটিশ দেয়নি ইডি। তারপরই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। পাশাপাশি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে মঙ্গলবার হেপাজতে নিয়েছে সিবিআই। এদিন তাঁকে সাক্ষীদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫৪ জন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে বিচারপর্ব সম্পন্ন করার কথা ছিল। এদিন আদালতে ভার্চুয়ালি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন শীল, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়রা হাজিরা দেন। তখনই বিচারক জানতে পারেন প্রত্যেকের কাছে মামলার কপি পৌঁছোয়নি। তাই বিচারক ইডির উদ্দেশে বলেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রত্যেককে মামলার কপি দিতে পারেননি। অনেকেই মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছে। সবাই উপস্থিত না থাকলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়।' তারপর চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়।

২০ ডিসেম্বর দুপুর ২টোয় মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই-ও। তিনি এখন বিদেশে রয়েছেন। ফলে পরের শুনানিতে উপস্থিত না থাকলে জেলেই থাকতে হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। তবে আদালত সূত্রে খবর, এদিনও হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে একাধিক অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

ধমক খাচ্ছেন রাজ্য নেতারা

বঙ্গ বিজেপির রদবদলে সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে প্রায় 'ল্যাজেগোবরে' অবস্থা বঙ্গ বিজেপির। চেষ্টা করে এতদিনেও রাজ্যে এক কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারছে না দল। দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কানে নিয়মিত এইসব খবর পৌঁছে যাওয়ায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও হতাশ তাঁরা। এই অবস্থায় বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে তাঁদের কাছে খোঁজখবর নেওয়ার সাহসই দেখাতে পারছেন না রাজ্য নেতারা। প্রশ্ন করলেই তাঁদের কাছ থেকে ধমকের সুরে প্রায় বকুনি খেতে হচ্ছে তাঁদের।

এমনই অভিজ্ঞতা দিল্লিতে বঙ্গ বিজেপির এক সাংসদের। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'এইসব কারণেই বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে রদবদল এখন দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের মাথাতেই নেই। এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় নেতারা ভরসাই পাচ্ছেন না। বঙ্গ বিজেপিতে দলের নতুন রাজ্য সভাপতি কাকে করা হবে, সেই নিয়ে নামের পর নাম নিয়মিত বেছেও শুধু ভরসা করার কথা ভেবে বাতিল করতে হচ্ছে তাঁদের। যা সচরাচর হয় না বিজেপির মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টিতে।'

তবে দলের দিল্লি সূত্রের খবর, এখন যা শোনা যাচ্ছে তাতে সম্ভবত ইংরেজি নতুন বছরে বঙ্গ বিজেপির নয়া নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে হাত দেবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তার মধ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান পর্বও মিটে যাবে।

তবে সরাসরি এইসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে প্রায় তাঁদের বকুনি খেতে হচ্ছে। প্রায় ধমকের সুরে তাঁরা বলছেন, রাজ্যে দলটাই দিনদিন দুর্বল হচ্ছে। সদস্য সংগ্রহ করার কাজে দল রাজ্যের মানুষের সাড়া পাচ্ছে না। শুধু বাংলাদেশ নিয়ে লাফালাফি করলে কি পশ্চিমবঙ্গে দল হইহই করে এগোবে? শুধু বিভাজনের রাজনীতির কৌশল করে কি সচেতন বঙ্গবাসীর মন বিজেপির দিকে ঘোরানো যাবে? বঙ্গ বিজেপির নয়া নেতৃত্ব এই অবস্থায় এনে নতুন কী হবে পশ্চিমবঙ্গে দলের?

এমনই মন্তব্য এখন দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশের কাছে শুনতে হচ্ছে বলে বাংলার দলের ওই সাংসদ জানান।

জামিন চেয়ে আদালতে বিকাশ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতের পর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কয়লা পাচার কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্র। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পকসো মামলা ভিত্তিহীন বলে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় তাঁকে কালীঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পকসো সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়নি নিম্ন আদালতে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই প্রেক্ষিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। পরের সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে নিয়মিত তাঁকে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে হয়। তারই মধ্যে তাঁর নিজের দাদা বিনয় মিশ্রের নাবালিকা মেয়েকে যৌন হেনস্তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার, ৩ পৌষ ১৪৩১, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১০ সংখ্যা

নতুন সংকট

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য কিংবা কলহ নতুন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারে এরকম হয়ে থাকে। সেই কলহ মিটেও যায়। বাজার থেকে পছন্দের শাকসবজি না আনলে কিংবা রান্নায় নুন-ঝাল কমবেশি হলে, পরিবারের ডাবল ইঞ্জিনে গোলমাল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কখনও দাম্পত্যকলহের তীব্রতা বেশি হলে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যান। কলহের তীব্রতা কমলে, রাগ পড়ে গেলে ফের মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে যায়।

দাম্পত্য সম্পর্কে এর ব্যতিক্রম ঘটলে তার পরিণতি হয় বিবাহবিচ্ছেদ। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিরকালের জন্য ভাঙন ধরে। বিবাহবিচ্ছেদে স্বামী বা স্ত্রীর যতটা ক্ষতি হয়, তার থেকেও বেশি ক্ষতি হয় সেই সম্পর্কজাত সন্তানদের। বাবা-মাকে আলাদা হয়ে যেতে দেখলে সবথেকে বেশি কষ্ট পায় শিশুরা। বাবা-মা আলাদা থাকলেও যদি তাঁরা কোপ্যারেন্টিং বা সহ অভিভাবকত্বের পথে হাঁটেন, তাহলে ছবিটা খানিক আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই সমস্ত সমস্যাকে ছাপিয়ে দাম্পত্যকলহের নতুন একটি সংকট সামনে চলে এসেছে সম্প্রতি। অতুল সুভাষ নামে বেঙ্গালুরুর এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দাম্পত্যকলহের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ২০১৯ সালে তিনি বিয়ে করেছিলেন। ২০২০ সালে তাঁদের একটি শিশুপুত্র হয়। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া বিপুল অঙ্কের খোরপোশ দাবি করেন অতুলের থেকে। লাগাতার মামলা এবং খোরপোশের দাবিতে বিপর্যস্ত অতুল নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন।

এই ঘটনার পরপরই বেঙ্গালুরুতে এইচসি থিপ্পান্না নামে একজন পুলিশকর্মী তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরের লাগাতার মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়ে একই পথ বেছে নেন। প্রায় একই সময়ে নয়ডায় লিভ-ইন পার্টনারের কটাক্ষে আত্মহননের পথ বেছে নেন মায়াঙ্ক চান্ডেল নামে এক কর্মহীন ইঞ্জিনিয়ার। অতিরিক্ত পণের দাবিতে বাড়ির বৌকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার নতুন নয়। কঠোর আইন তৈরি হওয়ার পরও পরিস্থিতি বদলায়নি।

কিন্তু এর মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে, ওই আইনগুলিকে ঢাল করে পুরুষ নির্যাতনের রাস্তায় হাঁটছেন কেউ কেউ। স্বামী ও তাঁর পরিবারের মানসম্মানের তোয়াক্কা না করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। এতে পরিবারের বন্ধন ক্রমশ ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। দেশ ও সমাজ এখন ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। পান থেকে চুন খসলেই প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করে দিতে উঠেপড়ে লাগছে। এর প্রভাব পড়ছে পারিবারিক জীবনে।

দেশ ও সমাজে সমস্যা আগেও ছিল। কিন্তু সমাধান খোঁজার বদলে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য আইন। মানুষ যদি ভালো না থাকে, পরিবার যদি সুখে না থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সেই সমাজ এবং দেশ ভালো নেই। ভারত বর্তমানে অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সবাই চাইছেন প্রচুর টাকাপয়সা, মান-যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। কিন্তু সেই সোনাদানা, হিরেমানিকের ভাণ্ডার নিয়েও মানুষ সুখের খোঁজ পাচ্ছেন না।

ব্যক্তি সুখে না থাকলে পরিবার সুখী হতে পারে না। আবার পরিবার সুখী না হলে সমাজ ভালো থাকতে পারে না। সমাজ সুখী না থাকলে দেশের হাল খারাপ হতে বাধ্য। ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স ২০২৪-এ বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬ নম্বরে। বরাবরের মতো ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেনের মতো দেশ এই তালিকার প্রথম দিকে। প্রাচীনত্বের গৌরব নিয়ে ভারতবাসীর গর্বের সীমা নেই। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলেও ভারতীয়দের শ্লাঘা কম নয়। তারপরও দেশ যে সুখে নেই, সেটা পারিবারিক জীবনে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে স্পষ্ট।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

হিমালয়ে লুকিয়ে বিষবাষ্পের কারখানা

অনেকের মনেই প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ঢেউ পাহাড়ের উচ্চতম অংশে পৌঁছে গেল কীভাবে? উত্তরবঙ্গেও পড়ছে প্রভাব।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

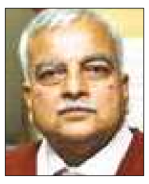

'বিষবাষ্প' বলতেই শীতের মুখে দূষিত বাতাসের কৃত্রিম মেঘে ঢাকা রাজধানী নয়াদিল্লি, বা দেওয়ালির পরের সকালে বাজির ধোঁয়ায় ঢাকা, মেঘে ঢাকা কলকাতা শহরের কথাই মনে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক। একটি শহর দেশের রাজধানী। অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, বেঞ্জিনযুক্ত জৈব কণাযুক্ত বাতাস বুকে গেলেই মানুষের জীবনীশক্তির ভাঁড়ারে টান পড়ে। শহরের ওই 'বিষবাষ্প' থেকে মানুষ পাড়ি জমান পাহাড়ে। দূষণহীন বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে। নিজেকে তরতাজা রাখতে।

সত্যিই কি পাহাড়ের বাতাস এখনও বিষের ছোঁয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত? ওই বাতাস বুকে টেনে নিলে জীবনীশক্তি টগবগ করে ফুটবে?

জবাব যদি হ্যাঁ হত তাহলে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছেড়ে নিশ্চয়ই ভারত, পাকিস্তান, চিন, বাংলাদেশ, ভুটান, আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা টেবিলে পাশাপাশি বসে পাহাড়ের 'বিষবাষ্প' নিয়ে এমন হা-হুতাশ করতেন না। প্রস্তাব উঠত না মাস্টার প্ল্যানেরও। চিন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের রাস্তা সম্প্রসারিত করছে পর্যটক টানতে। সিকিম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে হোমস্টে-হোটেলের ছড়াছড়ি। পেট্রোল, ডিজেলের ধূসর ধোঁয়া ছড়িয়ে গাঁকগাঁক করে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ির সারি। পাহাড়ের বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রে। তাপমাত্রা বাড়ায় কমছে বরফের চাদর। আর গোটা বিষয়টি চক্রাকারে ঘুরছে। সেটাই পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজারবাইজানের বাকুতে হিন্দুকুশ হিমালয় সংলগ্ন আটটি দেশের পরিবেশমন্ত্রকের মাথারা এই চক্রকে থামানোর উপায় খুঁজতেই দিনরাত এক করে রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত হিন্দুকুশ হিমালয়ে বরফের চাদর সরছে খুব দ্রুত হারে। বরফ গলা জলে ছোট পাহাড়ি নদী দু'কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ছোট ছোট গ্রাম। মানুষ বাঁচার ন্যূনতম সুযোগটাও পাচ্ছেন না। অন্যদিকে বরফের বর্ম সরতেই পাহাড়ের পাথর, বালি আর মাটি হুড়মুড় করে নেমে আসছে নীচে। চাপা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলি। পাথরের ফাঁকফোকর থেকে বেরিয়ে আসছে বিষবাষ্প।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নাশকারী এই প্রক্রিয়া?

আসলে হিন্দুকুশ হিমালয় এলাকার বাস্তুতন্ত্র পৃথিবীর অতি সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রগুলির মধ্যে একটি। এই অঞ্চলটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্রায়োস্ফিয়ার। ক্রায়োস্ফিয়ার শব্দটি পৃথিবীর সেইসব অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে বেশিরভাগ জল হিমায়িত আকারে থাকে, যেমন মেরু অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণি হিন্দুকুশ হিমালয়ে হিমবাহ এবং নদী ও হ্রদে বরফের আকারে হিমায়িত জল রয়েছে। হিমবাহ, বরফের চাদর, পারমাফ্রস্ট, তুষার এবং বরফের মতো সমস্ত হিমায়িত স্থান নিয়ে গঠিত হয় ক্রায়োস্ফিয়ার। অর্থাৎ হিমায়িত অঞ্চল। তবে সব হিমায়িত অঞ্চলই কিন্তু ক্রায়োস্ফিয়ার নয়। ক্রায়োস্ফিয়ার এমন একটি হিমায়িত অঞ্চল, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পারমাফ্রস্ট। আসলে এই পারমাফ্রস্টের উপস্থিতিই হিমালয়ের হিন্দুকুশ এলাকাকে বিষবাষ্পের ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তুলেছে।

পারমাফ্রস্ট আসলে বরফ আবৃত এমন একটি অঞ্চল যার মূল উপাদান বড় পাথর, নুড়ি পাথর, মাটি আর বালি। বরফের আস্তরণ ওই নুড়ি, পাথর, মাটির মিশ্রণকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। বরফ সরে গেলেই পাথর, গুঁড়া পাথর, বালি আর মাটি একে অপরকে ধরে রাখতে পারছে না। খসে পড়ছে পাহাড়ের অংশ। আর ওই মাটিতে মিশে থাকা বিষবাষ্প মিশে যাচ্ছে আশপাশের বাতাসে।

চিন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের রাস্তা সম্প্রসারিত করছে পর্যটক টানতে। সিকিম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে হোমস্টে-হোটেলের ছড়াছড়ি। পেট্রোল, ডিজেলের ধূসর ধোঁয়া ছড়িয়ে গাঁকগাঁক করে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ির সারি। পাহাড়ের বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রে। তাপমাত্রা বাড়ায় কমছে বরফের চাদর।

কিন্তু মাটির গর্ভে ওই বিষবাষ্প এল কোথা থেকে?

ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, পারমাফ্রস্টে প্রচুর পরিমাণে মৃত জৈববস্তু রয়েছে যা সহস্রাব্দ ধরে তাদের কার্বন সম্পূর্ণরূপে পচন ও মুক্ত করার সুযোগ না পেয়ে জমা হয়েছে ওই মাটিতে। আর বরফের আবরণ সরে যখন বালি, পাথর আর মাটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন সেইসব গ্যাস মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মিথেন। এই বাতাস যেমন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে, তেমনই বরফে মোড়া পাহাড়ের গড় তাপমাত্রাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুরু হয়ে যাচ্ছে বাস্তুতন্ত্র বিনাশের এক নতুন চক্র। চক্র যত ঘুরছে ততই বাড়ছে হিমালয়ের তাপমাত্রা। তত বেশি কমছে বরফের চাদর। জলবায়ুর স্বাভাবিক চক্রের দফারফা করে দিচ্ছে পারমাফ্রস্টের গলন।

লেখাটা শুরু করেছিলাম শীতের রাজধানী নয়াদিল্লি আর দেওয়ালি পরবর্তী কলকাতার বিষবাষ্প নিয়ে। হিমালয়ের বিষবাষ্পের সঙ্গে এই বিষবাষ্পের কোনও সম্পর্ক আছে কি? ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, বরফ ঘেরা পাহাড়ের বাতাস তো একদিনে গরম হয়নি! এর জন্য সময় লেগেছে। অনেকের মনেই প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ঢেউ পাহাড়ের উচ্চতম অংশে পৌঁছে গেল কীভাবে?

আসলে বাতাস যত গরম হয়, ততই তা হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। বাধাহীনভাবে বাতাসে ভাসতে ভাসতে তা পৌঁছে যায় পর্বত শিখরে। এইভাবেই দিল্লি আর কলকাতার মেঘ পৌঁছে যায় হিমালয়ের পাদদেশে। সেখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে তা উঠতে থাকে উপরের দিকে বরফ গলাতে গলাতে। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যদি জলীয় বাষ্প এসে জোটে তা পাহাড়ে নিয়ে যায় অন্য এক ধরনের বিপর্যয়। মেঘভাঙা বৃষ্টি। ইংরেজিটা বললে অনেকের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কারণ ওই নামটাই বেশি পরিচিত। 'ক্লাউড বার্স্ট'। নিয়ম করে প্রতিবছর হিমালয়ের কোনও না কোনও অংশে এই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হয় কোনও না কোনও জনপদ। বহু মানুষের মৃত্যু হয়। ঘরছাড়া হয়ে যান বহু মানুষ। নষ্ট হয়ে যায় বেশ কিছু বাস্তুতন্ত্র।

আবার পাহাড়ে গরম বাতাসে বরফ যখন গলতে শুরু করে তখনও আর এক ধরনের বান আসে পাহাড়ি নদীতে। পাথরের উপরে সুতোর মতো নদী বরফ গলা জলে দু'কূল ভাসিয়ে দেয়। সামনে যা পড়ে সব ঝেড়েপুঁছে নিয়ে যায়। আর পাহাড়ে একবার পারমাফ্রস্ট গলা শুরু হলে ওই উচ্চতাতেই গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ শুরু হয়। পাহাড় তখন নিজেই বিষবাষ্প বা গরম বাতাস তৈরির কারখানা।

তাহলে উপায়?

বাকুতে হওয়া ওই সম্মেলনে হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলির প্রতিনিধিরা কিন্তু কোনও আশার কথা শোনাতে পারেননি। তবে আরও বিপদের সংকেত দিয়েছেন ওঁরা। বলেছেন, পাহাড়ের তাপমাত্রা আরও দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ওই ক্রায়োস্ফিয়ার অঞ্চলে তিন কোটি পাহাড়ি মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। ধস, হড়পায় বিপদে পড়বেন হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসরত আরও প্রায় দেড় কোটি মানুষ। শুধু তাই নয়, শুদ্ধ জলের বৃহত্তম ভাণ্ডারও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সেই বিপদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৪

ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমি মনে করি, আমার মধ্যে ক্রিকেট খেলার খিদে এখনও কিছুটা রয়েছে। আমি সেটা সম্ভবত ক্লাব ক্রিকেটেই দেখাতে চাইব। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আমি এনিয়ে আর কোনও প্রশ্নের উত্তর দেব না।

- রবিচন্দ্রন অশ্বীন

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের একটি স্টেশন থেকে এক নগ্ন ব্যক্তি লোকাল ট্রেনে মহিলাদের কামরায় উঠে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁকে দেখে মহিলারা চিলচিৎকার শুরু করেন। মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে নামতে বলেও লাভ হয়নি। শেষমেশ টিটিই এসে ধাক্কা দিয়ে নামান। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক মহিলা। সামনে দ্রুতগতিতে ট্রেন আসছে তাঁর দিকে। তাতে কোনও হেলদোল নেই। ট্রেনের চালক বারবার হর্ন বাজালেও নিজের ঘোরে চলতে থাকেন মহিলা। চালক ট্রেন থামাতে বাধ্য হন।

জনমন

জনমত

হেরিটেজ স্থাপত্য রক্ষায় উদাসীন সরকার

পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন গঠন হয়েছিল ২০০১ সালে। প্রথমদিকে কলকাতা শহরের হেরিটেজগুলো রক্ষণাবেক্ষণের পৃথক উদ্যোগ থাকলেও তা কিন্তু কালানুক্রমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হেরিটেজ স্থাপত্য ও মনুমেন্টগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ করে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে অসংখ্য স্থাপত্য ও মনুমেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে এই কমিশন।

২০১১ সালে নতুন আইনের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ড বিস্তারের ব্যাপক ভাবনাচিন্তা থাকলেও তা কীভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে তা অজানা। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র সমৃদ্ধশালী ও সম্ভাবনাময়। অথচ এইসব হেরিটেজের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

সরকার কী করতে চায় তা জানার বাইরে। ঐতিহাসিক স্থাপত্য, নিদর্শন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নাগরিকদের ওপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়? বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার কোনও পাঠ সামাজিকভাবে দেওয়া হয় না। প্রতি বছর ১৮ এপ্রিল বিশ্ব হেরিটেজ দিবস পালন করেই কমিশন দায় সারছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ হেরিটেজ জায়গায়গুলোতে বেদখল চলছে। চুরি হচ্ছে তার ঐতিহ্য, ক্ষয়ে যাচ্ছে ইতিহাস।

অতিসম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনেসকো থেকে হেরিটেজ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যা বাংলার গর্বের বিষয়। বিশেষত কোচবিহার ও নবদ্বীপে হেরিটেজ স্থাপত্যের সংখ্যা বেশি, পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের একটি মনুমেন্টকে তারা স্বীকৃতি দিলেও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নীরব। সঠিক পরিকল্পনা ও হেরিটেজ স্থাপত্যগুলোকে নিয়ে সরকারের সদিচ্ছা প্রয়োজন।

শুভময় দত্ত, নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

সড়ক ও রেল অবরোধের যন্ত্রণা

বেশ কিছু বছর ধরে দেশে তথা বাংলার বিভিন্ন শহরে পথ অবরোধ করে আন্দোলন করার এক অনৈতিক পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এতে শুধু ভোগান্তি হয়েছে তাঁদের যাঁরা কেউ চাকরির জন্য, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ ব্যবসার জন্য ও অত্যাবশ্যকীয় কাজে বের হয়েও রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকেছেন। একই দৃশ্য দেখা যায় রেল অবরোধের ক্ষেত্রেও।

অতীতে করা অবরোধের দাবি আজও পূরণ হয়নি। তাহলে সেই সময়ে হয়ে যাওয়ার ক্ষতিগুলোর জন্য কে দায়ী। ভারত ছাড়া আর কোনও দেশে এরূপ অভদ্র আন্দোলনের রীতি আছে কি না জানি না। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের উচিত, অবিলম্বে এই ধরনের অবরোধ-বিরোধী বিল পাশ করিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া ও অবরোধকারীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

দীপু দাস, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ওভার ট্যুরিজমের প্রভাব এখন উত্তরবঙ্গেও

পর্যটন নিয়ে বাড়তি চাপ, পরিবেশগত ক্ষতি, স্থানীয়দের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বোঝায় 'ওভার ট্যুরিজম' শব্দটি।

রুদ্র সান্যাল

হিমাচলের ঐতিহাসিক কাংড়া দুর্গ দেখতে গিয়ে মাঝে মাঝেই থমকে যাচ্ছিলাম। সেখানে খুবই দৃষ্টিকটুভাবে দুর্গের ঐতিহাসিক নিদর্শনের দেওয়ালগুলোতে বিভিন্ন লোকের নাম খোদাই করা রয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একজন স্থানীয় বয়স্ক মানুষ বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'এই সব কাজ ট্যুরিস্টরা বাইরে থেকে এসে করে যায়। আমাদের স্থানীয় ঐতিহ্য আর ভাবাবেগকে এরা একেবারেই পাত্তা দেয় না। একদম বিরক্তিকর!' বুঝতে পারলাম বেশ ক্ষুব্ধ এই বয়স্ক মানুষটি।

এই ধরনের সমস্যা শুধু কোনও একটি স্থানে আবদ্ধ নেই, ভারতের বা বিশ্বের যে কোনও জনপ্রিয় পর্যটন ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। শুধু নাম খোদাই না, একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিচ্যুতির নানা উপকরণ, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং অবকাঠামোকে আঘাত করে নানা ধরনের বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে চলেছে নিয়মিতভাবে।

এই সমস্যা আরও বেড়ে চলেছে কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময় থেকে। বিশেষজ্ঞরা একে 'ওভার ট্যুরিজম' বলছেন। এই ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম উল্লেখ হয় ২০১০-এর দশকে। তবে এই ধারণাটি বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসে ২০১৭ সালে, যখন বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। মূলত 'ওভার ট্যুরিজম'' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, পর্যটন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত চাপ, পরিবেশগত ক্ষতি এবং স্থানীয় মানুষের জীবনের নেতিবাচক প্রভাব বোঝাতে।

আমাদের উত্তরবঙ্গ এমনিতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। একইসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনও রয়েছে মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত। সমস্যা হল, গত দশক থেকে কোভিড পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই পর্যটনক্ষেত্রগুলিও এই 'ওভার ট্যুরিজম' সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে স্থানীয় স্তরে অনেক আর্থিক সমস্যার সুরাহা হয়, তা যেমন ঠিক, একই সঙ্গে এই 'ওভার ট্যুরিজম' লক্ষণ প্রকটভাবে উঠে আসে।

লাটাগুড়ি থেকে শুরু করে মথুরাপুর চা বাগান লাগোয়া মেন্দাবাড়ি, কোদাল বস্তি সহ চিলাপাতা বনাঞ্চলের আশেপাশে যেভাবে প্রাইভেট রিসর্ট তৈরি হয়েছে, তার ফলে জঙ্গল জীবনের বাস্তুচক্রে একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার, পর্যটকদের ব্যবহৃত আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি একইসঙ্গে বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণের প্রভাব মারাত্মক হয়ে গিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে নানারকম অনভিপ্রেত ব্যাঘাত যেমন বিশেষ বিশেষ মরুশুমে অতিরিক্ত ভিড় স্থানীয়দের বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উন্নয়নের নামে যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই।

পাহাড়ি নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে একশ্রেণির পর্যটকদের প্লাস্টিক আবর্জনা যেভাবে নদীতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে মদের বোতল এবং প্লাস্টিকের থালা, তাতে নদীর অভ্যন্তরের স্বাভাবিক বাস্তুচক্র সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পর্যটনের গুণগত মান প্রভূত পরিমাণে কমে গিয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত স্থান দার্জিলিং আজ এক ঘিঞ্জি এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের নামে প্রকৃতিকেই ধ্বংস করতে নেমেছি আমরা।

ওভার ট্যুরিজম স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর অনেক বেশি বিরূপ প্রভাব ফেলছে এই অঞ্চলে। পর্যটকদের চাহিদা মেটানোর জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়কে তাদের ঐতিহ্য ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করা হচ্ছে। যা কখনোই কাম্য নয়।

এই কারণেই বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক ব্রডকাস্টার ডেভিড এটেনবরো বলেছেন, 'ভ্রমণের জন্য আমাদের অবিরাম চাহিদা পৃথিবীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। পর্যটন আমাদের গন্তব্যগুলোর উন্নয়ন করবে, ধ্বংস করবে না।'

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৭

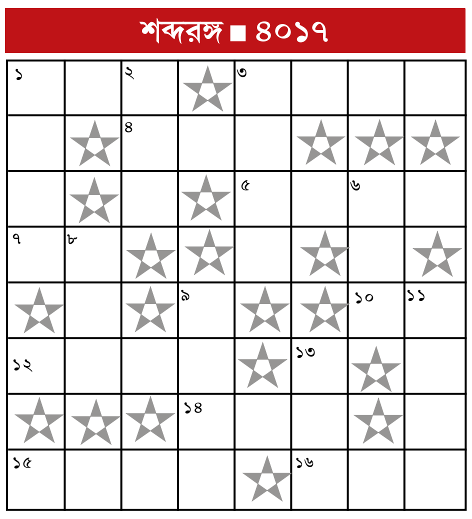

পাশাপাশি : ১। যা এখনও বিকশিত হয়নি ৩। নষ্টনীড় গল্প নিয়ে সিনেমা ৪। তীব্র বিষ বা কালকূট ৫। বিয়ের পরদিনের অনুষ্ঠান ৭। কিস্তি বা খেপ ১০। ইসলাম শাস্ত্র অনুমোদিত বিয়ে ১২। ফুলকাটা জরিদার রেশমি কাপড় ১৪। মুসলিমদের বিয়ে ভেঙে যাওয়া ১৫। নরম প্রকৃতির ভালো মানুষ ১৬। দূতের কাজ করেন যে দেবতা।

উপর-নীচ : ১। বদনাম বা দোষারোপ করা ২। সাদা রংঙের একটি ফুল ৩। যে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় ৬। মহিলাদের চুল বাঁধার ধরন ৮। এক মাইলের আট ভাগের একভাগ ৯। উত্তর দিক চিনিয়ে দেয় যে তারা ১১। লাইনে ছাড় হরফ লেখার চিহ্ন ১৩। পাত্রের খোলা মুখ ঢাকতে লাগে।

সমাধান ■ ৪০১৬

পাশাপাশি : ২। ভাগ্যবতী ৫। নহর ৬। ন্যায়বিচার ৮। পাটা ৯। মার ১১। মানিকজোড় ১৩। সলতে ১৪। অকিঞ্চন।

উপর-নীচ : ১। মানকলি ২। ভার ৩। বলয় ৪। সমর ৬। ন্যাটা ৭। বিবর ৮। পালক ৯। মাড় ১০। তেলতেলে ১১। মাতঙ্গ ১২। জোনাকি ১৩। সন।

বিন্দুবিসর্গ

পদত্যাগ দাবি কংগ্রেসের • সরব মমতাও • পালটা তোপ নমোর

আম্বেদকর নিয়ে শাহি বিতর্ক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র একটি মন্তব্যের জেরে জলঘোলা হল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। বিতর্কের সূত্রপাত মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি মন্তব্যে। কংগ্রেস আমলে কীভাবে সংবিধানকে বারবার বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে তা বলতে গিয়ে হঠাৎ মোদির বিশ্বস্ত সেনাপতি বলে বসেন, 'এখন একটি ফ্যাশান হয়ে গিয়েছে। আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর....এতবার যদি ভগবানের নাম নিতেন তাহলে সাতজন্ম পর্যন্ত স্বর্গলাভ হয়ে যেত।' তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতায় বুধবার সকাল থেকে সংসদের উভয়কক্ষে সরব হন কংগ্রেস, তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা। দুই কক্ষ থেকেই বিরোধী সাংসদরা ওয়াকআউট করেন। পরে সংসদের বাইরে আম্বেদকরের ছবি হাতে বিক্ষোভও দেখান কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের কিছু শরিক দল। আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ আনেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

বিরোধী বিক্ষোভের মুখে শা-কে সতর্ক করা তো দূরস্থ, উলটে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কংগ্রেস এবং তার পচে যাওয়া ব্যবস্থা যদি মনে করে তাদের মিথ্যাচারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অপকর্মগুলি বিশেষ করে ড. আম্বেদকরের প্রতি অপমানগুলি লুকিয়ে ফেলা যাবে, তাহলে তারা ভীষণ ভুল করছে। ভারতের মানুষ বারবার দেখেছে কীভাবে একটি দল এবং তার নেতৃত্বে থাকা একটি পরিবার ড. আম্বেদকরের উত্তরাধিকার মুছে ফেলতে নোংরা ছলাকলা করেছে ও এসসি, এসটিদের অসম্মান করেছে।' আম্বেদকরকে কীভাবে কংগ্রেস জমানায় লাগাতার অপমান করা হয়েছে, ভারতরত্ন দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল, নির্বাচনে দু-বার হারানো হয়েছিল সেই ইতিহাসও এদিন তুলে ধরেছেন মোদি। একইসঙ্গে তিনি জানান, 'বিজেপি জমানায় আম্বেদকরের স্বপ্নগুলির বাস্তবায়নে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, আম্বেদকরকে অপমান করা কংগ্রেসের অন্ধকার ইতিহাসের মুখোশ খুলে দিয়েছেন অমিত শা। উনি যা তথ্য তুলে ধরেছেন তাতে কংগ্রেস হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই এখন নাটক করছে তারা।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর এমন দরাজ সার্টিফিকেটে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়েছে বিরোধী শিবিরের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মুখোশ খুলে গিয়েছে। সংসদে যখন সংবিধানের গৌরবময় ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বাবাসাহেব আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে এই অনুষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করেছেন। সেটাও আবার গণতন্ত্রের মন্দিরে। এর থেকে বিজেপির জাতবিদ্বেষী এবং দলিতবিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ২৪০ আসনে নেমে আসার পরও এই যদি তাদের এমন আচরণ হয় তাহলে কল্পনা করুন ৪০০ আসনের স্বপ্নপূরণ করলে কত বড় ক্ষতিই না হত। ড. আম্বেদকরের অবদান মুছে দিয়ে ইতিহাসকে নতুন করে লিখে ফেলত ওরা।' শা-কে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'যদি নরেন্দ্র মোদি মন থেকে বাবাসাহেবকে সামান্যতমও শ্রদ্ধা করে থাকেন তাহলে আজ রাত ১২টা বাজার আগেই অমিত শা-কে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক।' রাহুল গান্ধি বলেন, 'বিজেপি এবং তাদের নেতারা গোড়াতেই বলেছিলেন সংবিধান বদলাবেন। এঁরা আম্বেদকর এবং তাঁর মতাদর্শের বিরোধী। এঁদের কাজ হল সংবিধান এবং আম্বেদকরের কাজগুলি শেষ করা।' আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস আম্বেদকরের সঙ্গে ভালো আচরণ করেনি। তাহলে কি আপনি, আপনার দল এবং আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবাসাহেবের অপমানের অধিকার পেয়ে গিয়েছেন? কংগ্রেস খারাপ আচরণ করেছে বলে আপনারাও তাই করবেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী কী ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন?' সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করেন। বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে সন্ধ্যায় বিজেপি দপ্তরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শা। সেখানে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আম্বেদকর, সংরক্ষণ, সংবিধান, সাভারকার বিরোধী। জরুরি অবস্থা জারি করেছে। সেনা শহিদদের অপমান করেছে। বিদেশি দেশের হাতে ভারতের ভূখণ্ড তুলে দিয়েছে। আমার কথাকে বিকৃত করে সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি ইস্তফা দিতে পারলে তো খুশিই হতাম। খাড়গেজিকে ১৫ বছর বিরোধী আসনেই থাকতে হবে। ওঁদের সংবিধান প্রেম কতটা ফাঁপা সেটা মানুষ জেনে গিয়েছে। এক মিথ্যা বারবার চলতে পারে না। তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করুন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক

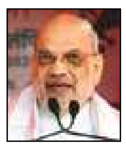

এখন একটি ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর... এতবার যদি ভগবানের নাম নিতেন তাহলে সাতজন্ম পর্যন্ত স্বর্গলাভ হয়ে যেত।
অমিত শা

"কংগ্রেস এবং তার পচে যাওয়া ব্যবস্থা যদি মনে করে তাদের মিথ্যাচারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অপকর্মগুলি বিশেষ করে ডঃ আম্বেদকরের প্রতি অপমানগুলি লুকিয়ে ফেলা যাবে, তাহলে তারা ভীষণ ভুল করছে।
নরেন্দ্র মোদি

"যদি নরেন্দ্র মোদি মন থেকে বাবাসাহেবকে সামান্যতমও শ্রদ্ধা করে থাকেন তাহলে আজ রাত ১২টা বাজার আগেই অমিত শা-কে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

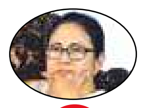

"সংসদে সংবিধানের গৌরবময় ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য অনুষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করেছেন। বিজেপির দলিতবিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো চলছেই। তার সঙ্গে ভারতবিদ্বেষেও ক্রমাগত শান দেওয়া হচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশে। তাতে একধাপ এগিয়ে এবার ভারতের নিষিদ্ধ সংগঠন আলফার প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিল বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। তার বদলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইউনূসের দেশে এমন ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিকভাবেই অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে ফের নাশকতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বড়ুয়া বর্তমানে আলফা (আই) নামে একটি গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আলফা চিফ বর্তমানে চিনে রয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্র পাচার মামলায় পরেশ বড়ুয়ার পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়া আমলের এক প্রাক্তন মন্ত্রী সহ ৬ জনকে বেকসুর খালাসও দিয়েছে হাইকোর্ট। ২০০৪ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে মাঝরাতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর ধারে জেটিঘাট থেকে অস্ত্রবোঝাই ১০টি ট্রাক উদ্ধার করেছিল বাংলাদেশ পুলিশ। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিল, চিনে তৈরি ওই অস্ত্রগুলি মূলত ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জন্যই পাচার করা হচ্ছিল। ওই ঘটনায় পরেশ বড়ুয়া, বিএনপি নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর সহ মোট ৫০ জনের নাম জড়িয়েছিল। ইউনূস আমলে পরেশ বড়ুয়ার সাজা মকুবের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, যারা ভারতবিরোধী, নতুন বাংলাদেশে তারাই এখন শ্রদ্ধার পাত্র।

চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক দোভালের

বেজিং, ১৮ ডিসেম্বর : ভারত-চিন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) শান্তি বজায় রাখতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বুধবার সকালে বৈঠক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে মানস সরোবর যাত্রা ফের শুরু করা, সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা, সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং নাথুলা দিয়ে বাণিজ্যিক কাজকর্ম ফের চালু করা নিয়ে।

ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের তিব্বতে মানস সরোবর যাত্রা পুনরায় চালু করার বিষয়ে দুই দেশ সম্মতি জানিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে ধারাবাহিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে দুই নেতার। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে জোর দেওয়া হয়েছে যৌথ উদ্যোগে। এছাড়া নাথুলা সীমান্তে বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক বিশেষ প্রতিনিধিদের বৈঠক আগামী বছরেই করা হবে। চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, 'ভারতের সঙ্গে মতপার্থক্য মিটিয়ে একসঙ্গে চলার ব্যাপারে আন্তরিক আমরা।'

বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বৈঠকে বসেন তাঁরা। দীর্ঘ চার বছর ধরে পূর্ব লাদাখে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এর জেরে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের। সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতেই এদিন নাতিদীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে বলে খবর। পাঁচ বছর পর দু-দেশের ২৩ তম বিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক বৈঠকে যোগ দিতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে মঙ্গলবার চিনে পৌঁছোন দোভাল।

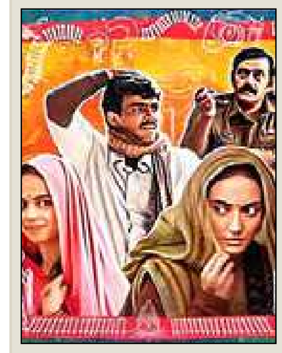

দৌড় শেষ 'লাপাতা লেডিজ' আর ইমনের গানের

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর : হল না। অধরা থাকল। অস্কার পুরস্কারের দৌড়ে শেষমেশ জায়গা করে নিতে পারল না ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের 'পুতুল' ছবির গান 'ইতি মা'। অস্কারের সেরা ৮৯টি গানের তালিকায় জায়গা করে নিলেও চূড়ান্ত দৌড়ে জিততে পারল না ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া 'ইতি মা'। একইভাবে আমির-কিরণের 'লাপাতা লেডিজ' ছবিও অস্কার দৌড় থেকে ছিটকে গেল।

'লাপাতা লেডিজ'-এর পরিচালক কিরণ রাও। প্রযোজক আমির খান ও জ্যোতি দেশপান্ডে। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির পোস্টার দিয়ে তাঁরা লিখেছেন, 'অস্কারই শেষকথা নয়। এ হল এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। আমরা আরও বলিষ্ঠ গল্প নিয়ে আসব।' তাঁরা অ্যাকাডেমির অস্কার কমিটির সদস্য ও ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জুরিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনির্বাণ ভট্টাচার্যের লেখা ও সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া 'পুতুল' ছবির 'ইতি মা' গানটি অস্কারে মনোনীত হওয়া প্রথম কোনও বাংলা গান। ছবির পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোনও বড় মাপের প্রচার ছাড়াই অস্কারের তালিকায় মনোনীত হওয়াটা তাঁদের কাছে বিরাট পাওনা। কান চলচ্চিত্রে প্রশংসা পেয়েছে এই ছবি।

৭ দিনের জামিন উমর খালিদের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : ৪ বছর পর অবশেষে জামিন পেলেন জেএনইউ ছাত্রনেতা উমর খালিদ। মাত্র সাতদিনের জন্য কারাবাস থেকে রেহাই পেলেন দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির দিল্লিতে দাঙ্গার ঘটনায় অভিযুক্ত উমরকে বুধবার অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। পারিবারিক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য জামিন পেয়েছেন উমর। ১০ দিনের জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দিল্লির আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁকে সাতদিনের জন্য জেলের বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে। উমরের বান্ধবী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়েছেন, 'এটা তো অন্তর্বর্তী জামিন। মাসতুতো বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে। তবে মন্দের ভালো। সাতদিনের জন্য দেখা হবে। মামলায় অভিযুক্তদের কারাবাস চার পেরিয়ে প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। মূল মামলার শুনানিই তো এখনও শুরু হয়নি। কেন যে সাধারণ জামিন দেওয়া হচ্ছে না, সেটাই প্রশ্ন। ভিত্তিহীন অভিযোগ, সবাই জানি। সাধারণ জামিনই সকলকে দেওয়া উচিত। দেখা যাক। সেটা কবে হয়!'

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবিতে মৃত ১৩

এলিফ্যান্টা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা কেভগামী একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ আরব সাগরে ডুবে যাওয়ায় ১৩ ব্যক্তির মৃত্যু হল। লঞ্চে ছিলেন ১০০-র বেশি লোক। অনেককে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নীলকমল নামের লঞ্চটি আকারে ছোট। ঠিক কতজন তাতে ছিলেন তা জানা যায়নি। যাত্রীদের উদ্ধারে নৌবাহিনীর ১১টি, মেরিন পুলিশের তিনটি নৌকো ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি নৌকোকে কাজে লাগানো হয়। যাত্রীদের অনুসন্ধানে হেলিকপ্টারকে আকাশে চক্কর মারতে দেখা গিয়েছে। জওহরলাল পোর্ট অথরিটির পুলিশ ও স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও উদ্ধারে সাহায্য করেছেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, একটি দ্রুতগামী নৌকো লঞ্চটিকে ধাক্কা মেরেছে। ধাক্কা মারার আগে নৌকোটি লঞ্চের চারপাশে ঘুরছিল। লঞ্চটি ছেড়েছিল বিকেল ৩টে ৩০মিনিট নাগাদ। দুর্ঘটনার সময় গন্তব্যে পৌঁছোতে ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার যাওয়া বাকি ছিল লঞ্চটির। মুম্বই থেকে এলিফ্যান্টা কেভের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। লঞ্চে সময় লাগে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট।

লঞ্চটির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় দেখা গিয়েছে, ডুবন্ত লঞ্চে অনেকেই লাইফ জ্যাকেট পরে ছিলেন। কিছু মানুষ আতঙ্কিত। পাশে একটি স্পিড বোট ও দুটি নৌকোয় যাত্রীদের উদ্ধার করা হচ্ছে। উদ্ধারে সাহায্য করেছে নৌসেনা ও উপকূলরক্ষী বাহিনী।

'এক দেশ এক ভোট'

কমিটিতে ঢুকছেন প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : সংসদে ক্রমশ গুরুত্ব বাড়ছে ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বিরোধী শিবিরের তরফে সর্বপ্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। লোকসভার সাংসদ হিসেবে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। সোমবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় কেন্দ্রের অবস্থান নিয়েও লোকসভায় সরব হয়েছিলেন প্রিয়াংকা। আর এবার 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বিল দুটি যে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে, তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

জেপিসি ওই দুটি বিল খতিয়ে দেখবে। জেপিসিতে প্রিয়াংকার পাশাপাশি হাত শিবিরের তরফে লোকসভার আরও এক সাংসদ মণীশ তিওয়ারি, রাজ্যসভায় দলের দুই সাংসদ রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা এবং সুখদেও ভগৎ সিংকেও রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ করা হয় একসঙ্গে ভোট সংক্রান্ত সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিলগুলি পেশ করলেও বিরোধীরা সেগুলির বিরুদ্ধে একসুরে সরব হন। বিল দুটি অগণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে তাঁরা জানিয়ে দেন।

কংগ্রেসের পাশাপাশি একসঙ্গে ভোট সংক্রান্ত জেপিসিতে তৃণমূলের তরফে লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলেকে রাখা হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র অনিল দেশাই, শিন্ডে সেনার সাংসদ তথা একনাথ-পুত্র শ্রীকান্ত শিন্ডেও ওই কমিটির সদস্য হয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে। 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত জেপিসির নেতৃত্ব দেবে বিজেপি। দেশে একসঙ্গে ভোট' করানোর ব্যাপারে জেপিসি সমস্ত পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি চাইছে, একসঙ্গে ভোট করানোর ব্যাপারে সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা স্পিকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও মতামত নেওয়া হোক। ৯০ দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট দেবে।

প্রবীণদের ফ্রিতে চিকিৎসা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : আগামী বছর শুরুতে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তা মাথায় রেখেই দিল্লিতে প্রবীণ নাগরিক (ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি)-দের জন্য নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্প ঘোষণা করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নতুন প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'সঞ্জীবনী

সঞ্জীবনী যোজনা কেজরির

যোজনা'। এতে বলা হয়েছে, দিল্লির যে সমস্ত নাগরিকের বয়স ৬০ কিংবা তার বেশি, হাসপাতালে তাঁরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। আপ নেতা এবং কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করাবেন। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আপ ক্ষমতায় ফিরলেই এই প্রকল্প চালু হবে।

১০০ কোটির মানহানি মামলা

পানাজি, ১৮ ডিসেম্বর : আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা করলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্তের স্ত্রী সুলক্ষণা সাওয়ান্ত। আদালত আপ নেতাকে ১০ জানুয়ারির মধ্যে জবাব দিতে বলেছে। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে উত্তর গোয়ার বিচোলিমের দেওয়ানি আদালত। সঞ্জয় যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে সর্বসমক্ষে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনারও দাবি করেছেন সুলক্ষণা।

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড ৭ টুকরো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড ভেঙে সাতটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও এই সাতটি সংস্থার মধ্যে কোনওটিরও সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব ভারত পায়নি। ২০২১ সালের অক্টোবরে এই পদক্ষেপ করার পর সাতটি নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে ৬টির সদর দপ্তর বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ৩টি, উত্তরাখণ্ডে ১টি, ও মহারাষ্ট্রে ২টি। একটি তামিলনাড়ুতে। এর ফলে বাংলা বা পূর্ব ভারতের কোনও রাজ্য সদর দপ্তর পায়নি। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সরব হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন, বাংলায় কাশীপুর গান ফ্যাক্টরি এবং ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের উজ্জ্বলতম দুই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

কেন্দ্র মুখে উত্তর-পূর্বের উন্নতির কথা বললেও তা যে আদতে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়, বৈঠকে তা নিয়ে সরব হয়েছেন সুখেন্দুশেখর। বাস্তবে বাংলা এবং পূর্ব ভারতকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্র বলেই বৈঠকে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ। কেন পূর্ব ভারতে কোনও সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বৈঠকে জানতে চান তিনি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর কোনও সঠিক জবাব মেলেনি বলে জানা যায়।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয়। সূত্রের খবর,সেই বৈঠকে সুখেন্দুশেখর রায় ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার একটিরও সদর দপ্তর বাংলা কেনও পেল না, সেই প্রশ্নের রাজনাথের থেকে জবাব চান। বিষয়টি নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর থেকে কোনও জবাব না পাওয়ায় তৃণমূল সাংসদরা ক্ষুব্ধ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আরেক প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়।

বাংলা পেল না কিছুই

ORDNANCE FACTORY BOARD

মালিয়াদের ২২ হাজার কোটির সম্পত্তি উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। লোকসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসিরা বিদেশে পালিয়েছেন। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাংকে ফেরানোর কাজ চলছে বলেও জানিয়েছেন নির্মলা। যাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন বিজয় মালিয়া। তাঁর ১৪১৩১.৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ফেরানো হয়েছে। হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির ১০৫২. ৫৮

সংসদে দাবি নির্মলার

কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই টাকা ভুক্তভোগী এবং বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকে ফেরানো হয়েছে। এরপর রয়েছেন মেহুল চোকসি। তাঁর বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির পরিমাণ ২৫৬৫.৯০ কোটি টাকা। তালিকায় থাকা ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিলের ৪০২৫ কোটি, রোজভ্যালির ১৯.৪ কোটি এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ১৭.৪৭ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করে ব্যাংকে ফিরিয়েছে ইডি।

আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার নিশানা করেছে কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবির। সংসদে এই টাকার হিসেব দিয়ে নির্মলার দাবি, সরকার কোনও ছাড় দেয়নি। অভিযুক্তদের ধাওয়া করা হচ্ছে। ফেরানো হচ্ছে ব্যাংকের টাকা।

নমো সাক্ষাতে রাহুল-খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে সরকার-বিরোধী তর্জার মধ্যেই বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী চেয়ারপার্সন হিসেবে কাকে নিয়োগ করা হবে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে এদিন আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও ছিলেন। যে নিয়োগ কমিটি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগ করবে তাতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা প্রমুখ রয়েছেন। ১ জুন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অরুণকুমার মিশ্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন চেয়ারপার্সনের পাশাপাশি কমিশনের অন্য সদস্যদেরও বেছে নেবে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি।

মেয়ে হলেই ১১১টি চারা পিপলান্ত্রী মডেলের সুপ্রিম প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবেই না বলেছিলেন, 'কন্যা ঘরের আবর্জনা পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়'। এখনও এ দেশে কন্যাসন্তানকে একরকম আপদ বলেই মনে করা হয়। মানেমানে তাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে স্বস্তির শ্বাস ফেলেন বাবা-মায়েরা। একুশ শতকের ভারতে বিরল নয় কন্যাভ্রূণ হত্যাও। শুধুমাত্র কন্যা হওয়ার 'অপরাধে' সদ্যোজাত শিশুকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার খবর আকছার শিরোনাম হয়। তবে এই ঘন তিমির আঁধারের গভীরে আছে আরও এক ভারত। যেখানে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয় সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে।

রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলার সেই গ্রামের নাম পিপলান্ত্রী। সেখানে কন্যাসন্তান জন্মালেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। ১১১টি চারাগাছ পুঁতে নতুন অতিথির আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে রাখেন গ্রামবাসীরা। গত দেড় দশক ধরে এই রেওয়াজই চলে আসছে পিপলান্ত্রীতে। কেন এই রেওয়াজ? তা জানতে ফিরে যেতে হবে ১৫ বছর আগে। এই রেওয়াজ চালু করেন গ্রামের তৎকালীন প্রধান শ্যামসুন্দর পালিওয়াল।

নিজের মেয়ে কিরণকে অকালে হারিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর। জলশূন্যতার কারণে মৃত্যু হয় বছর আঠারোর মেয়েটির। তারপর থেকেই কন্যাহারা পিতা গ্রামের সর্বত্র বৃক্ষরোপণে ব্রতী হন। উদ্দেশ্য একটিই, গ্রামের কোথাও যাতে জলের অভাব না হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যে কেবল পরিবেশ বদলে গিয়েছে তা নয়, ভোল বদলেছে এলাকার অর্থনীতিরও। নিম, জাম, কাঁঠাল, গোলাপ, অ্যালোভেরা সহ নানা ধরনের গাছে ভরে উঠেছে গোটা গ্রাম, যা থেকে সারা বছর আয় করতে পারছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামোন্নয়নের কৃতিত্ব তাঁরা দিচ্ছেন শ্যামসুন্দরকেই।

সম্প্রতি রাজস্থানের পিপলান্ত্রী গ্রামের উদ্যোগের প্রশংসা করেছে সুপ্রিম কোর্টও। সোমবার টিএন গোদাবরমন মামলায় রায় ঘোষণা করতে গিয়ে আদালত শ্যামসুন্দরের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেই থামেনি, পাশাপাশি দৃষ্টান্ত হিসাবেও তুলে ধরেছে 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে' এই মডেল'কে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি এসভিএন ভাট্টি এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ বলেছে, পিপলান্ত্রী গ্রামের 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' সরপঞ্চ শ্যামসুন্দর পালিওয়ালের নেতৃত্বে গৃহীত বনসৃজনের উদ্যোগ শুধুমাত্র পরিবেশগত ক্ষতি রোধ করেনি, বরং মহিলাদের সম্পর্কে সামাজিক কুসংস্কার দূর করতেও সহায়ক হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে 'বর্তমানে গ্রামের নারী-পুরুষ অনুপাত ৫২ শতাংশে পৌঁছোনো'র বিষয়টি উল্লেখ করতেও ভোলেনি শীর্ষ আদালত।

বুধবার একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, রাজস্থানের সমস্ত বনাঞ্চল (স্যাকরেড গ্রোভ)-কে ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইন মোতাবেক রক্ষা করতে হবে। রাজ্যের বন দপ্তরকে প্রতিটি বনাঞ্চলের বিস্তারিত মাঠপর্যায়ের এবং উপগ্রহ মানচিত্র তৈরি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেছে, পিপলান্ত্রী মডেল যাতে সর্বত্র অনুসরণ করা হয়, তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে যৌথভাবে পদক্ষেপ করতে হবে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের নিয়ে।

মাধ্যমিক ইতিহাস ২০২৫

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

২০২৫-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পুরোদস্তুর পরীক্ষা প্রস্তুতি চলছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ‘ইতিহাস’ বিষয়ে সম্ভাব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বড় প্রশ্ন দেওয়া হল। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ৮ থাকে। প্রশ্নপত্রে তিনটি বড় প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীদের যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বড় প্রশ্নাবলি নীচে দেওয়া হল।

❑ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সমাজ ও ধর্মসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

❑ উনিশ শতকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান কী ছিল ? উচ্চশিক্ষা প্রসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান উল্লেখ করো।

❑ উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

❑ উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কী ছিল আলোচনা করো।

❑ ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কীভাবে জাতীয়তাবাদের রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল? জাতীয়তাবাদ উন্মেষে ভারতসভার অবদান কী ছিল?

❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করো?

❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলা যায় কি? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

❑ বাংলা ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

❑ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বিকাশে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান কীরূপ ছিল? বাংলায় কারিগরি শিক্ষা বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

❑ বাংলার কারিগরি শিক্ষা বিকাশে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন এবং শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

❑ মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

❑ সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহের ফলাফল কী হয়েছিল?

❑ বারদৌলি আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই আন্দোলন ভূমিহীন কৃষকদের এবং কৃষিশ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সফল হয়েছিল কি?

❑ বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা কী ছিল ?

❑ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল? তাদের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কী ছিল ?

❑ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

❑ ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় সংঘটিত বিপ্লবী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

❑ ‘দলিত’ শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ভারতে দলিত আন্দোলনের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল?

প্রযুক্তির ব্যবহারে শিখনে পরামর্শ

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

শিক্ষার উন্নতিতে বর্তমানে বিশেষ হাতিয়ার হল স্মার্ট শিক্ষণ, স্মার্ট শিখন, স্মার্ট স্কুল ও স্মার্ট কৌশলকে নিশ্চিত করা এবং একে প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার সঠিকভাবে প্রতিফলন ঘটানো। স্মার্ট এডুকেশন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার যে যোগ্যতা আছে তার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক কার্যকর শিক্ষালাভ করতে তৈরি করে এবং চিরাচরিত যে শিক্ষা, তার বাইরে গ্লোবাল শিক্ষার হাত ধরে তাদের উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাকে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল শিক্ষা বর্তমানে সবদিক থেকে বিকাশের একটি বিরাট চালিকাশক্তি। প্রযুক্তিকে শিক্ষায় ব্যবহার করার কিছু আকর্ষণীয় উপায় আছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেই ঐতিহ্যগত শিক্ষাতে যে তথ্যগুলো সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে বুঝে উঠতে পারে এবং শিক্ষার প্রক্রিয়াকে আকর্ষক করে তুলে নতুন জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে- কীভাবে প্রযুক্তিকে তোমরা ব্যবহার করবে তার জন্য রইল কিছু টিপস।

- ওয়েবসাইট ব্যবহারের অনুমতি:-

ওয়েবসাইটের প্রতি কৌতূহল থাকলে তোমরা নিজে অনলাইনে ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে উত্তর দেবে। এতে তোমাদের উৎসাহ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়বে। সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, ওয়েবসাইট বিষয়ে দক্ষ এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করছ কি না।

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম:-

যেসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা অর্থাৎ যেগুলো ব্যবহারের অনুমতি আছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানতে

হবে। কোন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করলে তোমরা সঠিক তথ্য পাবে, তার পাশাপাশি তোমাদের জন্য কোনগুলো সুরক্ষিত সে সম্পর্কে সজাগ থাকবে।

- বিপজ্জনক অনুসন্ধানে সতর্কতা:-

অনলাইনে তথ্য খোঁজা বা যাচাই করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে যে বিপদগুলো ঘটতে পারে যেমন- বিপজ্জনক বা অস্বাস্থ্যকর বিষয়গুলো খোঁজার চেষ্টা করা, অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বা অনির্ভরযোগ্য ওয়েবপৃষ্ঠায় ক্লিক করা সেসব থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

- ফ্লিপ পদ্ধতি :-

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে জায়গা বদল করবে, অর্থাৎ তোমরা কিছু সময়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার মতো আচরণ করবে। এর ফলে অনলাইনের উৎসগুলোকে পরীক্ষা করতে, তথ্য খুঁজে তা যাচাই করতে, তার ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তা ব্যাখ্যা করতে, এমনকি ক্লাসরুমে নেতৃত্ব দিতেও পারবে।

- গেমভিত্তিক উপাদান ব্যবহার :-

ইন্টারনেটে গেম-এর ব্যবহার করলে তোমরা অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করো। এর ফলে নতুন ও জটিল তথ্য সহজেই বুঝতে ও মনে রাখতে পারবে; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেবে এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সে শিক্ষা যুক্ত করে শিক্ষার কাজে নিজেদের ব্যস্ত করে তুলবে। শেখার সময় অবিশ্বাস্যভাবে তোমরা আকর্ষণ ও উত্তেজনা অনুভব করবে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, প্রতিটি বয়সের জন্য উপযুক্ত স্তর বেছে নিতে হবে ও সেই বয়সে কার কতটা গ্রহণ করা প্রয়োজন বা গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়াও পাঠক্রমের মধ্যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : কুসংস্কার দূরীকরণ ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সচেতনতা ও শিক্ষা।

মৌবনী মহন্ত
প্রথম বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

কুসংস্কার হল সংস্কারের বিকৃত রূপ। এটি অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রকাশ যা আধুনিক প্রগতিশীল মনন ও জীবনের প্রতিকূল। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছাদিত রয়েছি। এই কারণে আজও সর্পাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয় ওঝার ঝাড়ফুঁক দিয়ে, যা রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। হাসপাতালগামী অ্যাম্বুল্যান্স বিড়াল পারাপার করতে দেখলে ব্রেক কষে। দেবদেবীকে তুষ্ট করতে নির্বিচারে পশুবলি দেওয়া হয়। ডাইনি সন্দেহে আদিবাসী মহিলাদের চলে পিটিয়ে হত্যা। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিশ্বাস রাখেন গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবচে।

কুসংস্কারের মোক্ষম ওষুধ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান, যা কার্যকারণ পরম্পরায় যুক্তির মাধ্যমে গৃহীত সত্য। এই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে আমরা নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করতে পারি :

- **যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিস্তার** : কুসংস্কার দূরীকরণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিস্তার। তথাকথিত শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অতি পুরোনো ধ্যানধারণা, অন্ধবিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষক। তাই আগামী প্রজন্মকে কুসংস্কার মুক্ত করতে শিক্ষার্থীদের ছোট থেকেই প্রচলিত শিক্ষার বাইরে গিয়ে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞানচেতনামূলক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার** : সংবাদপত্র, দূরদর্শন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুসংস্কার বিরোধী প্রচার চালাতে হবে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো যেহেতু এখন গ্রামে-গঞ্জে অনেকাংশ সহজলভ্য, তাই এগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবে।
- **বিজ্ঞানমেলার আয়োজন ও ক্লাব গঠন** : স্কুল-কলেজের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানমেলার আয়োজন ও বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা যেতে পারে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। এ ধরনের ক্লাব ও মেলায় তর্কবিতর্ক, পোস্টার প্রদর্শনী, নাটক, কুইজ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয়ভাবে জনমানসে তুলে ধরা এবং কুসংস্কার দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাবে।
- **পরিবার ও সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি** : পরিবার থেকে বন্ধু মহল ও সমাজে আমরা কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্লগ পোস্ট, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে লেখালেখির মাধ্যমেও আমরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরতে পারি।
- **গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ** : যেহেতু গ্রামাঞ্চলে অন্ধবিশ্বাসের প্রকোপ বেশি তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিচালিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে বা এনজিওগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে কাজ করা যেতে পারে।
- **ভুয়ো তথ্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ** : ইন্টারনেটে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়া আটকাতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলিকে রিপোর্ট করতে হবে। আশপাশে কাউকে কুসংস্কারের বলি হতে দেখলে আইনের দ্বারস্থ হতে হবে।
- **কঠোর শাস্তি** : অন্যায়কারীদের জন্য সরকারি আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিবিধান করা উচিত, যা অন্যদের একই কাজ করতে বিরত করবে।

নতুন সিলেবাসে বাংলায় প্রস্তুতির পরামর্শ

শিখিল বিশ্বাস, *শিক্ষক*
তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির নতুন পাঠক্রমে বাংলা বিষয়ে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। একাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচি প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে প্রথম সিমেস্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এবার তাদের দ্বিতীয় সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুতির পালা।

একাদশ শ্রেণি

দ্বিতীয় সিমেস্টারের লিখিত পরীক্ষাও পূর্বের ন্যায় ৪০ নম্বর ধার্য করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্দেশিত পাঠক্রমের মধ্যে তিনটি পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে সাহিত্য সম্পর্কিত গল্প, কবিতা, নাটক এবং পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্বে রাখা হয়েছে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে দুটি বিষয় ১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা (উনিশ ও বিশ শতকের কাব্য-কবিতা, গদ্য-প্রবন্ধ, উপন্যাস-ছোটগল্প, নাটক, যাত্রা ও নাট্যমঞ্চ, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি) এবং ২. লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক (ছড়া, ধাঁধা, লৌকিক প্রবাদ ও প্রবচন, লোককথা)। আর তৃতীয় পর্বে রয়েছে প্রবন্ধ রচনা- মানস মানচিত্র এবং বিতর্কমূলক বিষয়। যে কোনও একটি বিষয় নির্বাচন করে অনধিক ৪০০ শব্দে ছাত্রছাত্রীদের ১০ মানের একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ এবং প্রশ্নের মডেল অনুযায়ী প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কেবলমাত্র পাঁচ মানের প্রশ্নই হবে। সেক্ষেত্রে ২+৩= ৫ অথবা কোনওরকম বিভাজন ছাড়া ৫।

সকল প্রশ্নই যেহেতু বড় হবে এক্ষেত্রে পাঠ্য বইটিকে খুঁটিয়ে পড়ে সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করতে হবে। পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি বিষয়ের বিশেষ লাইনগুলিকে চিহ্নিত করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করা। উত্তরে তোমাদের নিজের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন যেন থাকে সেই দিকটির প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে। আর অবশ্যই প্রশ্নানুযায়ী যেন উত্তরটি হয় সে বিষয়টিকে মনে রাখা।

আজকে কবিতা থেকে কিছু নমুনা প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া হল তোমাদের অভ্যাস করার জন্য।

কবিতাঃ ভাব সম্মিলন কবি / পদকারঃ বিদ্যাপতি

রচনা উৎসঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ (চয়ন) গ্রন্থ থেকে পাঠ্য পদটি গৃহীত হয়েছে।

ভাব সম্মিলন ও বৈষ্ণব পদাবলীঃ বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বিভিন্ন পর্যায়ে কল্পনা করেছেন। পূর্বরাগ,অনুরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর এবং ভাব সম্মিলন।

ভাব সম্মিলনঃ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবের উল্লাস বা আনন্দানুভূতি হল ভাব সম্মিলন। আলোচ্য পদে দেখা যায় কল্পনার জগতে বা ভাবলোকে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন। বৈষ্ণব দর্শনের দিক থেকে দেখলে মধুর বা বিরহে কখনও পদাবলীর শেষ হতে পারে না। কেন-না -- ‘রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। / দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।’

প্রকৃতপক্ষে এটি বিরহ অবস্থারই একটি বিশিষ্ট পর্যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় নিশ্চিত বিরহের মধ্যেও রাধিকার মধ্যে ক্ষীণ মিলনের বাসনা রয়ে যায়। এই মিলনের বাসনা অকস্মাৎ এমনভাবে বিস্ফারিত হয়, যেখানে বাস্তব মিলন নয় বরং কল্পনার মিলনই ভাবসৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা পায়। বিরহিণী রাধিকার প্রেমতন্ময় অবস্থার এটি এক অপূর্ব মানস-বিকাশ।

প্রশ্ন-উত্তর অনুশীলনঃ

প্রশ্ন ১) ভাব সম্মিলন আসলে কী?/ ভাব সম্মিলন বলতে কী বোঝো? পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদটিতে রাধার আনন্দের যে চিত্র বা স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। ২+৩=৫

উত্তরঃ ‘ভাব সম্মিলন’-এর অর্থ কল্পনায় বা দিবাস্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে শ্রীমতী রাধার নিভৃত মনের আনন্দ উল্লাস।

কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারগণ রাধার বিরহ কাতরতা দেখতে পারছিলেন না। তাই বাস্তবে না-হলেও তাঁরা রাধাকৃষ্ণের মানসিক মিলনের ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের পদাবলীতে, এই মিলনই হল ভাব সম্মিলন। আর এই জাতীয় পদাবলী ভাব সম্মিলনের পদ।

আমাদের পাঠ্য ‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর’ পদটি ‘ভাবোল্লাস’ বা ‘ভাব সম্মিলন’ পর্যায়ের একটি বিখ্যাত পদ। পদটির মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে উল্লসিতা রাধার আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। আনন্দে আত্মহারা রাধা তাঁর সখিকে বলেছেন, তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কারণ আর তিনি কোনওদিনই প্রিয়কে হারাবেন না। কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য বন্দি হয়েছেন তাঁর ঘরে। বিরহ অবস্থায় রাধাকে বাঁধভাঙা চাঁদের হাসি যে পরিমাণ দুঃখ দিয়েছে, আজ প্রিয়-মুখ দর্শনে তিনি তত সুখই লাভ করলেন। রাধাকে যদি কেউ আঁচলভরে মহারত্ন দান করেন, তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমকে দূরদেশে পাঠাবেন না-- ‘আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। / তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।।’ কৃষ্ণকে আর দূরদেশে না পাঠানোর দৃঢ় সংকল্প থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে পদটি ভাবোল্লাসের। দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর বর্ষার বারিধারায় জীব ও উদ্ভিদ জগৎ যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তেমনি দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়-সান্নিধ্য রাধাকে আকুল করে তুলেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককেও রাধা তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে তুলনা করে নতুন মাত্রা দান করেছেন। কৃষ্ণ তাঁর কাছে শীতের আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষাকালের ছাতা, আর অকূল সমুদ্রের তরণী। এখানেও রাধার একাগ্র-তন্ময়তা কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব ব্যাখ্যা ভাব সম্মিলনের পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই উপমার মালা ব্যবহার করেও কবি রাধার প্রেমকে যেন মর্ত্যচারী করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে প্রিয়তমকে পাওয়ার আনন্দে রাধা সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিলেন, জড়সত্তার সঙ্গে প্রাণসত্তার পার্থক্য বোধও লুপ্ত হয়েছিল তাঁর। বৈষ্ণব তত্ত্ব মেনে বিদ্যাপতি ভাবোল্লাসের পদ রচনা করেননি। তবুও রাধার অন্তরে তিনি প্রিয় মিলনের যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা কাব্যিক প্রগাঢ়তায় অতুলনীয় হয়ে উঠেছে।

২) ‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।’ -- বক্তা কে, কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি? বক্তার এমন আনন্দের কারণ কী? অথবা, আলোচ্য অংশে রাধা যে আনন্দের কথা বলেছেন ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদ অবলম্বনে সেই আনন্দের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করো।

উঃ আলোচ্য ভাব সম্মিলন পর্যায়ের পদে বক্তা হলেন শ্রীরাধা, সখীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন তার আনন্দের ‘ওর’ অর্থাৎ সীমা নেই।

(এরপর ১ নং উত্তরের দ্বিতীয় অংশ।)

৩) ‘পাপ সুধাকর যত দুখ দেল’ -- সুধাকর কে এবং তাকে পাপী বলা হয়েছে কেন? সুধাকর কীভাবে রাধাকে দুঃখ দিয়েছিল? ২ + ৩ = ৫

উত্তর: ‘সুধাকর’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘চাঁদের কিরণ’ বা ‘জ্যোৎস্না’। অর্থাৎ এখানে ‘সুধাকর’ হলেন চাঁদ। মথুরা গমনের ফলে কৃষ্ণের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে শ্রীরাধিকা। তিনি

সর্বদা কৃষ্ণর চিন্তায় মগ্ন। আর কৃষ্ণর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছে চন্দ্রকিরণ। তাই বিরহিণী শ্রীরাধা সুধাকরকে ‘পাপী’ বলে সম্বোধিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গমন করলে ব্রজধামে নেমে আসে শোকচ্ছায়া। শুরু হয় রাধিকার বিরহ। বিরহ ও বিকারের আবেশে রাধা কল্পনায় কৃষ্ণসঙ্গে সুখভোগ করেন। কবির কথায় এই চাঁদ অর্থাৎ চাঁদের কিরণ বিরহীর যন্ত্রণার কারণ হয়। কারণ কৃষ্ণসঙ্গ বঞ্চিত থাকাকালে চন্দ্রকিরণ বিরহিণী রাধার মিলন ইচ্ছা বাড়িয়েছে, যা রাধিকার পক্ষে হয়েছে পীড়াদায়ক। সুধাকর এভাবেই রাধার বিরহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪) ‘আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। / তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।।’ __ ‘আঁচর’ ও ‘মহানিধি’ শব্দ দুটির অর্থ কী? উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। / মহানিধি পেয়েও রাধা কৃষ্ণকে দূর দেশে পাঠাতে চান না কেন? ২+৩

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত অংশের ‘আঁচর’ শব্দের অর্থ আঁচল এবং ‘মহানিধি’ শব্দের অর্থ মূল্যবান রত্ন।

পাঠ্য বিদ্যাপতির ‘ভাব সম্মিলন’ নামক পদে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন করলে রাধার বিরহ শুরু হয়। এই বিরহ ও বিকারের আবেশে রাধা কল্পনার মাধ্যমে কৃষ্ণসঙ্গে সুখ উপভোগ করছেন। কৃষ্ণসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকার কালে চন্দ্রকিরণ শ্রীরাধিকার মনে মিলনেচ্ছা জাগ্রত করে। অর্থাৎ পাপী চাঁদ শ্রীরাধিকাকে যে দুঃখ দিয়েছে তা পিয়া-মুখ দর্শনে মুক্ত হয়েছে। ভাব সম্মিলনে কৃষ্ণসঙ্গ লাভে আপ্লুতা শ্রীরাধিকা তাই বলেছেন, আঁচল ভরে কেউ যদি তাঁকে মূল্যবান রত্নরাজিও দেয়, তবুও তিনি তাঁর প্রিয়কে আর দূরদেশে পাঠাবেন না। প্রকৃতপক্ষে বৈষুব পদকর্তারা রাধার বিরহযন্ত্রণা অনুভব করেই এই ভাব সম্মিলনের পদ সৃষ্টি করেছেন।

৫। ‘শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।/ বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।’ __ উপমাগুলির ব্যবহার কী অর্থে হয়েছে? উদ্ধৃতাংশে পদকর্তা কীভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন তা ব্যক্ত করো। ২+৩

উত্তর : বিরহী শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর কাছে কতটা অপরিহার্য, তা বোঝাতে গিয়ে শীতের আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষার ছাতা ও অকুল সমুদ্রের তরণীর মতো উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন।

মৈথিলি কোকিল বিদ্যাপতির ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদটিতে আমরা দেখি কৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করলে শ্রীরাধিকার বিরহজ্বালা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। পাপ-সুধাকর অর্থাৎ চাঁদ তাঁর কৃষ্ণ মিলনেচ্ছাকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এমত অবস্থায় শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে স্বপ্নে মিলিত হন এবং পিয়া-মুখ দর্শনে অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন।

৬) ‘চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর’ -- বক্তা কে এবং কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? কোন উপলব্ধি থেকে রাধা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?/ উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উঃ আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতায় শ্রীরাধা সখীদেরকে বলেছেন যে, মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ চিরদিন তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়, ভাব সম্মিলনে ভালোবাসার মানুষকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা।

রাধা কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারেন না। বিরহের আগুনে তাঁর দেহ-মন-প্রাণ দগ্ধ হয়। তিনি রাতে স্বপ্ন দেখেন। স্পষ্টই উপলব্ধি করেন- কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসেছেন। কৃষ্ণকে পেয়ে রাধার আনন্দের সীমা থাকে না। রাধা ভাবেন কৃষ্ণকে যখন তিনি তাঁর কাছে পেয়েছেন, তখন আর কোনও কারণে তিনি বিরহবোধ করবেন না। কেউ যদি আঁচল ভরে তাঁকে মহারত্নও দান করেন, তবু তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করবেন না।

কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কৃষ্ণই তাঁর জীবনের একমাত্র মহারত্ন। শ্রীরাধার ভালোবাসার গভীরতা এখানে ধরা পড়েছে। ভাব সম্মিলন পর্যায়ের পদে সেই একাত্মতা থেকে রাধা উচ্চারণ করেন, মাধব তাঁর মন্দিরে রয়েছেন। এখানে ‘মন্দির’ কথার দুটি অর্থ রয়েছে। যথা - ১. মন্দির অর্থাৎ গৃহ। মাধব রাধার গৃহেই রয়েছেন। ২. মন্দির অর্থাৎ মনের আশ্রয়। রাধার মানস-মন্দিরে মাধব রয়েছেন। এই বক্তব্যের মধ্যে শ্রীরাধার গভীর কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

৭) ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদে রাধা চরিত্রকে যেভাবে পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো। / পাঠ্য ভাব সম্মিলনের পদ অনুসারে রাধা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সম্পর্কে বলেছিলেন- ‘বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন...’। পঠিত ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদে বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে প্রেমের উচ্ছ্বাস যেমন আছে, সেরকমই রয়েছে ভাব-গভীরতা। প্রিয়তমের বিচ্ছেদে যে রাধা একসময় বলেছিলেন- ‘পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা’, ভাব সম্মিলনে সেই রাধারই ‘জীবন-যৌবন সফল’ হয়ে যায় ‘পিয়া-মুখ-চন্দা’ দর্শন করে। প্রিয়তমের মুখ-দর্শনে যে অমৃত সুখ রাধা লাভ করেছেন সেখানে কোনও আসঙ্গ লিপ্সা নেই, আছে ভাব-গভীরতা।

‘পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।।’

রাধা মূল্যবান রত্নসামগ্রীর বিনিময়েও তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ চান না। পুনর্মিলনের উল্লাস সেখানে যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হৃদয়-অনুভূতির নিবিড়তা। বিদ্যাপতির এই রাধা পরিণত এবং গভীর।

এবারের ক্রিসমাস ট্রি এভাবেই সাজাব

কেনাকাটা... | বুধবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

বড়দিন উপলক্ষ্যে সাজোসাজো রব তিন শহরে

কার্নিভালের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু

মালদা ও পুরাতন মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : ক্রিসমাস। এই শব্দটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নাম 'পার্ক স্ট্রিট' হলেও পিছিয়ে নেই গৌড়বঙ্গও। বিগত কয়েকবছর ধরে এক পরম্পরায় পরিণত হয়েছে মালদা জেলার ক্রিসমাস কার্নিভাল। যার জাঁকজমক কোনওভাবেই মহানগরীর থেকে কম নয়। বরং কিছু ক্ষেত্রে বেশি বলা যায়। এবছরও তার ব্যাতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে মালদা শহরে জোড়া ক্রিসমাস কার্নিভালের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরের একপ্রান্তে ডিএসএ ময়দান, অপরপ্রান্ত কানির মোড় এলাকা।

বড়দিন আর বর্ষবরণ উৎসবের জোড় প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে শহরের দু'প্রান্তেই। নেতাজি মোড়, ফোয়ারা মোড়, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, বাঁধরোডে লাগানো হচ্ছে সুবিশাল ভিন্ন স্বাদের আলোক তোরণ। সাজছে কানির মোড় এলাকাও। শীতের আমেজে ভিন্ন স্বাদের বিনোদনমূলক আনন্দের পারদ বাড়ছে মালদা শহর জুড়ে।

বুধবার কানির মোড় এলাকায় শুরু হল কার্ণিভাল মঞ্চ গড়ার কাজ। লাগানো হচ্ছে অত্যাধুনিক এলইডি লাইটের সাজসজ্জা। তিন মাথা মোড় জুড়ে বসবে 'ক্রিসমাস-ট্রি', কোথাও সান্তাক্লজ আবার কোথাও মাদার মেরির অবয়ব। নীল আর সাদা আলোয় কানির মোড়ে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হবে।

কানির মোড় কার্নিভালের প্রধান উদ্যোক্তা দুলাল সরকার জানান, 'বড়দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই এলাকায় ছুটে আসেন। দুই চার্চের পাদ্রিরা বড়দিনের সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে থাকেন। কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এক সপ্তাহ জুড়ে অনুষ্ঠান মঞ্চে শিল্পীরা বিভিন্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন।'

পিছিয়ে নেই ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত বর্ষবরণ ও বড়দিনের অনুষ্ঠানের জোড় প্রস্তুতিও। পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের আদলেই মালদা শহরকে সাজিয়ে তোলা হবে। গত বছর অসংখ্য মানুষ আমাদের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন। এ'বছরও

মালদা

আমাদের অনুষ্ঠানকে ঘিরে জনপ্লাবন হবে।' চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার পাশাপাশি বসানো হবে বিভিন্ন ধরনের মডেল। মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ হবে মালদা ডিএসএ সংলগ্ন যুব আবাসের মাঠে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত মুম্বাই ও কলকাতার তারকা শিল্পীরা অনুষ্ঠান মাতাতে হাজির থাকবেন।

একই ছবি পুরাতন মালদা শহরেও। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ওই তিন দিন শহরের মহানন্দা শক্তি সংঘের মাঠে অনুষ্ঠান হবে। কার্নিভাল কমিটির অন্যতম সদস্য শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা বলেন, 'চন্দননগরের আলো দিয়ে আমরা মঞ্চ সাজাব। এছাড়াও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠান হবে।'

> কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের আদলেই মালদা শহরকে সাজিয়ে তোলা হবে। গত বছর অসংখ্য মানুষ আমাদের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন। এ'বছরও আমাদের অনুষ্ঠানকে ঘিরে জনপ্লাবন হবে।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> পুর চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার

> বড়দিনের প্রায় এক সপ্তাহ জুড়ে আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে শিল্পীরা বিভিন্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন।
>
> **দুলাল সরকার**
> কাউন্সিলার, ২২ নং ওয়ার্ড

> কার্নিভালের প্রস্তুতি আমরা শুরু করে দিয়েছি। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে জমজমাট অনুষ্ঠান হবে।
>
> **কার্তিক ঘোষ**
> পুর চেয়ারম্যান, ওল্ড মালদা

নয়ারূপে বিনোদন পার্ক

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রায়গঞ্জ পুরসভার বিনোদন পার্ক। - সংবাদচিত্র

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : বড়দিনকে সামনে রেখে রায়গঞ্জ পুরসভার বিনোদন পার্কটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বড়দিন থেকেই নতুন বছরের আনন্দে মেতে ওঠে মানুষ। তাই আনন্দে যাতে কোনওরকম ভাটা না পড়ে সেজন্যে পুরসভার গোয়ালপাড়ায় বিনোদন পার্কটির লাইট, সাউন্ড

রায়গঞ্জ

ও ফোয়ারা নতুন কলেবরে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পার্কে আসার পর শিশুরা যাতে আনন্দে মেতে উঠে তারই উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। ইতিমধ্যে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে পার্কে। দূরদূরান্ত থেকে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের আনন্দ দিতে নিয়ে যাচ্ছেন পার্কে।

মাম্পি ঘোষ নামে এক অভিভাবিকা জানান, 'সামনেই ২৫ ডিসেম্বর, তাই পার্কটি সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে। আগের বারের থেকে এবারে বেশি ভালো লাগছে।' অন্যদিকে, পার্কের কর্মী রিপন চক্রবর্তী জানান, 'পার্কে মানুষের ভিড় বেড়েছে। একেবারে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সবসময় ভিড় থাকায় আমাদেরও ভালো লাগছে।' রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও পার্কটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও রায়গঞ্জ শহরের মধ্যে যে কয়েকটি শিশু উদ্যান আছে সবগুলি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। টয়ট্রেনটি নতুন কলেবরে বাচ্চাদের জন্য চালানো হবে।'

গবেষণায় ইঙ্গিত, দুর্বল হচ্ছে মহিলাদের স্মৃতি

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : দাম্পত্য কোলাহলে এক আবহমান কালের বিষয় বাড়ির কর্তাদের দুর্বল স্মৃতিশক্তি। তবে সেই অভিযোগের তির বোধহয় এবার থেকে মহিলাদের দিকেও তাক করা হবে। কিছুটা সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গবেষণা। আর্কাইভস অফ জেরোনটলজি ও জেরিয়াট্রিক্স প্লাস নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যাচ্ছে বর্তমান সমাজে মানুষের স্মৃতিশক্তি দ্রুত কমছে। তবে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় মহিলারা। এই গবেষণাকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তমাল বসু রায়। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই দলে ছিলেন শুভদীপ সাহা, প্রিয়া দাস, তনু দাস, পার্থ দাস।

বিষয়টিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে ডঃ তমাল বসু রায় জানান, 'স্মৃতিভ্রম বা মেমরি লস বলতে কমে যাওয়া বুদ্ধি বা ধীর চিন্তাশক্তি বোঝায়। এটি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে একটি উদ্বেগজনক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। সাধারণ গবেষণায় ধারণা করা যায়, প্রবীণ ব্যক্তিরা সাংঘাতিকভাবে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকিতে থাকেন। তবে, এই বিষয়টিতে পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তাই আমরা ভারতীয়দের মধ্যে এই গবেষণা চালাই।'

এই গবেষণায় ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সের ৫২,৫৬৯ জন অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ২৬,৬৬৫ জন মহিলা এবং ২৫,৯০৪ জন পুরুষ রয়েছেন। মাল্টি ভ্যারিয়েবল লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে এফডিএ সূচকের মাধ্যমে এই গবেষণা করা হয়েছে। সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের সমীক্ষা করে তৈরি করা হয় একটি সূচক। ফলাফল হিসেবে আসা এই সূচকের মান থেকেই উঠে আসে এই তথ্য।

এই সূচকের জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অভ্যাস, ব্যবহৃত ওষুধ, সময় কাটানোর উপায় প্রভৃতি।

গবেষকেরা জানান, এতে যে ফলাফল সামনে এসেছে তা চমকপ্রদ। সূচকের মান দেখিয়েছে নারীদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় ১.৯০ গুণ বেশি। শুধু তাই নয়। স্কুলশিক্ষার বিষয়ে ৫৪.৭৫ শতাংশ মেয়েদের স্মৃতিশক্তি ছেলেদের তুলনায় দুর্বল। শুধু তাই নয়, বৈবাহিক অবস্থা, কর্মজীবন এবং পড়ার অভ্যাসের বিষয়ে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যে যথাক্রমে ৯.৪১, ৬.৪৭, এবং ১২.২৫ শতাংশ।

অধ্যাপক তমাল বসু রায়ের মতে, এই ফলাফলগুলো ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্যা নিরসনে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত মহিলাদের জন্য, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও বিষয়টিকে অবহেলা করা যাবে না।

গবেষণায় নয়া তথ্য

- ■ সূচকের মান দেখিয়েছে, নারীদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় ১.৯০ গুণ বেশি
- ■ স্কুল শিক্ষার বিষয়ে ৫৪.৭৫ শতাংশ মেয়েদের স্মৃতিশক্তি ছেলেদের তুলনায় দুর্বল

দাম বেড়েছে সান্তাক্লজ টুপি, কেকের

পুরাতন মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : বছর শেষ হতে আর মাত্র কদিন বাকি। বছরের শেষ কিছুদিন অর্থাৎ বড়দিন থেকে শুরু হয় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব। বাড়ি বাড়ি ক্রিসমাস ট্রি থেকে শুরু করে আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠে শহর। সেই প্রস্তুতিও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দোকানে দোকানে ঝুলছে সান্তাক্লজ টুপি, ক্রিসমাস ট্রি, কেক সহ আরও নানা সামগ্রী। তবে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বড়দিনের কেনাকাটায় অন্য বছরের তুলনায় এবছর প্রতিটি পণ্যের দাম কিছুটা হলেও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু বলেন, 'ক্রিসমাসের বাজার সবে শুরু হয়েছে। আনুষঙ্গিক পণ্যের দামবৃদ্ধির কারণে, ক্রিসমাসের সামগ্রীর দাম

পুরাতন মালদা

স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে।'

লাইটিং, টুপি, চশমা, কেক সব জিনিসেরই গড়ে প্রায় ৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা দাম বেড়েছে। এক একটি মাটির সান্তাক্লজ ২০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। গত বছর এসবের দাম ছিল ১৫ থেকে ১৫০ টাকা। স্পঞ্জের চায়না সান্তাপুতুল বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায়। একই পণ্য গত বছর ২০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বাহারি ক্রিসমাস ট্রি ৪০ টাকা প্রতি ফুট থেকে শুরু। গত বছর ৩৫ টাকা ফুট বিক্রি হয়েছে। দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেকেরও। স্বাভাবিকভাবেই এবছরের বড়দিনের কেনাকাটায় অনেককে কিছুটা হলেও বাড়তি খরচ করতে হবে।

মঙ্গলবাড়ির বিক্রেতা মনোতোষ সাহা বলেন, 'সবকিছুরই দাম বেড়েছে। তবে সবে বাজার শুরু হয়েছে, আশা করি কেনাকাটা ভালোই হবে।' মঙ্গলবাড়ি শহরের বাসিন্দা উদয় ঘোষ বলেন, 'আসলে বাড়ির বাচ্চাদের আবদারেই মূলত এসব সাজানোর জিনিস কেনা। এক ইঞ্চির মাটির তৈরি সান্তাক্লজ কিনতে গেলে ১৫ টাকা দিতে হচ্ছে। বড় পুতুলে হাত দেওয়া মুশকিল।' শহরের এক কেক বিক্রেতা শঙ্কু সিনহা'র কথায়, 'সবকিছুরই আগের তুলনায় দাম বেড়েছে। যার প্রভাব এবার ক্রিসমাসের বাজারে পড়বে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ		
এ পজিটিভ	-	২০
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১৮
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৩
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৯
ও নেগেটিভ	-	৩
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)		
■ রায়গঞ্জ মেডিকেল		
এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
■ বালুরঘাট হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	-	১৮
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৯
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৬
ও নেগেটিভ	-	০

৩১ বছর পর পুরউৎসব?

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর পুরসভা স্থাপনের পর ৩১ বছর কেটে গিয়েছে। এর আগে একবারও পুর উৎসব হয়নি। অবশেষে নাগরিকদের দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ করতে চলেছে পুরসভা। আগামী বছর জানুয়ারিতে সাড়ম্বরে পালিত হতে চলেছে পুর উৎসব।

১৯৯৩ সালে বাম আমলে গঙ্গারামপুর পুরসভা স্থাপিত হয়। তারপর থেকেই পুর উৎসব করার দাবি তুলেছিলেন নাগরিকরা। বিশেষত, ২০১৫ সালের পুরসভা নির্বাচনে বামেদের পরাজিত করে তৃণমূল পুরসভা দখল করার পর থেকে এই উৎসবের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। তবে শুধু পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির কথাই শোনা যাচ্ছিল। বাস্তবে কিছুই হয়নি। অবশেষে পূরণ হতে চলেছে সেই দাবি।

পুরসভার তরফে খবর, তবে ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি মূল পর্যায়ের উৎসব হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি তৈরি শুরু হয়েছে। মূল পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, স্মরণিকা প্রকাশ সহ খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান হতে চলেছে।

ধর্মীয় জালসা

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে ধর্মীয় জালসা। গঙ্গারামপুরের প্রাণসাগর মাদ্রাসা দারুল উলুম হাফিজিয়া নেজামিয়া'র পরিচালনায় আগামী ২৮ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৩৮ তম বর্ষের সমাজ সংস্কারমূলক ঐতিহাসিক বিরাট ধর্মীয় জালসা। প্রাণসাগর আদর্শ আকাডেমি'র পার্শ্ববর্তী ময়দানে এই ধর্মীয় জলসার আয়োজন করেন উদ্যোক্তারা। ধর্মীয় জালসা উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সদস্যদের। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন ডাক্তার কাসেম আলি।

পরিচর্যার অভাবে মাঠ এখন 'খামার'

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : দীর্ঘ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। যার জেরে মালদার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিএড ট্রেনিং কলেজ মাঠের আনন্দ হারাতে বসেছে স্থানীয়রা। মাঠের পাশেই রয়েছে উত্তর শাখার মালদা স্কুল সার্ভিস কমিশন অফিস। একসময়, পড়তে আসা শিক্ষার্থী থেকে স্থানীয় শিশুদের খেলাধুলার স্থান এখন গবাদিপশু এবং পাইপ ফেলে রাখার জায়গায় পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুতীর্থ নন্দীর ক্ষোভ, 'দীর্ঘদিন ধরে মাঠটির সংস্কার বা পরিচর্যা না হওয়ায় মাঠের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। একসময় এই মাঠটি ছিল এলাকার সার্বিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে গবাদিপশু চরানো এবং নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা হচ্ছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে, ভবিষ্যতে মাঠটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে।'

আরেক বাসিন্দা অনুরূপা হালদার বলেন, 'এই মাঠটি এতদিন ব্যবহারযোগ্য ছিল। কিন্তু এখন গবাদিপশু ও পাইপ ফেলে রাখা হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা।'

এবিষয়ে বিএড কলেজ কর্তৃপক্ষর সাফাই, 'মাঠটির অবস্থা ভালো নয়। তবে এটি সংস্কার করার জন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। যেহেতু এটি সরকারি আওতায়। এই কলেজ ভবন ও মাঠের সঠিক পরিকাঠামো সংস্কারের জন্য আবেদন করেছি। আমরাও চাই, দ্রুত মাঠটির রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক।'

দিনের আলোয় ড্রেনের কাদায় চলছে ভরাট। বুধবার মালদার ঘোড়াপিরে। - অরিন্দম বাগ

স্যাম্পল সার্ভের কাজ শুরু মালদায়

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : পরিকল্পনা তৈরিতে স্যাম্পল সার্ভের প্রস্তুতি শুরু করল ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসের মালদা শাখা। সাধারণ মানুষের গৃহস্থালি, স্বাস্থ্য ও টেলিকম খাতে খরচের পরিমাণের সার্ভে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের আগামীদিনের পরিকল্পনা রূপ পাবে। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের একটি হোটেলে এই সার্ভের প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়।

সংস্থার মালদা শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুমনচন্দ্র রায় জানান, 'এই সার্ভের রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্প তৈরি হবে। এর আগে আমাদের ৮০ রাউন্ডের কাজ হয়েছে। এবারে আমরা গৃহস্থালি, স্বাস্থ্য ও টেলিকমে সাধারণ মানুষের খরচের সার্ভে করব। যারা বাড়িতে গিয়ে এই সার্ভে করবেন তাঁদের আজ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সার্ভে থেকে সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য হবে।'

রথবাড়িতে নিজের টমটম গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছেদু। - সংবাদচিত্র

'একা কুম্ভ' ছেদুর আজও আয়ের ভরসা টমটম

প্রতিদিন ঘোড়ার পিছনে খরচ হয় প্রায় ২০০ টাকা। গোটা দিনে ভাড়া জোটে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা

> আগে ঘোড়াগাড়ি চালিয়েই অনেকে সংসার চালাতেন। কিন্তু অনেকেই হাল ছেড়ে দিলেও আমি আঁকড়ে বেঁচে রয়েছি।
>
> **ছেদু মণ্ডল**
> ঘোড়াগাড়ি চালক

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদায় এক সময় ঘণ্টায় ২০ কিমি গতিবেগে ছুটে যেত ঘোড়াগাড়ি। নবাবগঞ্জ, আদিনা, আটমাইল, হবিবপুর - সর্বত্র দেখা মিলত টমটম গাড়ির। পণ্য আমদানি হোক বা যোগাযোগের মাধ্যম, মানুষের ভরসা ছিল ওই ঘোড়ায় টানা গাড়িই। কালের নিয়মে পুরাতন মালদা শহর থেকে উধাও হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ওই টমটম। রাস্তার দখল নিয়েছে আধুনিক যানবাহন। শুধু পুরাতন মালদা নয়, জেলার অন্য প্রান্তেও একই ছবি। নতুন প্রজন্মের কারও ঘোড়াগাড়ির প্রতি আগ্রহ নেই।

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টমটমচালকরা জানিয়েছেন, খরচ জোগাড় না করতে পেরে অনেকেই গাড়ি বসিয়ে দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে টমটম চালাবার আগ্রহ নেই। তাছাড়া আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিভিন্ন যানবাহন বাজারে চলে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াই এখন কার্যত অচল। আগে পুরাতন মালদা শহরের শর্বরী পার্ক এলাকায় টমটম দেখতে পেতেন বাসিন্দারা। সেখান থেকেই যাত্রী তুলে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতেন ছেদু মণ্ডল। এখন তাঁর বয়স হয়েছে ৬০ বছর। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে পুরাতন মালদা ছেড়ে ইংরেজবাজারের রথবাড়ির ফ্লাইওভারের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে এখনও ঘোড়াগাড়ি চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তিনি। স্ত্রী অনিমা সাহাকে নিয়ে ইংরেজবাজারের সাততারি বাজারপাড়ায় থাকেন ওই বৃদ্ধ। ঘোড়ারগাড়ি চালিয়ে ছয় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছেদু মণ্ডল বলেন, 'প্রতিদিন ঘোড়ার পিছনে খরচ হয় প্রায় ২০০ টাকা। গোটা দিনে ভাড়া জোটে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা।' তাঁর কথায় 'আগে ঘোড়াগাড়ি চালিয়েই অনেকে সংসার চালাতেন। কিন্তু অনেকেই হাল ছেড়ে দিলেও আমি আঁকড়ে বেঁচে রয়েছি।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Pinky Dey C/o Jyoti Bhusan Dey, Vill- Kothabari, P.O- Malda, P.S- English Bazer, Dist- Malda- 732101 আমার ভোটার কার্ড (XYR1900463) আমার নাম Pinkey Dey থাকায় ও আধার কার্ড-এ (341159419944) Pinky Dey থাকায় গত 16.12.24 এ দ্বিতীয় শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় 90- 17/12/2024 অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Pinkey Dey থেকে Pinky Dey করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112535)

আমি Paromita Barai আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট No-B-2024-0553717 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 27/06/24 এ J.M তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Jovan Sarkar থেকে Kiyash Sarkar করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112584)

দূষণ গাজোলের কালদিঘিতে। বুধবার ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

লক্ষাধিকে কিশোরী বিক্রির চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সাহা ও সুশান্ত ঘোষ

মাথাভাঙ্গা ও মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর : মাঝরাতে মাল বাসস্ট্যান্ডে মাথাভাঙ্গা থেকে এক কিশোরীকে এনে বিক্রির তোড়জোড় চলছিল। পুলিশ পেট্রলিং পার্টির তৎপরতায় ধরা পড়ে পাচারকারী দম্পতি। উদ্ধার করা হয় কিশোরীকে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। অভিযোগ, ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় হাতবদল করা হচ্ছিল ওই কিশোরীকে। শহরের বুকে একেবারে প্রকাশ্যে কিশোরী বিক্রির চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই রাতে মালবাজারে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশের কাছে আগাম খবর মেলায় ওঁত পেতে পাচারকারীদের ধরা সম্ভব হয়। মালবাজার থানার এসআই আলতাফ হোসেন বলেন, 'সূত্র মারফত যখনই খবর পেলাম এ ধরনের একটি ঘৃণ্যতম কাজ ঘটতে চলছে। আমরা তৎপর হয়ে উঠে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলাম।'

মূল অভিযুক্ত রোহিত আলম ও মাহমুদা বেগম। দুজনেই স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে পুলিশের কাছে। তাদের বাড়ি মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমবাড়ি গ্রামে। যদিও কিশোরীর পরিবারের দাবি, রোহিতের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই কিশোরীর। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রোহিত জানিয়েছে, ওই কিশোরীকে পাহাড় ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মালবাজারে এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মালবাজারে এক দালালের কাছে মেয়েটিকে দেওয়ার কথা ছিল। তবে পুলিশ ওই দালালকে ধরতে পারেনি।

কিশোরীর মা-বাবা দুজনেই ঠিকা শ্রমিক। মাথাভাঙ্গার পুর এলাকায় বাঁশের বেড়া দেওয়া জরাজীর্ণ ছাউনিতে কোনওক্রমে মাথা গুঁজে থাকে ৪ সদস্যের পরিবারটি। মঙ্গলবার বিকেলে কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিশোরীটি। রাতে আর বাড়ি না ফেরায় আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে টেলিফোনে খোঁজ নিচ্ছিলেন বাবা। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি তার বাবা, মা। ভেবেছিলেন রাতে বাড়ি ফিরবে। তাই পুলিশকে জানাননি। বুধবার সকালে মাথাভাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার কথা ছিল। তবে স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান মেয়েটির বাবা। কিশোরীর বাবা বলেন, 'ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার সময় মাথাভাঙ্গা থানায় যাব ঠিক করেছিলাম। তখনই জানতে পারি এই ঘটনা।' সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে কিশোরীটি। কলকাতায় এক ডাক্তারের বাড়ির কাজ করার পাশাপাশি সেখানেই পড়াশোনা করত। তবে সেখান থেকে ফিরে এসে আর যায়নি। বাড়ির কারও কথাই শুনত না সে। মাঝেমধ্যেই কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরত। কাউকে না বলে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও চলে যেত। এজন্য তাকে মারধর করা হলেও শুধরায়নি। হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমবাড়ি গ্রামের রোহিত নামের ওই ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল বলে পরিবার জানতে পেরেছে। কিশোরীর মা বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যই রোহিত বলে ওই ছেলেটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছিল। এর আগেও রোহিত ও তার বন্ধু মিলে আমার বোনের মেয়েকে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

চা বলয়ে কমবয়সি নাবালিকাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ভিনরাজ্যে পাচারের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা অকুণ্ঠ দাস বলেন, 'আমার নাতনিদের নিয়ে চিন্তা হয় এসব ঘটনা শুনলে। ওরা স্কুল-কলেজে যায় একা একা। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এ বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ করতে।'

অভিভাবক সুপর্ণা ঘোষ বলেন, 'আমাদের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে খুবই চিন্তা হয়।'

শিক্ষিকা মীনাক্ষী ঘোষ বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আরও বেশি বেশি করে সচেতনতা বাড়াতে হবে।'

আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'প্রশাসককে আরও বেশি করে সজাগ হতে হবে। সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের অভিভাবকদের সজাগ হতে হবে। চোখ-কান খুলে বাচ্চাদের সারাদিনের গতিবিধি লক্ষ রাখতে হবে।'

আইনজীবী তানভির আলম বলেন, 'বিগতদিনেও আমাদের প্রত্যন্ত ডুয়ার্স এলাকায় বহু বাগানের তরুণীদের প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে আমরা খবর পাই। তাদের মধ্যে এখনও অনেক পরিবার সঠিক সুরাহা পায়নি। তার মাঝে পুলিশের সদর্থক ভূমিকা সে সকল পরিবার ও আমাদের অনেকটা বেশি আশ্বস্ত করে তুলল।'

সমাজসেবী বিকাশ দেব রায় বলেন, 'প্রথমে পুলিশকে অভিনন্দন। সর্বশেষ একটি কথা, সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রশাসন এবং সামাজিক স্তরে একত্রিত হয়ে এই উদ্যোগ নিতে হবে।'

বেনজির ঘটনা

- পুলিশ পেট্রলিং পার্টির তৎপরতায় ধরা পড়ে পাচারকারী দম্পতি
- ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় হাতবদল করা হচ্ছিল ওই কিশোরীকে
- মেয়েটিকে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই রাতে মালবাজারে নিয়ে আসা হয়েছিল
- মালবাজারে এক দালালের কাছে মেয়েটিকে দেওয়ার কথা ছিল
- মঙ্গলবার বিকেলে কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিশোরীটি

পরিচয় গোপন রেখে সহবাসের অভিযোগ

রতুয়া, ১৮ ডিসেম্বর : বিবাহিত এক তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল পরিচয় গোপন রেখে এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের। এই ঘটনায় রতুয়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তরুণের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তরুণ পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই পলাতক তরুণের বাড়ি রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। তার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পূর্ব বর্ধমানের এক তরুণীর। অভিযোগ, তরুণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তিনি একাধিকবার সহবাসে লিপ্ত হন।

নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, দু'বছর আগে ফেসবুকে ওই তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি নিজেকে স্কুলের অস্থায়ী কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্রমে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তরুণীর বক্তব্য, 'ওই তরুণ আর আমি ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণ। হাইকোর্টে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়। সেই গ্রুপ আর ফেসবুকে আমাদের প্রথম আলাপ। এরপর ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক।' নির্যাতিতা জানান, 'তরুণ নিজেকে একটি স্কুলের অস্থায়ী কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে বলে সে অবিবাহিত। বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করে। দু'মাস আগে শুনি ও বিবাহিত। দুটো ছেলেও রয়েছে।'

তরুণীর বয়ান অনুযায়ী, 'এই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতেই তরুণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। নিজের সমস্ত সোশ্যাল সাইটে তাঁকে ব্লক করে দেয়।' তাই তিনি বুধবার বাধ্য হয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দাদনের টাকা নিয়ে বিবাদ

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : দাদনের টাকা নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ এবং মারপিটের ঘটনায় ভাটোল পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম রুবেল শেখ (২৩) বাড়ি তাজপুরে। ধৃতকে বুধবার রায়গঞ্জ জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দাদনের ১৫ হাজার টাকা নিয়ে কাজে না যাওয়ায় ঠিকাদারের সঙ্গে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। ভাটোল থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ রুবেল শেখকে গ্রেপ্তার করে।

বোমাবাজিতে গ্রেপ্তার আরও ১

বৈষ্ণবনগর, ১৮ ডিসেম্বর : এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে গোলমাল ও বোমাবাজির মামলায় বুধবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাশিকুল শেখ। বাড়ি দারিয়াপুর কেতাবটোলায়। তাকে বেদারবাদ পঞ্চায়েত এলাকার চক সেহেরদি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বাসপাড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখল নিয়ে গণ্ডগোল ও বোমাবাজি হয়। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। ওই মামলায় এখনও পর্যন্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার গাদ্দিটোলা এলাকা থেকে নুর আলমকে গ্রেপ্তার করেছিল।

দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হল রায়গঞ্জে। মহিলার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বুধবার রায়গঞ্জ মেডিকেলের জরুরি বিভাগ থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সমাবেশ

কুশমণ্ডি, ১৮ ডিসেম্বর : ৯০ দিন পরেও আরজি কর ঘটনার চার্জশিট সিবিআই জমা দিতে না পারায় সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করলেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির নেতা -কর্মীরা। বিক্ষোভ সমাবেশ হয় চৌরাস্তায় ।

জমি বিবাদে জুড়ল শাসকদলের নাম

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ ডিসেম্বর : জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই ঘটনায় শাসকদলের বেশ কয়েকজন নেতার নাম উঠে আসতে শুরু করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা সম্পর্কে তাঁরা চার ভাই ভরতচন্দ্র স্বর্ণকার, সুধীরচন্দ্র স্বর্ণকার, হরেনচন্দ্র স্বর্ণকার ও সুবল স্বর্ণকার। এই চার ভাই ছাড়াও এলাকার অপর দুজন সন্তোষ দাস ও বীরেন দাস মিলে ১৯৭৮ সালে পৌনে দুই বিঘা জমি কেনেন অবিনাশ সরকারের কাছ থেকে। ওই জমি কিনে দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে চাষ করছেন। পরবর্তীতে রাজ্য সড়কের ধারে জমি হওয়ার কারণে অবিনাশের ছেলে ভুবেনচন্দ্র সরকারের ওয়ারিশ স্ত্রী পুতুল সরকার ও মেয়ে কনক সরকার হরিশ্চন্দ্রপুরের কয়েকজন, যাঁরা আবার শাসকদলের নেতা বলে পরিচিত তাঁদের কাছে বিক্রি করে বলে দাবি। এরপরে এই জমির সামনের দিকে রাস্তার ধারের অংশ দখল করতে তিনমাস আগে শাসকদলের কয়েকজন নেতা গায়ের জোরে দলবল নিয়ে এসে জমিতে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে মামলা দায়ের করেন চাষিরা। বুধবার আবার ওই জমিকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়।

> আমরা ওই জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছি। আমাদের নামে কাগজও আছে। এখন এলাকার কয়েকজন শাসকদলের নেতা এসে গায়ের জোরে জমি দখল করতে চাইছে। আমরা এতে বাধা দেওয়াতেই ওরা অশান্তি শুরু করেছে।
>
> **হরেনচন্দ্র স্বর্ণকার,** কৃষক

চাষিদের পক্ষে হরেনচন্দ্র স্বর্ণকার জানান, 'আমরা ওই জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছি। আমাদের নামে কাগজও আছে। এখন এলাকার কয়েকজন শাসকদলের নেতা এসে গায়ের জোরে জমি দখল করতে চাইছে। আমরা এতে বাধা দেওয়াতেই ওরা অশান্তি শুরু করেছে।'

যদিও তৃণমূল নেতা সাহেব দাসের বক্তব্য, 'আমি প্রকৃত জমির মালিকের কাছ থেকে ওই জমি কিনে নিয়েছি। এখন জমির দখলদারি নিতে গেলে স্থানীয় কিছু লোক আমাকে বাধা দিচ্ছে। অশান্তির অভিযোগ ভিত্তিহীন।' হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাইক চুরির তদন্তে নেমে চক্রের হদিস

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : কেঁচো খুড়তে গিয়ে হদিস মিলল কালকেউটের। বাইক চুরির তদন্তে নেমে চোরাইচক্রের হদিস পেল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী সহ মোট চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন চিরঞ্জিত দাস ও মিষ্টু মজুমদার (দম্পতি)। তাদের জেরা করে পুলিশ দুই তরুণ কাউসার শেখ (২৪) ও সামিরুল শেখকে (১৯) গ্রেপ্তার করে।

ইংরেজবাজার থানা সূত্রে খবর, গত ৫ ডিসেম্বর বিচিত্রা মার্কেট থেকে আবদুল মালেকের মোটরবাইক চুরি হয়। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্তে নামে। বিভিন্ন এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে, ঘটনাস্থলে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মোথাবাড়ি থেকে চিরঞ্জিত দাস ও মিষ্টু মজুমদারকে পুলিশ প্রথমে আটক করে। জেরায় দম্পতি বাইক চুরির ঘটনা স্বীকার করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। দম্পতি মোথাবাড়ির বাসিন্দা হলেও বর্তমানে মালদা শহরের মালঞ্চপল্লির বাসিন্দা। পুলিশ তাদের হেপাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেন অফিসাররা। জেরায় ধৃতরা জানায়, কালিয়াচকের দুই তরুণ তাদের থেকে চোরাই মোটরবাইক নিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে কাউসার ও সামিরুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয় চোরাই মোটরবাইকও।

ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। ধৃতদের জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও পান্ডাদের ধরতে খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

শিক্ষকের অকাল প্রয়াণ

মোথাবাড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিশিষ্ট শিক্ষক মোহা ইয়াসমিন বিশ্বাস। বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই কিডনিজনিত শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বুধবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের উত্তর লক্ষ্মীপুরের মিছুটোলা গ্রামের বাসিন্দা ইয়াসমিন বিশ্বাস ১৯৯৮-৯৯ সালে বেসিক ট্রেনিং শেষ করে প্রথমে মোথাবাড়ি নতুন চক্রের জিতনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষক পদে যোগ দেন। পরবর্তীতে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ২০১১ সালে বাবলা আইডিয়াল হাই মাদ্রাসার সহশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'মউ' চুক্তি

বুনিয়াদপুর, ১৮ ডিসেম্বর : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজের গতি বাড়াতে বংশীহারী মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের সঙ্গে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির 'মউ' স্বাক্ষর সম্পন্ন হল। লক্ষ্য সুস্থ পরিবেশ গড়া।

মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে ১৯টি গ্রাম সংসদের ভিআরপি, ভিসিটি ও পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে কাজের পরিকল্পনা বিষয়ে এক কর্মশালা হয়। এখন থেকে বলি পুকুরে অবস্থিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে নিয়মিত বর্জ্যগুলোকে বাছাই করা হবে।

পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে ইউনিটে আনা হবে। সেখানে বাছাই করে অপচনশীল প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যগুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে বালুরঘাটে পাঠানো হবে। পচনশীল বর্জ্য দিয়ে এই ইউনিট থেকে জৈব সার তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া সংস্থার তরফে প্রতিটি এলাকায় মানুষকে সচেতন করা হবে। পঞ্চায়েতের তরফে বর্জ্যগুলি সংগ্রহ করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে নিয়ে গিয়ে 'রিসাইকেল' করা হবে। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত প্রধান নূরে আক্তার বানু, পঞ্চায়েত সচিব অজয় টুডু, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

অশ্বীনের অবসর

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় দল বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি খেলতে হাজির হওয়ার পরই অশ্বীন বুঝে গিয়েছিলেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মনের কথা।

ওয়াশিংটন সুন্দরকে তাঁর আগে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি অশ্বীন। তাই পারথ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পরই তিনি অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আটকে দেন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টেও খেলেছেন অশ্বীন। বল হাতে নজর কাড়তে পারেননি। গাব্বা টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা প্রথম একাদশে সুযোগ পান। আর তারপরই অশ্বীন তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেন বলে খবর। অধিনায়ক রোহিতের পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে অশ্বীন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আজই আমার শেষ দিন। দেশের হয়ে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট থেকেই অবসর নিচ্ছি। আমার মধ্যে এখনও হয়তো অল্প কিছু ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ক্লাব ক্রিকেটের পাশে আইপিএলে বাকি থাকা ক্রিকেটটা খেলব।'

অশ্বীন বরাবরই গম্ভীর স্বভাবের। সোজাকথা স্পষ্টভাবে বলতে পছন্দ করেন। আজ অবসর ঘোষণার দিনে আবেগী অশ্বীনকে দেখল দুনিয়া। যাঁর চোখে জল। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাওয়া। এই আবেগে ভেসেই দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে রোহিত-বিরাট-রাহানে-পূজারারা যেভাবে তাঁর কেরিয়ারকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেকথাও জানাতে ভোলেননি অশ্বীন। বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট কেরিয়ারে যেসব কোচ, ফিজিও, সাপোর্ট স্টাফদের সাহায্য পেয়েছি, আজ সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আলাদাভাবে রোহিত, বিরাট কোহলি, আজিঙ্কা রাহানে, চেতেশ্বর পূজারার কথাও বলব। ওরা দীর্ঘসময় ধরে আমার বোলিংয়ে ক্যাচ ধরে উইকেট সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের আরও একটি দিকও সামনে আসছে। সৌজন্যে কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পরই তিনি অশ্বীনের মতো সিনিয়ারদের ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলেন, এমন অভিযোগ অজানা নয় ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। অভিযোগ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে অশ্বীনের পর রোহিত-বিরাট-রবীন্দ্র জাদেজাদেরও দ্রুত অবসর গ্রহণ দেখতে পেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

অশ্বীন আজ অবসরের দরজাটা শুধু খুলে দিলেন।

চুরির প্রতিবাদে মহিলাকে মারধর

কুমারগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জের দিশনগর থেকে টোটো চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গৃহবধূর উপর নির্মম হামলার অভিযোগ উঠেছে। দুই মাস আগে আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তির টোটো চুরি হয়। তিনি জানতে পারেন, এলাকার কয়েকজন এই চুরির সাথে যুক্ত। ১৩ ডিসেম্বর আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী চায়না বিবি চুরি যাওয়া টোটোটিকে এলাকায় দেখতে পান। অভিযোগ, টোটো ফেরত চাইতে গেলে আমিনুল মণ্ডল, রফিকুল মণ্ডল, এবং মফিজ মণ্ডল নামে তিন ব্যক্তি তাঁর উপর চড়াও হন। এমতাবস্থায় আনোয়ার হোসেনের মা এবং মামি এগিয়ে এলে তাদেরও মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় চায়না বিবিকে প্রথমে বরাহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার আনোয়ার হোসেন কুমারগঞ্জ থানায় ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

সংঘর্ষে আহত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : বালুরঘাট শহরে টাউন ক্লাব মাঠ এলাকায় দুটি টোটোর সংঘর্ষে আহত হলেন একজন। দুই টোটোচালকের মধ্যে এনিয়ে বচসা শুরু হয়। পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। আহত টোটো যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়।

তিনদিনের মধ্যে উদ্ধার চোরাই সামগ্রী, গ্রেপ্তার ৩

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : চুরি হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ উদ্ধার করল চোরাই সামগ্রী। সেই সঙ্গে তিন তরুণ রাকেশ ঘোষ, দেবা হালদার ও প্রসেনজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করে।

গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলার ব্যবসায়ী অমল দাস রবিবার সকালে দোকান খুলতে গেলে দেখেন তালা ভাঙা। দোকানে ঢুকেই চক্ষু চড়কগাছ। তাঁর অভিযোগ কয়েক হাজার নগদ টাকা, সিসি টিভি, হার্ডডিস্ক সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ী। তদন্তে নেমে দেবা হালদার ও প্রসেনজিৎ হালদার নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে দুইদিনের হেপাজতে নেয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ রাকেশ ঘোষের সন্ধান পায়। গতকাল রাতে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ নারায়ণপুর ঘোষপাড়ায় রাকেশের বাড়িতে হানা দিয়ে চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করে রাকেশকে। এদিন ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠায়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ যখন ব্যবসায়ীর চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে ব্যস্ত, সেসময় বাসস্ট্যান্ড থেকে উধাও হয় একটি ছোট চারচাকার গাড়ি।

শহরের বাসিন্দা রানা ঘোষ মঙ্গলবার রাতে কালদিঘি থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলে গাড়ি হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও ঠিক হয়নি। বাধ্য হয়ে বাসস্ট্যান্ডে লকবন্ধ করে গাড়ি রেখে বাড়ি ফিরে যান। সকালে চালক এসে দেখেন গাড়ি নেই। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর গাড়ির সন্ধান না পেয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে এলাকাজুড়ে।

রানা ঘোষ বলেন, 'রাতে বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি বিকল হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও সেটি মেরামতি করতে না পারায় বাধ্য হয়ে সেখানে গাড়ি রেখে বাড়ি ফিরি। সকালে এসে দেখি গাড়ি নেই।' গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। ব্যবসায়ীর দোকান থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

তৎপরতায় সাফল্য

- অমল দাসের দোকানে বেশকিছু সামগ্রী চুরি হয়। অভিযোগ দায়ের হয় গঙ্গারামপুর থানায়
- তদন্তে ধৃত দেবা হালদার ও প্রসেনজিৎ হালদার নামে দুই তরুণ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে রাকেশ ঘোষের সন্ধান মেলে
- মঙ্গলবার রাতে রাকেশের বাড়ি থেকে চোরাই সামগ্রী উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় রাকেশকে

মমতার সাধ্য কি ঠেকান

প্রথম পাতার পর

ওপরে কমিশন শুধু উত্তরকন্যায় দিতে হয়। এছাড়া যে এলাকায় কাজ হবে, সেখানকার নেতাদের আবদার মেটাতেও কম খরচ হয় না। তাহলে কাজের মান কী হতে পারে ভাবুন! এক কোটি টাকার কাজ পেতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে নিজের রোজগার রেখে ঠিকাদার সংস্থাগুলি খুব বেশি হলে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার কাজ করে।

তাহলে আর আশ্চর্য কী যে, বছর বছর রাস্তা ভাঙবে, পেভার্স ব্লক উঠে যাবে, টিউবওয়েল থেকে ছ'মাস পর আর জল উঠবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনলাম, ইদানীং এই দপ্তরের কিছু কাজে ওভার এস্টিমেট অর্থাৎ বাড়তি বরাদ্দ দিয়ে কাজ হচ্ছে। এভাবে সরকারি টাকা আর কতদিন তছনছ হবে, প্রশ্ন সেটাই।

বালি-পাথরের কারবার থেকে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গে কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে। প্রতিটি নদী অবাধে কেটে বিক্রি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই দেখছে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার কেউ নেই। মাঝেমধ্যে পুলিশের দু'-একজন আইনের দোহাই দিয়ে যদি দু'-একটি গাড়ি আটকানোর সাহস দেখান, তাহলে তাঁদের শাস্তিমূলক বদলি অবধারিত।

এসব অপরাধমূলক কাজকর্মে মদত দিয়ে যে টাকা ওঠে, হুন্ডি-রুক্কা ইত্যাদি মাধ্যমে নজরানা হিসেবে প্রতি মাসে তা চলে যায় নির্দিষ্ট কোনও কোনও জায়গায়। ভালো পোস্টিং, ভালো পদ পেতে যা জরুরি। যে কারণে এই দেদার চুরিতে সবাই যুক্ত হয়ে পড়ছেন। কেউ ইচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। পারলে গ্রিন করিডর বানিয়ে বালি-পাথর, গোরু, কয়লা পাচারের গাড়িকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ভালো জায়গায় পোস্টিং পেতে, পদ রাখতে মাসে মাসে কলকাতায় মোটা টাকা পাঠানোর কথা আজ আর কেউ আড়ালে-আবডালে বলেন না। উত্তরবঙ্গের একটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সেদিন বলছিলেন, এলাকায় বালি-পাথর পাচার, ড্রাগসের কারবার, জমির বেআইনি কারবারে ভরে গিয়েছে। প্রতি রাতে গাড়িতে গোরু পাচার হচ্ছে। ব্যবস্থা নিতে গেলেই কোনও না কোনও নেতা বা সাহেবের ফোন আসছে। চাপের মুখে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে প্রশাসনই বা অপরাধের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেবে? তাদেরও যে হাত-পা বাঁধা। গত ২১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের বৈঠকে সরাসরি পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে টাকা খাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। বালি, কয়লা, সিমেন্ট যে পাচার হচ্ছে এবং প্রচুর তোলাবাজি চলছে, তা গোপন করেননি তিনি। রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, 'আমি তো কারও কাছে এক টাকাও নিই না। প্রয়োজনে নির্বাচন করার জন্য লোকের কাছে আঁচল পাতি।'

রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেছেন, 'কেউ টাকা নিয়ে থাকলে ছাড়বেন না। কাকে ভয় পাচ্ছেন? আমি তো এসবের তোয়াক্কা করি না। আইন সবার জন্যই সমান।' এই মন্তব্য শুনে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, তা হলে কি মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় টাকা যাওয়ার খবর জেনে গিয়েছেন। তিনি কার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা আজ কারও অজানা নেই। কিন্তু এরপরেও কি প্রশাসন দুর্নীতি, তোলাবাজি রুখতে কড়া পদক্ষেপ করবে?

সংকট থেকে আঞ্চলিক ভাষা রক্ষার আলোচনা

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ১৮ ডিসেম্বর : ধরা যাক, চা বাগানের সাদরিভাষী কেউ পড়াশোনা বা চাকরির সুবাদে দীর্ঘদিন শহরবাসী। কিংবা মাথাভাঙ্গা মহকুমার কোনও সীমান্ত গ্রামের রাজবংশী তরুণ শিলিগুড়ি শহরে রিকশা চালাচ্ছেন অনেকদিন। শিকড়ের টান অটুট থাকলেও আপন ভাষায় ক্রমশ স্বাচ্ছন্দ্য কমে যায় তাঁদের। বদলাতে থাকে তাঁদের আপন সংস্কৃতিও। সমস্যাটি তৈরি হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট মানুষটির অজান্তেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের এক আলোচনাচক্র এই সমস্যাটির ওপরেই আলোকপাত করল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে আলোচনাচক্রের আয়োজক। প্রারম্ভিক ভাষণে আঞ্চলিক ভাষার এই সংকটের সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন কেন্দ্রের অধিকর্তা মঞ্জুলা বেরা। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব চরিত্র থাকে, যার মধ্যে আমাদের বেড়ে ওঠা। সময়ের তাল মেলাতে আমাদের অন্য ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু নিজের এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষা আছে। কিন্তু সব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। যেমন বোড়ো, রাভা, টোটো, সাদরি, রাজবংশী ইত্যাদি। ওই জনগোষ্ঠীগুলির ওপর অন্য ভাষার প্রভাব পড়ে। মঞ্জুলার ভাষণে উঠে এল সে কথাই। তাঁর ভাষায়, 'একজন আদিবাসী বা পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলে বা মেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরাঞ্চলে এসে থাকতে শুরু করলে নাগরিক জীবন যতটা তাঁকে আকর্ষণ করে, ততটা তার নিজের এলাকা করে না। এই ছেলে বা মেয়েটি নিজের এলাকায় ফিরে আর নিজেকে মেলাতে পারবে না। এটাই সমস্যা!'

আলোচনাচক্রের শিরোনামে সমস্যাটি স্পষ্ট আভাস। আলোচনার বিষয়, 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব।' বিশ্বায়নের প্রভাব যেমন অর্থনীতিতে, তেমন সমাজেও। বক্তারা বোঝালেন একই প্রভাব বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ওপর। ফলে সেই ভাষার নিজস্বতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব এক অসহায়ত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চায় বলে উঠে এল বক্তাদের ভাষণে।

যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অধ্যক্ষ মহেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'চারদিকে বেকারত্ব। কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। তাঁরা কেউ পেশা বদলে হয়েছেন টোটোচালক, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক। অথচ বিশ্বায়নের উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজে সাফল্য আনা যেতে পারে।'

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিশ্বায়নকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু 'ভাষা ও সংস্কৃতি যাতে ধ্বংসের মুখে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে' বলে সতর্ক করেন মহেন্দ্র। বুধবার আলোচনার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক নূপুর দাস। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওই আলোচনায় অংশ নেবেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছন্দা চক্রবর্তী প্রমুখ।

‘সিরিজ শেষেই অবসর নিতে পারত’

একান্ত সাক্ষাৎকারে মুথাইয়া মুরলীধরন

একনজরে রবিচন্দ্রন অশ্বীন

	টেস্ট	ওডিআই	টি২০	প্রথম শ্রেণি
ম্যাচ	১০৬	১১৬	৬৫	১৫৬
রান	৩৫০৩	৭০৭	১৮৪	৫২২১
অর্ধশতরান	১৪	১	০	২৫
শতরান	৬	০	০	৭
সর্বোচ্চ রান	১২৪	৬৫	৩১*	১২৪
উইকেট	৫৩৭	১৫৬	৭২	৭৫৮

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : মোবাইলটা টানা বেজে যাচ্ছিল। কিছুতেই তুলছিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে কলম্বোতে মুথাইয়া মুরলীধরনের সঙ্গে যখন মোবাইলে যোগাযোগ করা গেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে কথাই বলতে চাইছিলেন না শুরুতে।

বিস্তর অনুরোধের পর রাজি হলেন অশ্বীনের অবসর নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে। টেস্ট ক্রিকেটে ৮০০ উইকেটের মালিক শুরুতেই জানিয়ে দিলেন, অশ্বীনের মতো কিংবদন্তির অবসরের টাইমিং তাঁকে অবাক করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের শেষে অশ্বীন অবসর নিলেই ভালো করতেন। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তিও সিরিজ শেষে অশ্বীন অবসর নিলে খুশি হতেন বলে জানিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। মুরলী অবশ্য কোনও ক্ষোভের পথে হাঁটলেন না। বরং টেস্ট ক্রিকেটে ৫৩৭ উইকেটের মালিক অশ্বীনের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

আচমকা অবসর অশ্বীনের

হুম, অশ্বীনের সিদ্ধান্তে আমি কিছুটা অবাকই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ শেষে অবসরের সিদ্ধান্তটা নিলেই ও ভালো করত। যাই হোক, অবসরের সিদ্ধান্তটা অশ্বীনের একান্তই ব্যক্তিগত। আমাদের সকলের উচিত ওর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখানো। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।

অবাক করার মতো সিদ্ধান্ত

হ্যাঁ, অবাক তো আমি বটেই। দুপুরের দিকে এক বন্ধুর থেকে প্রথম খবরটা পাই। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের পর অশ্বীন অবসর নিতে পারে, এমন একটা জল্পনার কথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু ব্রিসবেন টেস্টের পরই অবসর নেবে, ভাবিনি। একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, একজন ক্রিকেটারের পক্ষে অবসরের সিদ্ধান্ত কখনই সহজ নয়। কিন্তু তারপরও থামতে হয় সবাইকে। হয়তো অশ্বীন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

অশ্বীনের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত

এভাবে একটা কোনও মুহূর্তের কথা বলা কঠিন। ওর সঙ্গে অনেক স্মৃতি রয়েছে।

অশ্বীনের কৃতিত্ব

দুর্দান্ত স্পিনার অশ্বীন। ওকে থিংকিং ক্রিকেটার বলব আমি। দীর্ঘদিন ধরেই চিনি। লাল বলের টেস্টের পাশে সাদা বলের আইপিএলেও ওকে সফল হতে দেখেছি। ওর ফিটনেসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিশ্চিত নই আমি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, আরও দুই বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারত ও।

হরভজনের হাত থেকে একসময় ভারতীয় ক্রিকেটে অফস্পিনারের শূন্যস্থান পূরণের ব্যাটনটা নিয়েছিল অশ্বীন। হয়তো ওর পর অন্য কেউ সেই দায়িত্বটা নেবে।

ওয়াশিংটনের জন্যই অবসর

বিষয়টা ঠিক জানা নেই আমার। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিনটি টেস্টের কোনওটাই পুরো অনুসরণ করার সময় হয়নি। তাই অশ্বীনের অবসরের পিছনে ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রভাব কতটা জানি না।

সাফল্য

ওডিআই বিশ্বকাপ ২০১১

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৩

এশিয়া কাপ ২০১০, ২০১৬

সম্মান

অর্জুন পুরস্কার ২০১৫

পলি উমরিগড় পুরস্কার ২০১২-’১৩

আইসিসি-র বর্ষসেরা ২০১৬

আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার ২০১৬

আইসিসি-র দশকসেরা টেস্ট দলের সদস্য ২০১১-’২০

আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দলের সদস্য ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২১

অশ্বীনের রেকর্ড

৫৩৭ টেস্ট উইকেট : অনিল কুম্বলের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেটের গণ্ডি টপকেছেন অশ্বীন।

৭৬৫ আন্তর্জাতিক উইকেট : সব ফরম্যাট মিলিয়ে অশ্বীন ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি।

দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০০ টেস্ট উইকেট : লাল বলের ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের গণ্ডি টপকাতে ৯৮ ম্যাচ লেগেছে অশ্বীনের। যা টেস্টে দ্বিতীয় দ্রুততম। এছাড়াও টেস্টে ২৫০, ৩০০ ও ৩৫০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অশ্বীন বিশ্বে দ্রুততম।

ঘরে ৪৭৫ টেস্ট উইকেট : ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট উইকেট অশ্বীনের। সামনে শুধু অনিল কুম্বলে।

বোল্ড-এলবিডব্লিউ মিলিয়ে ৩০২ উইকেট : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অশ্বীন তৃতীয় বোলার যার বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে শিকারের সংখ্যা ৩০০-র বেশি। তাঁর আগে রয়েছেন মুরলীধরন (৩৩৬) ও জেমস অ্যান্ডারসন (৩২০)।

২২৬ উইকেট (বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে) : স্পিনারদের মধ্যে বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে সর্বাধিক ২২৬ উইকেট রয়েছে অশ্বীনের।

টেস্টে বোল্ডে ১০৯ উইকেট : অশ্বীন টেস্টে ১০৯ জন ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন। যা চতুর্থ সর্বাধিক।

বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে দাপট : টেস্টে ২০০-র বেশিবার বাঁহাতি ব্যাটারদের আউট করেছেন অশ্বীন। যা সর্বাধিক।

সেরা স্ট্রাইক রেট : ভারতে টেস্টে অশ্বীনের স্ট্রাইক রেট ৪৬.০। যা অন্তত ২০০ উইকেট নেওয়া স্পিনারদের মধ্যে সেরা।

টেস্টে ৩৭ বার এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট : ভারতীয়দের মধ্যে এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অশ্বীন সবার আগে। বিশ্বে দ্বিতীয়।

১১ বার সিরিজ সেরা : টেস্টে সর্বাধিক ১১ বার সিরিজ সেরা হয়েছেন অশ্বীন।

একই টেস্টে পাঁচ উইকেট ও শতরান : অশ্বীন চারবার একই টেস্টে পাঁচ উইকেট ও শতরান করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক। বিশ্বে এই তালিকায় শীর্ষে ইয়ান বথাম (৫ বার)।

ডব্লিউটিসি-র ইতিহাসে প্রথম : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে অশ্বীন ৫০ উইকেট পান (২০২২ সালের মার্চে)।

ডব্লিউটিসি-তে ১৯৫ উইকেট : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিন সংস্করণ মিলিয়ে সর্বাধিক ১৯৫ উইকেট রয়েছে অশ্বীনের।

৫০ টি২০ আন্তর্জাতিক উইকেট : প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি২০-তে ৫০ উইকেটের গণ্ডি স্পর্শ করেন অশ্বীন।

ড্রেসিংরুমে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে কেক খাওয়াচ্ছেন রোহিত শর্মা। বুধবার ব্রিসবেনে।

প্রকৃত লিডার ও কিংবদন্তি বলছেন রোহিত

সাংবাদিক সম্মেলনে অশ্বীনের অবসর ঘোষণায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : হারা ম্যাচ ড্র। সিরিজ ১-১ রেখে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে নামার ছাড়পত্র। চতুর্থ দিনের অন্তিম সেশনে জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের লড়াকু পার্টনারশিপ বদলে দেয় ম্যাচের সমীকরণ। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সাংবাদিক সম্মেলনে যদিও শুধুই রবিচন্দ্রন অশ্বীন!

ব্রিসবেনের প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি। কিন্তু সেই অশ্বীনকে নিয়েই হাজির রোহিত। শুরুতেই উপস্থিত সবাইকে স্তম্ভিত করে অশ্বীনের অবসর ঘোষণা। তারপর আবেগঘন মুহূর্তের কোলাজ। দীর্ঘদিনের সতীর্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগতাড়িত রোহিতও।

বুমরাহ-আকাশের ব্যাটিং-যুদ্ধের পিছনে ঘাম ঝরানোর কথা শোনালেন। জানালেন, যদি দাঁতে দাঁত চেপে সবাই মিলে লড়াই করা যায়, অসম্ভবকেও সম্ভব করা সম্ভব। কিন্তু ঘুরেফিরে অশ্বীন-আবেগ। বিদায়ি সতীর্থকে যথার্থ অর্থে লিডার, কিংবদন্তি আখ্যা দিলেন। ম্যাচ উইনারের তকমাও।

রোহিত বলেছেন, ‘আমরা একসঙ্গে অনেক বছর খেলছি। প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে। সারাজীবন যা মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে। প্রথম ম্যাচ থেকেই তুমি ‘ম্যাচ উইনার’। উঠতি বোলারদের প্রভাবিত করেছ। আমি নিশ্চিত অশ্বীনের ‘ক্লাসিক বোলিং অ্যাকশন’ নিয়ে আরও নতুন বোলারদের উঠে আসতে দেখব।’

রোহিত আরও যোগ করেছেন, ‘যথার্থ অর্থেই লিডার। ভারত, বিশ্ব ক্রিকেটে কিংবদন্তি। দল তোমার অভাব অনুভব করবে। তোমাকে এবং তোমার সুন্দর পরিবারের জন্য আগামীর অনেক শুভেচ্ছা রইল। যখন সমস্যায় পড়েছি, অশ্বীনের দিকে তাকিয়েছি। কাজের কাজ ঠিক করে দিয়েছে।

‘সামিকে নিয়ে এনসিএ বলতে পারবে’

পরিসংখ্যান ওর হয়ে কথা বলবে। ভারতীয় ক্রিকেটের এমন একজন সৈনিক, যে কোনও কাজই অসম্পূর্ণ রাখেনি।’

অশ্বীনের অবসর প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবিও করেন রোহিত। বলেছেন, ‘পারথে এসে শুনেছিলাম। তখন থেকেই এটা ওর মাথায় ঘুরছিল। অশ্বীনকে বুঝিয়ে গোলাপি বলে খেলার জন্য রাজি করি। তবে অনেক কিছু ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাকে সম্মান জানাই আমরা।’

দলের ম্যাচ বাঁচানো মরিয়া লড়াইয়ের উচ্ছ্বাসও রোহিতের গলায়। বলেছেন, ‘সিরিজ ১-১ রেখে মেলবোর্নে যাচ্ছি, যা আত্মবিশ্বাস জোগাবে। গতকাল দলের ইনিংস টানার জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজার। আর বুমরাহ-আকাশ যেভাবে লড়াই করল, তা দেখার মতো। নেটে প্রচুর ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে ওরা। তারই সুফল।’

প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর ফিশফিশানি চলছিল, রোহিত অবসর নিতে পারেন। সেই সম্ভাবনাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে রোহিতের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য, ‘মানছি ভালো খেলতে পারছি না। তবে আমি জানি, কীভাবে এটা কাটিয়ে উঠতে হবে। সব চেষ্টাই চলছে। নিজেকে একটু বাড়তি সময় দিতে চাইছি। শরীর, মন ঠিকঠাক আছে। চাপে নেই।’

চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে সম্পর্কেও বড় দাবি করলেন রোহিত। জানিয়েছেন, দুজনেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন। পারফরমেন্স থাকলে অবশ্য ভারতীয় দলে ডাক পাবেন।

বাকি সিরিজে মহম্মদ সামির উপস্থিতির বিষয়টি বোর্ড, এনসিএ-র কোর্টেই ফের ঠেললেন। রোহিত সাফ বলেছেন, ‘এনসিএ থেকেই সামিকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত। সামি ওখানে রিহ্যাব করছে। ওরাই আপডেট দিতে পারবে।’

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
মুথাইয়া মুরলীধরন	৮০০
শেন ওয়ার্ন	৭০৮
জেমস অ্যান্ডারসন	৭০৪
অনিল কুম্বলে	৬১৯
স্টুয়ার্ট ব্রড	৬০৪
গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	৫৬৩
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭

টেস্টে স্পিনারদের সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
মুথাইয়া মুরলীধরন	৮০০
শেন ওয়ার্ন	৭০৮
অনিল কুম্বলে	৬১৯
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭
নাথান লায়োন	৫৩৩

টেস্টে ভারতীয়দের সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
অনিল কুম্বলে	৬১৯
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭
কপিল দেব	৪৩৪
হরভজন সিং	৪১৭
রবীন্দ্র জাদেজা	৩১৯

টেস্ট ড্র, গাব্বায় নায়ক সেই বৃষ্টিই

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ও ৮৯/৭ (ডি.)
ভারত-২৬০ ও ৮/০

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : পূর্বাভাস ছিলই। কিন্তু সেই পূর্বাভাস যে এভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, অনেকেই ভাবেননি।

ভাবতে পারেননি অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও তাঁর সতীর্থরাও। তাই গাব্বা টেস্টের শেষ দিনে ৫৪ ওভারে টিম ইন্ডিয়াকে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলার পর যখন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল, আঁধারে ঢেকে গেল মাঠ, অজি অধিনায়ক বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, এই বুঝি আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদের দেখা মিলবে। আর টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিংকে ফের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে সিরিজে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

বাস্তবে মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। তাই গাব্বা টেস্টে ভারত হারেনি। অস্ট্রেলিয়াও জেতেনি। বরং বৃষ্টির দাপটে বারবার বিঘ্নিত হওয়া টেস্টে ‘নায়ক’-এর ভূমিকায় বরুণ দেবতাই। হতে পারে দুর্দান্ত শতরানের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ট্রাভিস হেড। কিন্তু তাতে কী? ম্যাচের স্কোরবোর্ডে তো লেখা হয়ে গিয়েছে নিষ্প্রাণ ড্র-এর কথা। গতকালের ২৫২/৯ থেকে শুরু করে আজ ২৬০ রানে থেমে যায় ব্যাট হাতে আকাশ দীপ ও জসপ্রীত বুমরাহর যুগলবন্দি। কিন্তু তখন আর কে জানত পরের কয়েক ঘণ্টায় ক্রিকেট দুনিয়ার জন্য গাব্বা টেস্টের মঞ্চ চিরস্মরণীয় হতে চলেছে।

১৮৫ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বুমরাহ (১৮/৩) ম্যাজিকের সামনে থরহরি কম্প অজি ব্যাটিংয়ে। উসমান খোয়াজা (৮), মার্নাস লাবুশেনদের (১) বুমরাহ বোমার কোনও জবাব ছিল না। মহম্মদ সিরাজ (৩৬/২), আকাশরাও (২৮/২) আজ যোগ্য সঙ্গত করলেন তাঁদের বোলিং ক্যাপ্টেন বুমরাহকে। আজ তিন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কপিল দেবের রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে বেশি উইকেট দখলের নজির গড়েন বুমরাহ। স্টিভেন স্মিথ (৪), হেডরাও (১৭) দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ।

অক্সিজেন পেল ভারত

ভারতীয় পেসারদের সঠিক লাইনে শৃঙ্খলার বোলিংয়ের পাশে আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা টের পেয়ে কামিন্স ৮৯/৭ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ারের সিদ্ধান্ত নেন। টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ বাড়াতে ম্যাচের ফলাফলের লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ক্রিকেট দেবতার ভাবনা যে ভিন্ন খাতে বইছিল। তাই ৫৪ ওভারে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস শুরুর পরই বৃষ্টির খেলা শুরু। ২.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৮, এমন অবস্থায় ফের শুরু হওয়া বৃষ্টি আর থামেনি। প্রবল বৃষ্টির কারণে আম্পায়াররা কিছু সময় অপেক্ষার পর ম্যাচ ড্র-এর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

বৃষ্টির কারণে গাব্বা টেস্ট ড্র হওয়ার পরই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আচমকাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। তাঁর এমন সিদ্ধান্তের জন্য মোটেও তৈরি ছিল না ক্রিকেটমহল। ফলে গাব্বায় বৃষ্টি নায়কের মর্যাদা পাওয়ার মঞ্চে ভাগ বসালেন অশ্বীনও। চলতি টেস্টে অশ্বীন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ছিলেন না। একমাত্র স্পিনার হিসেবে প্রথম একাদশে ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। দলে না থাকার পরও অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্ত ক্রিকেট সমাজের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

ব্রিসবেন টেস্ট এখন ইতিহাস। ২৬ ডিসেম্বর থেকে সিরিজের চতুর্থ তথা বক্সিং ডে টেস্ট শুরু মেলবোর্নে। সেই টেস্টের আগে বুমরাহ-আকাশের ব্যাটে ফলোঅন বাঁচানোর আত্মবিশ্বাসের পাশে বোলারদের ছন্দে ফেরা, রোহিত শর্মার ভারতের জন্য থাকছে বেশ কিছু পজিটিভ দিক। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টে জিততে পারলে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার সুযোগও আসতে পারে। তাই অশ্বীনের হঠাৎ অবসর থেকে শুরু করে গাব্বার ব্যাটিং বিপর্যয় ভুলে টিম ইন্ডিয়াকে বক্সিং ডে টেস্টে নতুনভাবে শুরু করতে হবে।

হেড আউট হওয়ার পর গ্যালারিতে বিরাটের জার্সি গায়ে সিরাজ স্টাইলে এক কিশোরের নাচ কিন্তু ভাইরাল হয়েছে।

পুরোনো সব স্মৃতি ভিড় করছিল : বিরাট

ম্যাচের মাঝে অশ্বীনের অবসরের কথা জানতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন কোহলি।

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : তখনও ম্যাচের ফলাফল চূড়ান্ত হয়নি। প্যাড পরে সাজঘরে বসে বিরাট কোহলি। পাশে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আচমকা দেখা যায় অশ্বীনকে জড়িয়ে ধরলেন বিরাট। চোখে জল ভারতীয় অফস্পিনারের। বড় কিছু ঘটার ইঙ্গিত ছিল দুইজনের যে আবেগঘন মুহূর্তে।

ম্যাচের পর সেই আবেগ বিরাটের গলাতেও। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘তোমার সঙ্গে ১৪ বছর ধরে খেলেছি। যখন বললে আজ অবসর নেবে, আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে ভিড় করছিল এত বছরের সব স্মৃতি। তোমার সঙ্গে লম্বা এই সফর উপভোগ করেছি। কিংবদন্তি হিসেবে সবাই মনে রাখবে। অনেক শুভেচ্ছা রইল।’

শচীন তেন্ডুলকার : মন ও হৃদয়ের মেলবন্ধন যেভাবে মাঠে ঘটিয়েছ, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। নিখুত ক্যারম বল থেকে ব্যাট হাতে রান করা, জয়ের রাস্তা ঠিক খুঁজে নিয়েছ। তোমার রেখে যাওয়া লেগাসি অনুপ্রাণিত করবে সবাইকে।

অনিল কুম্বলে : তোমার ক্রিকেট সাফারি অসাধারণত্বের চেয়ে কম নয়। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। সেরাদের অন্যতম তুমি। সাতশোর বেশি আন্তর্জাতিক উইকেট। দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন।

গৌতম গম্ভীর : উঠতি বোলার থেকে আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তিতে পরিণত হতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিশ্চিত আগামীদিনে অনেকে বলবে তার বোলার হয়ে ওঠার নেপথ্যে অশ্বীন। তোমাকে মিস করব ভাই।

রবি শাস্ত্রী : আমার কোচিং কেরিয়ারে তুমি অমূল্য সম্পদ ছিলে। অসাধারণ স্কিল, দক্ষতায় তুমি ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছ।

মহম্মদ সিরাজ : ম্যাচ জেতানো স্পেল থেকে ঐতিহাসিক মাইলস্টোন, অশ্বীনভাইয়ের ক্রিকেট-জার্নি অসাধারণের চেয়ে কম নয়। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।

লোকেশ রাহুল : তোমার স্কিল, দায়বদ্ধতা, আবেগ সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। তোমার সঙ্গে মাঠে, সাজঘরে কাটানো আমার কাছে সম্মানের।

ঋষভ পন্থ : যথার্থ কিংবদন্তি। প্রচুর শিখেছি তোমার থেকে। স্বাক্ষী থেকে তোমার ক্রিকেট দক্ষতার।

হরভজন সিং : এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় স্পিনের পতাকা বহন করেছো। সাবাশ। যা সাফল্য অর্জন করেছো, তা গর্বের।

আজিঙ্কা রাহানে : তোমার বোলিংয়ে স্লিপে দাঁড়িয়ে কখনও একঘেয়ে লাগত না। প্রতিটি বলেই মনে হত সুযোগ তৈরি হবে।

ইরফান পাঠান : যথার্থ অর্থে ম্যাচ উইনার। ব্যাটিং রেকর্ড ধরলে টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম অলরাউন্ডারও। সাবাশ অ্যাশ।

ইয়ান বিশপ : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা, দীর্ঘদিন যে উচ্চতায় বিচরণ করেছো, তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

রজার বিনি : সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্যের অন্যতম কারিগর অশ্বীন। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য রোল মডেল।

মাইকেল ভন : অভিনন্দন অশ্বীন। ভারতের জার্সিতে তোমার খেলা সবসময় উপভোগ করেছি।

সুরেশ রায়না : বল হাতে তোমার ম্যাজিক, ধারালো ক্রিকেট মস্তিষ্ক, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা অতুলনীয়। অসংখ্য স্মরণীয়, গর্বের মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য অভিনন্দন।

মেলবোর্নেও খেলবেন হেড, দাবি অজি অধিনায়কের

অশ্বীনের সিদ্ধান্তে অবাক কামিন্স

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : জোশ হ্যাজেলউড ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন। বাকি সিরিজে তারকা পেসারকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। আশঙ্কার মেঘ মিচেল স্টার্ক, ট্রাভিস হেডের ফিটনেস নিয়েও। যদিও এদিন ম্যাচ শেষে দুই তারকাকে নিয়েই আশ্বস্ত করলেন প্যাট কামিন্স। দাবি করলেন, ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু বক্সিং ডে টেস্টে স্টার্ক, হেডের খেলতে সমস্যা হবে না।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সময় অস্বস্তি পড়তে দেখা যায় হেডকে। ভারতীয় ইনিংসের সময় ফিল্ডিংও করেননি। কুঁচকির সমস্যা বলে মনে করা হচ্ছিল। যদিও সমর্থকদের আশ্বস্ত করে কামিন্স জানান, হেড ভালোই আছে। সমস্যা সামান্যই। মেলবোর্ন টেস্টে মাঠে নামতে অসুবিধা হবে না। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও হেড নিজে জানান, টানা ক্রিকেটের ধকল মাত্র। তবে তিনি ঠিকই আছেন।

হ্যাজেলউডকে না পাওয়ার আক্ষেপ অবশ্য যাচ্ছে না। কামিন্সের কথায়, ‘দলের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলার। প্রস্তুতি, ফিটনেস ট্রেনিং নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। বাড়িতে থাকলেও জিমে বিরতি নেই। চোটআঘাতের ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানোর প্রয়াস তো রয়েইছে। কিন্তু এই ধরনের চোট নিয়ে আগাম বলা মুশকিল।

> অনেক অনেক শ্রদ্ধা অশ্বীনকে। মাঠ এবং মাঠের বাইরে নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছে বছরের পর বছর, ওর বোলিং স্কিল এককথায় অসাধারণ। অবিশ্বাস্য বোলার।
>
> **নাথান লায়োন**

দুর্ভাগ্য বাকি সিরিজে ওকে পাব না।’

ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েও জয় অধরা। বৃষ্টি পথের কাঁটা। কামিন্স বলেছেন, ‘আজ শেষ দিনেও মরিয়া চেষ্টা ছিল। ওদের দশ উইকেট নেওয়ার জন্য কত ওভার ঠিকঠাক হবে, কত টার্গেট দেব, তা নিয়ে অনেক কিছু সমীকরণই ঘুরপাক খাচ্ছিল। শেষ দিনের পিচ-আশায় ছিলাম। কিন্তু আবহাওয়া বাদ সাধল।’

আকাশ দীপের উইকেট নেওয়ার পর সেলিব্রেশন ট্রাভিস হেডের।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের আবেগ প্রতিপক্ষ শিবিরেও। কামিন্স বেশ অবাক। বলেছেন, ‘অবাকই হয়েছি। চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার। এক দশকের বেশি টানা খেলছে। দুর্দান্ত কেরিয়ার। আমাদের ড্রেসিংরুমেও ওকে অত্যন্ত সম্মান করে সবাই।’

সেরা স্পিনারের দ্বৈরথে অশ্বীনের প্রতিপক্ষ নাথান লায়োন বলেছেন, ‘অনেক অনেক শ্রদ্ধা অশ্বীনকে। মাঠ এবং মাঠের বাইরে নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছে বছরের পর বছর, ওর বোলিং স্কিল এককথায় অসাধারণ। অবিশ্বাস্য বোলার।’ চলতি সিরিজে সময় হলেই জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। এদিন সকালেও দুজনে একফ্রেমে। অশ্বীনের মতো বোলারকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত মানতে পারছিলেন না। অফস্পিনার লায়োনের মতে, অশ্বীন প্রমাণ করেছে ও সর্বকালের সেরা স্পিনারদের অন্যতম। ৫৩০ উইকেট পাওয়া সেই অশ্বীনের প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়া তাঁর কাছেও বেশ অস্বস্তির।

শুভেচ্ছা

☺ Argha & Aparna (নিউ পালপাড়া) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ‘মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট’ (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **শ্রেয়া ঘোষ** : শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমার জীবনের সাফল্য কামনা করি। **বাবা, মা, ভাই, স্বামী ও পরিবারবর্গ।** চিলড্রেন পার্ক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

☺ **সুস্মিতা দে** : আজ তোমার শুভ জন্মদিনে তোমাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানায় তোমার পরিবারবর্গ।

টেস্ট ড্র, গাব্বায় নায়ক বৃষ্টিই

পুরোনো সব স্মৃতি ভিড় করছিল : বিরাট

অশ্বীনের সিদ্ধান্তে অবাক কামিন্স

-খবর এগারোর পাতায়

‘চলতি সিরিজেই সেঞ্চুরি করেছে’

ছন্দে নেই, মানতে নারাজ বিরাটের কোচ

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : পারথে শতরান পেয়েছেন।

যদিও বাকি ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতা প্রবল সমালোচনার মুখে ফেলেছে বিরাট কোহলিকে। প্রশ্ন উঠছে, অফস্টাম্পের বাইরে বলে বারবার আউট হওয়া নিয়ে। কারও মতে টেকনিকের সমস্যা। কারও মতে সমস্যাটা মানসিক।

রাজকুমার শর্মা যদিও সমালোচকদের দাবি মানতে রাজি নন। মানতে নারাজ বিরাট ছন্দে নেই। কোহলির কোচের দাবি, চলতি সিরিজেই সেঞ্চুরি করেছে। দুই-একটা ইনিংসে রান না পেলেই হইচই করা অযৌক্তিক। বিরাটের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশাবাদী, শীঘ্রই বড় ইনিংস আসতে চলেছে।

রাজকুমার বলেছেন, ‘২০০৮ থেকে পারফর্ম করে দেখাচ্ছে ও। দুটো ইনিংসে রান না পাওয়ার কারণে ছন্দে নেই বলাটা ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত চলতি সিরিজেই কিন্তু শতরান পেয়েছে। এই সিরিজে ক’জন ব্যাটার সেঞ্চুরি পেয়েছে?’

পরিসংখ্যান যদিও উলটো কথা বলছে। ২০২৪-’২৫ মরশুমে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে রান পাননি। ব্যাটিং গড় নামতে নামতে পঞ্চাশের নীচে। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তির মতে, টেকনিকে অল্প কিছু রদবদল করলেই অফস্টাম্প-হারাকিরি কেটে যাবে।

রাজকুমারের গলায় কিন্তু উলটো সুর। বিরাটের কোচের মতে, সুনীল গাভাসকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার। যে কোনও পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাগত। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। একটু ধৈর্য ধরুন, চলতি সিরিজেই আরও বড় কিছু ইনিংস অপেক্ষা করছে।

বিরাটের অফফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন কোচ রাজকুমার শর্মা।

> ২০০৮ থেকে পারফর্ম করে দেখাচ্ছে ও। দুটো ইনিংসে রান না পাওয়ার কারণে ছন্দে নেই বলাটা ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত চলতি সিরিজেই কিন্তু শতরান পেয়েছে। এই সিরিজে কয়জন ব্যাটার সেঞ্চুরি পেয়েছে?
>
> **রাজকুমার শর্মা** (বিরাট কোহলির কোচ)

পরিসংখ্যানকেও পাত্তা দিতে নারাজ বিরাটের কোচ। বলেছেন, ‘সত্যি কথা বলতে পরিসংখ্যান সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। তবে বিরাট যে মাপের খেলোয়াড়, ও ঠিক স্বমেজাজে ফিরে আসবে।’ আরও দাবি করেন, ভারতীয় ক্রিকেটের সবথেকে ধারাবাহিক ক্রিকেটার বিরাট। নিজের জন্য একটা বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছে। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলেই সমালোচনা, নানান মন্তব্য শুরু হয়ে যায়।

বিরাটের রোগ সারিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব একসময় প্রকাশ্যে দিয়েছিলেন গাভাসকার। যদিও ভারতীয় রান মেশিন সেপথে হাঁটেননি। অবশ্য সমস্যা মেটানোর প্রয়াসে চেষ্টার কসুর করছেন না। যখনই সুযোগ পাচ্ছেন নেটে পড়ে থাকছেন। রাজকুমার জানান, তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে। তবে কী আলোচনা হয়েছে প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে তা বলতে রাজি নন।

রাজকুমারের কথায়, টেকনিক নিয়ে কিছু বলার নেই। ইতিবাচক মানসিকতারও কোনও অভাব নেই বিরাটের। দীর্ঘদিন সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেরা পারফরমেন্স দিয়ে আসছে। অভিজ্ঞ এবং পরিণত। নিজের খেলাটা ভালো বোঝে। জানে কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ ভিনিসিয়াস

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর : ব্যালন ডি’অর জিততে না পারার আক্ষেপ বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হল না। ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ পুরস্কার জিতে নিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ২০২৩-’২৪ মরশুম সেরার মতোই কাটিয়েছেন ভিনি। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল ছিল ব্রাজিলিয়ান তারকার নামের পাশে। সেই সুবাদেই ব্রাজিলের ষষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে ‘দ্য বেস্ট’ জিতলেন ভিনিসিয়াস। এবার ব্যালন ডি’অর-এও সম্ভাব্যদের তালিকায় ছিল ভিনির নাম। তবে শেষমুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ব্যালন জিতে নেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্প্যানিশ তারকা রড্রি। ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ রিয়াল তারকার সেই ক্ষতে যে কিছুটা প্রলেপ দিল তা বলাই যায়।

> এই পুরস্কার তাঁদের জন্য, যাঁরা আমার মতো লড়াই করছে। যাঁরা মনে করে এখানে আসা সম্ভব নয়।
>
> **ভিনিসিয়াস জুনিয়ার**

মঙ্গলবার রাতে ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে আবেগে ভাসলেন ভিনি। বললেন, ‘অবশেষে বর্ষসেরা ফুটবলার আমি। অনেক পরিশ্রমের ফল। আমাকে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ওরা এখনও তার জন্য তৈরি নয়।’ রিও ডি জেনেইরোর রাস্তা থেকে বল পায়ে এই দৌড়টা শুরু করেছিলেন ভিনিসিয়াস। তাঁর উঠে আসা রূপকথার গল্পের থেকে কিছু কম নয়। তাই ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, ‘এই পুরস্কার তাঁদের জন্য, যাঁরা আমার মতো লড়াই করছে। যাঁরা মনে করে এখানে আসা সম্ভব নয়।’ একইসঙ্গে শৈশবের ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভিনি। তারাই যে প্রথম রত্নটি চিনে নিয়েছিল। এদিকে ফিফার বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হয়েছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। এবার ব্যালন ডি’অরও জিতেছেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী এই মহিলা ফুটবলার।

একনজরে
ফিফার সেরার তালিকা

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার
ভিনিসিয়াস জুনিয়ার

বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার
আইতানা বোনমাতি

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ
কার্লো আন্সেলোত্তি

বর্ষসেরা মহিলা কোচ
এমা হেইস

বর্ষসেরা পুরুষ গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ

বর্ষসেরা মহিলা গোলরক্ষক
অ্যালিসা নায়েহার

পুসকাস অ্যাওয়ার্ড
আলেহান্দ্রো গারনাচো

মার্তা অ্যাওয়ার্ড: **মার্তা**

ফিফা ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড
থিয়াগো মাইয়া

ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড
গিলের্মে গানদ্রা মউরা

ব্যালন না জেতার ক্ষতে প্রলেপ

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর থেকে দ্য বেস্টের ট্রফি নিচ্ছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

জুডিকায় আগ্রহী কেরালা, ফিফায় ওগিয়ের

মহমেডানের স্ট্রাইকার চাই, বলছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দলে একজন ভালো স্ট্রাইকার দরকার। দায়িত্ব নিয়েই একথা হেড ও ম্যানেজমেন্টকে জানাবেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু।

আপাতত জম্মু-কাশ্মীর দল নিয়ে হায়দরাবাদে আছেন সন্তোষ ট্রফির জন্য। ২৩ ডিসেম্বর গ্রুপ লিগে তাঁর দলের শেষ ম্যাচ। সেখান থেকে সরাসরি কলকাতায় উড়ে এসে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সদ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহকারী কোচের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কাশ্মীরি। কী ভাবনাচিন্তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, ‘আমি মোটামুটি সব ম্যাচই দেখেছি মহমেডানের। যেটা মনে হয়েছে, স্ট্রাইকিং লাইনটা আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার। গোলই তো হচ্ছে না। তাই একজন ভালো মানের নম্বর ৯ লাগবে। সেটাই হেডকোচ আর ম্যানেজমেন্টকে বলব।’ তিনি কী কী পরিবর্তন করবেন, সেসব নিয়ে কিছু ভেবেছেন কি না প্রশ্ন করলে বলেছেন, ‘আমার কাজ তো হেডকোচকে সাহায্য করা। আগে ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসব। যেভাবে সাহায্য চাইবেন, সেটাই করার চেষ্টা করব।’ কোনওভাবেই আন্দ্রেই চেরনিশভকে এড়িয়ে নিজে থেকে কিছু করবেন না বলে জোর দিয়ে জানান মেহরাজ। তাঁর বক্তব্য, ‘উনিই আমাদের সবার বস। আমি দলের ভালোর জন্য যেভাবে প্রয়োজন তাঁকে সাহায্য করব।’

এদিকে, পরপর দুই মাস বেতন না পেয়ে ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের ফিফায় অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এছাড়া কার্লোস ফ্রাঙ্কাও দল ছাড়তে চাইছেন। মহমেডানের জুডিকাকে নিতে আগ্রহী কেরালা ব্লাস্টার্স। মোটামুটিভাবে দুই দলের মধ্যে কথাবার্তাও এগিয়েছে এই বিষয়ে। মহমেডানেও কিছু ফুটবলার যে পরিবর্তন হবে দলে, সেকথা ম্যানেজমেন্টের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। রিজার্ভ দলের ইসরাফিল দেওয়ানকে সিনিয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছে।

গোয়ার পথে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

গোয়ায় দলের সঙ্গে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দলের সঙ্গে গোয়া গেলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে শুক্রবার পরবর্তী ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ওই ম্যাচ খেলতে এদিন দুপুরের বিমানে গোয়া গেল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। চোট থাকলেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার স্টুয়ার্টকে। তবে খবর হল, তিনি খেলবেন না এই ম্যাচেও। রিহ্যাব করানোর জন্যই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে এই নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন মোলিনা। তিনি আগেই বলেছেন, ‘আমার কাছে দলের ২৬ জন ফুটবলারই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি মনে করি, প্রত্যেকেই সমান দক্ষ। একজন খেলতে পারছে না বলে তাঁকে নিয়ে যদি হা-হুতাশ করি, তাহলে তার পরিবর্তে যে খেলছে তাকে ছোট করা হয়। সেটা আমি কখনোই চাইব না।’ এফসি গোয়া এই মুহূর্তে ভালো খেলছে। শেষ পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত মানোলো মার্কুয়েজের দল। তবে তা নিয়েও চিন্তিত নন মোলিনা। তাঁর মন্তব্য, ‘শুধু গোয়া কেন, সব ম্যাচই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন আমরা গোয়ার কাছে হারলাম, কিন্তু বাকি ম্যাচ জিতে কি শিল্ড জিততে পারব না? নিশ্চয় পারব। তাই সবসময় আমাদের কাছে পরবর্তী ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ।’

এই ম্যাচ থেকেও তিন পয়েন্ট নিয়েই ফেরা তাঁর লক্ষ্য বলে জানিয়ে দেন মোলিনা।

মানসিকতা বদলেই প্রত্যাবর্তন : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে পিভি বিষ্ণুকে নামানোর পরেই ম্যাচে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্ত হিসাবে তাঁকে নামানোটাই যে ম্যাচের রং বদলাতে সাহায্য করেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সেকথা অস্বীকার করছেন না। তবে সেটাই যে একমাত্র কারণ তা তিনি মানতে নারাজ।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দল যেভাবে খেলছিল তাতে ভীষণই হতাশ ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। জয়ের পর তিনি বলেছেন, ‘ছেলেদের বলেছিলাম, ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলছি। তাই এমন বাজে খেললে ৯০ মিনিট পর্যন্ত মাঠে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে যাবে। তা মাথায় রেখে খেলতে।’ পাশাপাশি মুখে না বললেও অভিব্যক্তিতে তিনি বুঝিয়ে দেন ছেলেদের ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েননি। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ এখনও মনে করছেন, ‘দলের সমস্যাটা টেকনিকাল নয়। ঘাটতি আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও মানসিকতায়।’ সেই জায়গা থেকেই বিরতিতে ছেলেদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন ব্রুজোঁ।

জয়ের পর সমর্থকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

সুপার সিক্সের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে দলকে যে আরও ধারাবাহিক হতে হবে, আরও আক্রমণাত্মক ও দাপুটে ফুটবল খেলতে হবে, তা স্পষ্ট করে দেন স্প্যানিশ কোচ। বলেছেন, ‘আমি আক্রমণাত্মক ফুটবলই পছন্দ করি। চাই প্রতিপক্ষের অর্ধেই বেশিরভাগ সময় খেলুক দল।’ কিন্তু সেটা যে একদিনে সম্ভব নয় তাও মেনে নেন ব্রুজোঁ। এদিকে পাঞ্জাব ম্যাচে স্কোয়াডেই ছিলেন না দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তবে তিনি দ্রুত মাঠে ফিরবেন বলেই বিশ্বাস অস্কারের। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, শনিবার হায়দরাবাদ ম্যাচে স্কোয়াডে রাখা হলেও গ্রিক স্ট্রাইকারের প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে মাদিহ তালালের পাশাপাশি এবার সাউল ক্রেসপোর বিকল্পও খোঁজা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল।

আদালতের সমন সাকিবকে

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর : খুনের মামলা চলছিল আগেই। যে কারণে ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায় বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের। এবার তাঁর নামে যুক্ত হল চেক বাউন্সের মামলা। সেই মামলায় প্রাক্তন সাংসদ সাকিব সহ আরও চারজনকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক। সাকিবকে ১৮ জানুয়ারি আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার সূত্র অনুযায়ী, সাকিবের সংস্থা আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম আইএফআইসি ব্যাংক থেকে বেশ কয়েকবার ঋণ নিয়েছিল। তার পরিবর্তে দুটি চেক ইস্যু করে সাকিবের সংস্থা। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ চেক থেকে টাকা তোলা যায়নি। সেই কারণেই আইএফআইসি ব্যাংকের শাহিবুর রহমান সাকিবের সংস্থার নামে মামলা করেন গত ১৫ ডিসেম্বর।

জয়ের হ্যাটট্রিকে নকআউটে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফিতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলা। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে ২-০ গোলে তারা হারাল রাজস্থানকে। সেইসঙ্গে টানা তিন ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠাও নিশ্চিত করলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। বুধবার প্রথম গোলের জন্য বাংলাকে অপেক্ষা করতে হয় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন ডিফেন্ডার রবিলাল মান্ডি। ৫৬ মিনিটে রবিলাল মান্ডির ক্রস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। শেষলগ্নে অরিত্র ঘোষের একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। ম্যাচের পর কোচ সঞ্জয় বলেছেন, ‘আমরা সব ম্যাচ জেতার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছি। বাকি ম্যাচগুলিতে প্রতিপক্ষ কে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। সব ম্যাচ জিততে হবে।’

NORTH BENGAL: SILIGURI: Lexican Motors: 7506017275. Rangeet Auto: 7506017249. NOUKAGHAT: Rangeet Auto: 9619187814. COOCH BEHAR: Rangeet Auto: 7506015383. BIRPARA: Rangeet Auto: 7506015383. MALDA: Lexican Motors: 7506017220. BALURGHAT: Lexican Motors: 9167528535. GANGTOK: Rangeet Auto: 9167986441. ISLAMPUR: Rangeet Auto: 8291093108. JAIGAON: Rangeet Auto: 9152101462. JALPAIGURI: Rangeet Auto: 9152101467. RAIGANJ: Rangeet Auto: 8291094961. DARJEELING: Rangeet Auto: 7045208391. JORTHANG: Rangeet Auto: 9167528366. ALIPURDUAR: Rangeet Auto: 8879518024. MALBAZAR: Rangeet Auto: 9619185907.

Terms and Conditions apply. *Benefits up to differs from model to model and is inclusive of consumer offer, exchange bonus and maximum corporate offer. **As per safety rating received on certain models. *Advanced Driver Assistance System applicable in selected models only. All offers are valid for limited period or till stocks last. ^Warranty cover for 3 years/ 1 Lakh km, whichever ends earlier. Images and illustrations are indicative and for information purposes only. All features/specifications are not available in all variants and may vary for different variants. Specifications/features are subject to change without prior information. Colours may vary due to printing limitations. ^^Price is Nexon Smart (O) MT Nexon is available in petrol diesel CNG and EV in India. Local taxes and octroi extra. India's safest as per 5 Star GNCAP 2023 & 5 Star BNCAP safety rating for Harrier and Safari in 2023. ^Nexon GNCAP tested in Feb'24 & BNCAP tested in Oct'24. ^^Price mentioned is Punch Pure MT ex showroom Delhi, Local taxes extra. Offers valid till 31st Dec '24. *Punch is the highest selling car in India from Apr-June'24 as per SIAM data. *Punch offers 1st in Segment 26.03cm infotainment below 3850mm length SUV. ^^Price mentioned is Harrier and Safari Smart MT, ex-showroom Delhi Local taxes extra. ADAS with Adaptive Cruise Control in AT only. Price reduction varies from variant to variant and is included in the new ex-showroom prices. *H1 FY25 as per SIAM data. Festive Price reduced upto ₹ 80000 for Nexon Creative + S, ₹ 160000 for Harrier Pure + S AT & ₹ 180000 for Safari. *Offers valid till 31st Dec '24